অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্র রায়, ১২৬৪

অন্নদামঙ্গল।

গণেশবন্দনা।

গণেশায় নমঃ নমঃ, আদিব্রহ্ম নিরুপম, পরম পুরুষ পরাৎপর। খর্ব্ব স্থূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর, মহাযোগী পরমসুন্দর॥ বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ। পূজা হোম যোগ যাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে, তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥ স্বরগ পাতাল ভূমি, বিশ্বের জনক তুমি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল। শিবের তনয় হয়ে, দুর্গারে জননী কয়ে, ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥ হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া, সংসার সমুদ্র পিয়া, খেলাছলে করহ প্রলয়। ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি, পুনঃ কর বিশ্ব সৃষ্টি, ভাল খেলা খেল দয়াময়॥ বিধি বিষ্ণু শিব শিবা, ত্রিভুবন রাত্রি দিবা, সৃষ্টি পুন করহ সংহার। বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম, তুমি জান কোন ব্রহ্ম, তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥ যে তুমি সে তুমি প্রভু, জানিতে নারিনু কভু, বিধি হরি হর নাহি জানে। তব নাম লয় যেই, আপদ এড়ায় সেই, তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে॥ আমি চাহি এই বর, শুন

প্রভু গণেশ্বর, অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব। কৃপাকলোকণ কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর, ইথে পার তবে সে পাইব॥ আপনি আসরে উর, নায়কের আশা পূর, নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে। কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাষে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

শিববন্দনা।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ, গিরিসুতাপ্রিয়তম, বৃষভ হন যোগধারী। চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন, ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥ হরহর মোর দুঃখ হর। হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ, হিমকরশেখর শঙ্কর॥ গলে দোলে মুণ্ডমাল, পরিধান বাঘছাল, হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়। ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রেত ভূত অগণন, সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥ অতি দীর্ঘ জটাজূট, কণ্ঠে শোভে কালকূট, চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত। ফণী বালা ফণী হার, ফণিময় অলঙ্কার, শিরে ফণী ফণী উপবীত॥ যোগি অগম্য হয়ে, সদা থাক যোগ লয়ে, কি জানি কাহার কর ধ্যান। অনাদি অনন্ত মায়া, দেহ যারে পদছায়া সেই পায় চতুর্ব্বর্গদান॥ মায়া মুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব, কে বুঝিতে পারে তব মায়া। অজ্ঞ তাহার যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়, যারে তুমি দেহ পদছায়া॥ নায়কের দুঃখ হর, মোর গীত পূর্ণ

নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে। কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে,
ভারত সরস ভাষে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

সূর্য্য বন্দনা।

ভাস্করায় নমঃ হর মোর তমঃ, দয়াকর দিবাকর।
চারি বেদে কয়, ব্রহ্ম তেজোময়, তুমি দেব পরাৎপর॥
দিনকর চাহ দীনে। তোমার মহিমা, বেদে নাহি
সীমা, অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে॥ বিশ্বের কারণ, বিশ্বের
লোচন, বিশ্বের জীবন তুমি। সর্ব্ব বেদময়, সর্ব্ব
বেদাশ্রয়, আকাশ পাতাল ভূমি॥ এক চক্র রথে,
আকাশের পথে, উদয়গিরি হইতে। যাহ অস্তগিরি,
এক দিনে ফিরি, কে পারে শক্তি কহিতে॥ অতি খর
কর, পোড়ে মহীধর, সিন্ধুর জল শুকায়। পদ্মিনী
কেমনে, হাসে হৃষ্টমনে, তোমার তত্ত্ব কে পায়।
দ্বাদশ মূরতি, গ্রহগণ পতি, সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি যম মনু, তব অঙ্গজনু, যমুনা তোমার কন্যা॥
বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিতা, তাই সে সবিতা
নাম। তুমি বিশ্বসার, মোরে কর পার, করি এ কোটি
প্রণাম॥ কোকনদোপর, থাক নিরন্তর, অশেষ গুণ-
সাগর। বরাভয় কর, ত্রিনয়ন ধর, মাথায় মাণিকবর॥
স্মরিলে তোমায়, পাপ দূরে যায়, আসরে সদয়
হবে। কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে, চাহিবে স্বরূপে, ভারতচন্দ্রের
স্তবে॥

বিষ্ণু বন্দনা।

কেশবায় নমঃ নমঃ, পুরাণ পুরুষোত্তম, চতুর্ভুজ গরুড়বাহন। বরণ জলদ ঘটা, হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা বনমালা নানা আভরণ॥ কৃপাকর কমললোচন জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর, মুকুন্দ মাধব নারায়ণ। রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন। শ্রীনিবাস দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর, বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥ শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভিত চারি ভুজ, মনোহর মুকুট মাথায়। কিবা মনোহর পদ, নিরুপম কোকনদ, রতন নূপুর বাজে তায়॥ পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুজীবর, মুখ সুধাকরে সুধা হাস। সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, নাভি পদ্মে প্রজাপতি, রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥ ইন্দ্র আদি দেব সব, চারি দিকে করে স্তব, সনকাদি যত ঋষিগণ। নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণ গানে, পঞ্চ মুখে গান পঞ্চানন॥ কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর সানন্দ মনে, শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়। ছয় ঋতু সহচর, বসন্ত কুসুম শর, নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥ ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব, কুহরে কোকিল সব, পূর্ণচন্দ্র শরদ যামিনী। বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, গানকরে কাম তন্ত্রে, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী॥ উর প্রভু শ্রীনিবাস, নাশকর পূর আশ, নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে। ভারত

ও পদ আশে, নূতন মঙ্গল ভাষে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

কৌষিকী বন্দনা।

কৌষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে, প্রসীদ নগনন্দিনি। চণ্ড বিনাশিনি, মুণ্ড নিপাতিনি, শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনি॥ শঙ্করি সিংহবাহিনি। মহিষমর্দ্দিনি, দুর্গবিঘাতিনি, রক্তবীজ নিকৃন্তনি॥ দিন মুখরবি, কোকনদ ছবি, অতুল পদ দুখানি। রতন নূপুর, বাজয়ে মধুর, ভ্রমর ঝঙ্কার মানি॥ হেমকরিকর,উরু মনোহর, রতন কদলী কায়। কটি ক্ষীণতর, নাভি সরোবর, অমূল্য অম্বর তায়॥ কমল কোরক, কদম্ব নিন্দক, করিসুত কুম্ভ উচ। কাঁচুলি রঞ্জিত, অর্ত্তি সুশোভিত, অমৃত পূরিত কুচ॥ সুবলিত ভুজ, সহিত অম্বুজ, কনক মৃণাল রাজে। নানা আভরণ, অতিসুশোভন, কনক কঙ্কণ বাজে॥ কোটি শশধর, বদন সুন্দর,ঈষদ মধুর হাস। সিন্দূর মার্জ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত, দশনপাঁতি প্রকাশ॥ সিন্দূর চন্দন, ভালে সুশোভন, রবি শশি এক ঠাঁই। কেবা আছে সমা, কি দিব উপমা, ত্রিভুবনে হেন নাই॥ শিরে জটাজূট, রতনমুকুট, অর্দ্ধশশী ভালে শোভে। মালতী মালায় বিজুলি খেলায়, ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে॥ কহি যোড়-

করে, উরহ আসরে, ভারতে করহ দয়া। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে, রাখ রাঙ্গা পায়ে, অভয় দেহ অভয়া॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

উর লক্ষ্মি কর দয়া। বিষ্ণুর ঘরণী, ব্রহ্মার জননী, কমলা কমলালয়া॥ সনাল কমল, সনাল উৎপল, দুখানি করে শোভিত। কমল আসন, কমল ভূষণ, কমল নাল ললিত। কমল চরণ, কমল বদন, কমল নাভি গভীর। কমল তুকর, কমল অধর, কমল ময় শরীর॥ কমলকোরক, কদম্বনিন্দক, সুধার কলস কুচ। করি অরি মাজে, যিনি করিরাজে, কুম্ভযুগ চারু উচ॥ সুধাময় হাস, সুধাময় ভাষ, দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ। লাক্ষার কাঁচলী, চমকে বিজুলী, বসন লক্ষ্মীবিলাস॥ রূপ গুণ জ্ঞান, যত যত স্থান, তুমি সকলের শোভা। সদা ভুঞ্জে সুখ, নাহি জানে দুঃখ, যে তব ভকতিলোভা॥ সদা পায় দুঃখ, নাহি জানে সুখ, তুমি হও যারে বাম। সবে মন্দ কয়, নাম নাহি লয়, লক্ষ্মীছাড়া তার নাম॥ তব নাম লয়ে, লক্ষ্মীপতি হয়ে, ত্রিলোক পালেন হরি। যাদোগণেশ্বর, হৈলা রত্নাকর, তোমারে উদরে ধরি॥ যে আছে সৃষ্টিতে, নাম উচ্চারিতে, প্রথমে তোমার নাম। তোমার কৃপায়, অনায়াসে পায়, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥ উর মহামায়া, দেহ পদছায়া, ভারতের স্তুতি লয়ে। কৃষ্ণ

চন্দ্র বাসে, থাক সদা হাসে, রাজলক্ষ্মী স্থির হয়ে।

সরস্বতী বন্দনা।

উর দেবি সরস্বতি, হবে কর অনুমতি, বাগীশ্বরি বাক্য বিনোদিনি। শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস, শ্বেত বীণা শ্বেত হাস, শ্বেতসরসিজ নিবাসিনি॥ বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী। গন্ধর্ব অপ্সরাগণ, সেবা করে অনুক্ষণ, ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী॥ আগমের নানা গ্রন্থ, আর যত গুণপন্থ, চারি বেদ আঠার পুরাণ। ব্যাস বাল্মীকাদি যত, কবি সেবে অবিরত, তুমি দেবি প্রকৃতি প্রধান॥ ছত্রিশ রাগিণী মেলে, ছয় রাগ সদা খেলে, অনুরাগ যে সব রাগিণী। সপ্ত স্বর তিন গ্রাম, মূর্চ্ছনা একুশ নাম, শ্রুতি কলা সতত সঙ্গিনী॥ তান মান বাদ্য তাল, নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল, তোমা হৈতে সকল নিশ্চয়। যে আছে ভুবন তলে, তোমার করুণা বিনে, কাহার শকতি কথা কয়। তুমি নাহি চাহ যারে, সবে মূঢ় বলে তারে, ধিক ধিক তাহার জীবন। তোমার করুণা যারে, সবে ধন্য বলে তারে গুণিগণে তাহার গণন। দয়া কর মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া, পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পূর, দূর কর কুস্বপন সকল। কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, গীতে দিলা অনুমতি,

ক বলাম আরম্ভ সহসা। মনে বড় পাই ভয়, না জানি কেমন হয়, ভারতের ভারতী ভরসা॥

অন্নপূর্ণা বন্দনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া, কোটি কোটি করএ প্রণাম। আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পূর, শুন আপনার গুণগ্রাম॥ কৃপাবলোকন কর, ভক্তের দুরিত হর, দারিদ্র দুর্গতি কর দূর। তুমি দেবী পরাৎপরা, সুখদাত্রী দুঃখহরা, অন্নপূর্ণা হয়ে কর পূর্ণ॥ রক্ত সরসিজোপরি, বসি পদ্মাসন করি, পদতলে নব রবি দেখা। রক্তজবা প্রভাহর, অতি মনোহরতর, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ উদ্ধরেখ॥ কিবা সুবলিত উরু, কদলীকাণ্ডের গুরু, কুন্দিম নিতম্বে কিঙ্কিণী। শোভে নিরুপম বাস, দশদিক পরকাশ, ত্রিভুবনমোহন কারিণী। কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুধাসরোবর, উচ্চ কুচ সুধার কলশ। কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে, নানা অলঙ্কার সাজে, প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ। কিবা মনোহর কর, মৃণালের গর্ব্বহর, অঙ্গুলী চম্পক চারুদল। ফণিরাজ ফণমণি, কঙ্কণের কিঙ্কিণী, নানা অলঙ্কার ঝলমল॥ বাম কর তলে ধরি, কারণ অমৃত ভরি, পানপাত্র রতন নির্ম্মিত। রত্ন হাতা ডানি হাতে, সঘৃত পলান্ন তাতে, কিবা দুই ভুজ সুললিত॥ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য

পেয়, নানারস অপ্রমেয়, বিবিধ বিলাসে পরশিয়া। ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস, মধুর মধুর হাস, মহেশের নাচন দেখিয়া।। দেবতা অসুর রক্ষ, অপ্সর কিন্নর যক্ষ, সবে ভোগ করে নানা রস। গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, নবগ্রহ দিকপাল দশ। জিনি কোটি শশধর, কিবা মুখ মনোহর, মণিময় মুকুট মাথায়। ললিত কবরীভার, তাহে মালতীর হার, ভ্রমর ভ্রমরী কল গায়। বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন, আদি দেব ঋষিগণ, চৌদিকে বেড়িয়া করে গান। আগম পুরাণ বেদ, না জানে তোমার ভেদ, তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।। ঘটে কর অধিষ্ঠান, শুন নিজ গুণ গান, নায়কের পূর্ণ কর আশ। রাজার মঙ্গল কর, রাজ্যের আপদ হর, গায়কের কণ্ঠে কর বাস।। স্বপনে রজনীশেষে, বসিয়া শিয়রদেশে, কহিলা মঙ্গল রচিবারে। সেই আজ্ঞা শিরে বহি, নূতন মঙ্গল কহি, পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে।। বিস্তর অন্নদা কল্পে, কত গুণ কব অল্পে, নিজ গুণে হবে বরদায়। নূতন মঙ্গল আশে, ভারত সরস ভাষে, রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের আজ্ঞায়।।

গ্রন্থ সূচনা।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা। অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা॥ অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া। অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া॥ শুন শুন নিবেদন সভাজন সব। যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব॥ সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ। দেয়ান আলম চন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥ ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়। আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥ তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব। মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব॥ কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল। তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥ কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল। ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥ নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে। মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥ লুঠি নিল নারী গারি দিল বেড়ী তোক। শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥ উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর। যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদ বাখর॥ ভাই পো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া। উড়িস্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥ বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম। আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধূম॥ ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান। দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥ দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল

দেখিয়া নন্দির মনে ক্রোধ উপজিল॥ মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। করিল যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥ নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে। বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে॥ অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর। না ছাড় সংহার শূল সংহর সংহর॥ আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়। আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥ সেই আসি যবনের করিবে দমন। শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥ স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত। পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥ বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি। আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥ লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল। গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥ কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥ পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল। কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥ লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী। সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥ নদিয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্ত মতি॥ প্রতাপতপনে কীর্ত্তি পদ্ম বিকাশিয়া। রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা করিয়া॥ রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋষিরাজ। ইন্দ্রের সমাজ

সম যাঁহার সমাজ॥ কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান। উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান॥ দেবী পুত্র বলি লোক যার গুণ গায়। এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেক দায়॥ মহাবদজঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়! নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥ লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ। সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥ বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন। নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন। বদ্ধ করি রাখিলেক মুরসিদাবাদে। কত শত্রু কতমতে লাগিল বিবাদে॥ দেবীপুত্র দয়াময় ধরা-পতি ধীর। বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর॥ চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈল স্তব। অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া। স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥ শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়। এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়। আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ। কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥ চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥ সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহা-কবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥ তুমি তারে রায় গুণা-কর নাম দিও। রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥ আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে। অষ্টাহ

গীতের উপদেশ সবিশেষে ॥ সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥ সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর। অন্নদা মঙ্গল কহে নব রসতর॥

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন ॥

নিবেদনে অবধান কর সভাজন। রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥ চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥ পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে। কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥ চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল। কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥ দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥ প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন। পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন॥ প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥ তৃতীয় যে হরচন্দ্র হরঅবতার। চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশআকার॥ পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুলা দিতে নাই। ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই॥ দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়। মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥ জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম। সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥ শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী। আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে

পালটী॥ রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম। মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম॥ বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার। সদাশিব রায় নাম শিব অবতার॥ দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখযোর সুত। রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত॥ ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম। বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥ মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার। পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্কঅলঙ্কার॥ ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি। তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥ ভূপতির পিসার জামাই তিন-জন। কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥ মুখয্যা আন-ন্দরাম কুলের আগর। মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলা-ধর॥ প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়। শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়॥ কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ। কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়। মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দ ভক্ত দড়। গণক বাড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি। আর যত গণক গণিতে কি শকতি॥ বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়। জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধ্যায়॥ অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ। হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ॥ চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহরতি। রায়ে বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥ কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান। তার ভাই গোবিন্দ

লাহিড়ী গুণবান॥ কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি। মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি॥ নর্ত্তক প্রধান শেরমামুন্দ সভায়। মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥ ঘড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কতজন। চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥ সেপাহীর জমাদার মানুদ জাফর। জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর॥ ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম। মুজঃফর হুশেন মোগল কর্ণসম॥ হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত। ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥ যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত। ভোজপুরে সোয়ার গোঁদেলা শতশত॥ কুম্ভ মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান। তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান॥ আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়। দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায়॥ বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম। ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥ দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ। আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥ রত্নগরু আদি গজ দিগ্গজ সংখ্যায়। উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥ হাবসী ইনামবক্স হাবসী প্রধান। হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥ অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা। খাড়িজুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥ রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব্ব সীমা ধুল্যা-পুর বড় গাঙ্গ পার॥ ফরমানী মহারাজ মনসব-দার। সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥ কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ। পাতসাহী শিরপা সুলুতানী সুলতানৎ॥ ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল। সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥ দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে। ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥ সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা। প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা॥ কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া। ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥ অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে। স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥ অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী। তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥ কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে। মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥ ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত। কেমনে রচিব গ্রন্থ একি বিপরীত॥ অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়। আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥ গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে। যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥ এত বলি অমৃতায় মুখে তুলি দিলা। সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাঁহার মায়া, পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি। অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি॥ অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি। কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি, সবে দেন কুমতি সুমতি। বিনা চন্দ্রানলরবি, প্রকাশি আপন ছবি, অন্ধকার প্রকাশ করিলা॥ প্লাবিত কারণ জলে, বসি স্থল বিনা স্থলে, বিনা গর্ব্ভে প্রসবহইলা। গুণ সত্ব তমোরজে, হরিহরকমলজে, কহিলেন তপ তপ তপ॥ শুনি বিধি হরি হর, তিন জনে পরস্পর করেন কারণ জলে জপ। তিনের জানিতে সত্ব, জানাইতে নিজ তত্ত্ব, শবরূপা হইলা কপটে॥ পচা গন্ধ মাংস গলে, ভাসিয়া কারণ জলে, আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে। পচাগন্ধে ব্যস্ত হরি, উঠি গেলা ঘৃণা করি, বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা॥ পচাগন্ধে ভাবি দুঃখ, ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ, চারি মুখ হইলা বিধাতা॥ বিধির বুঝিয়া সত্ব, শিবের জানিতে তত্ত্ব, শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া। শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই, বসিতে হইল ঠাই, যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া॥ দেখিয়া শিবের কর্ম্ম, তাহাতে বসিল মর্ম্ম, ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা। পতিরূপ পশুপতি, ভুজঙ্গ ভুঞ্জিয়া রতি, ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥ বিধির মানস সুত,

দক্ষ মুনি তপযুত, প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া। তার গর্ব্ভে সতী নাম, অশেষ মঙ্গল ধাম, জনম লভিলা মহামায়া॥ নারদ ঘটক হয়ে, নানামত বলে কয়ে, শিবেরে বিবাহ দিলা সতী। শিবের বিকট সাজ, দেখি দক্ষ ঋষিরাজ, বামদেবে হৈলা বামমতি॥ সদাশিব নিন্দা করে, মহা ক্রোধ হৈল হরে, সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে। দক্ষেরে বিধাতা বাম, না লয় শিবের নাম, সদা নিন্দা করে কটু ভাষে॥ আরম্ভিয়া দেবযাগ, নিমন্ত্রিল দেবভাগ, নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে। যাইতে দক্ষের বাস, সতীর হইল আশ, ভারত কহিছে জোড় করে॥

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ।

কালী রূপে কত শত পরাৎপরা গো। অন্নদা ভুবন বলা, মাতঙ্গী কমলা, দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥ সুন্দরী ভৈরবী তারা, জগতের সারা, উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো। রাধানাথের দুঃখভরা, নাশ গো স্বত্বরা, কালের কামিনী কালী করুণা সাগরা গো॥ ধু॥

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন। যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥ শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে। নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥ যজ্ঞ করিয়াছে যক্ষ শুন তার মর্ম্ম। আমারে না দিবে

ভাগ এই তার কর্ম্ম॥ সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥

যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥ মুক্তকেশী মহামেঘ বরণা দন্তুরা। শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণ পূরা॥ গলিত রুধির ধারা মুণ্ডমালা গলে। গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে॥ আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ। দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান॥ লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে। ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥ ১॥ দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইয়া মুখ। তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥ নীলবর্ণা লোল জিহ্বা করাল বদনা। সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥ অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল। ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥ নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥ ২॥ দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি। রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥ রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর। চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥ বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ। পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ॥ ৩॥ দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা। হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥ রক্তবর্ণা সুভূষণা

আসন অম্বুজ। পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥ ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল। মণিময় নানা অলঙ্কার ঝল মল॥ ৪॥ দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে। ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥ রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা। মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা॥ অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর। ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥ ৫॥ দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত। ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত॥ বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে। তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে॥ বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি। কোকনদ বরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥ নাগ যজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে। খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥ কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার। এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার॥ দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী। দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী॥ চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন। অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে সুশোভন॥ ৬॥ দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন। ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥ অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন। কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূম্রের বরণ॥ বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা। এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥ ৭॥

মৃগাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা। হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা॥ রত্নগৃহে রত্নসিংহাসন মধ্যস্থিতা। পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা॥ এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি। আর হস্তে মুদ্গার ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি॥ চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন। ললাট মণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥ ৮॥ দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া। পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥ রত্ন পদ্মাসনা শ্যামাঙ্গরক্ত বস্ত্র পরি। চতুর্ভুজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥ ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে। চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥ ৯॥ মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান। মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥ সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ। দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥ চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে। রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥ ১০॥ ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে। দশ দিক রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

একি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া। সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥ নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া। ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া॥ ইহ লোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া। ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥ ধু॥

পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর। কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥ তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়। কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥ কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে। পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে॥ পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে। প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥ তিন জন তোমরা কারণ জলে ছিলা। তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥ তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে। শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥ পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুঃখ। বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥ তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন। প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন॥ পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে। সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥ এত শুনি শিবের হইল চমৎকার। প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সভাকার॥ লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী। গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূরতি॥ মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়। যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥ রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দিরে। রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥ প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ। কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন॥ আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ। ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ॥ স্বপনে

দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে। শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে॥ শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ। তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥ জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়। জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এমায়॥ মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া। যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া॥ কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে। শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥ ভারতী শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে। নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥

শিব নিন্দায় সতীর দেহ ত্যাগ।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ. বয়সে বাপের বড়। কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥ মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান। নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান॥ যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম। গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়েরে নাহি যম॥ সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়। কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥ কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ, বেদাচারবহিষ্কৃত। ক্ষত্রিয়কথন, না হয় ঘটন, জটা ভস্ম আদি ধৃত॥ যদি বৈশ্য হয়, চাসি কেন নয়, নাহি কোন ব্যবসায়। শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ

দেয় সেবা, নাগের পৈতা গলায়॥ গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়, না করে অতিথিসেবা। সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার, সন্ন্যাসি বলিবে কেবা॥ বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে, কৈলাস নামেতে ঘর। ডাকিনীবিহারী, নহে ব্রহ্মচারী, এ কি মহাপাপ হর॥ সতী কি আমার, বিদ্যুত আকার, বাতুলের হৈল জায়া। আমি অভাজন, পরম ভাজন, ঘটক নারদ ভায়া॥ আহা মরি সতি, কি দেখি দুর্গতি, অন্ন বিনা হৈলা কালী। তোমার কপাল, পর বাঘছাল, আমার রহিল গালি॥ শিবনিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি, দধীচি অগস্ত্য আদি। দক্ষে গালি দিয়া চলিলা উঠিয়া, শ্রবণে কর আচ্ছাদি॥ তবু পাপ দক্ষ, নিন্দি কত লক্ষ, সতীসম্বোধিয়া কহে। তার মৃত্যু নাই, তোর নাহি ঠাঁই, আমার মরণ নহে॥ মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে, ছি ছি এ কি দশা তোর। আমি মহারাজ, তোর এই সাজ, মাথা খেতে আলি মোর॥ বিধবা যখন, হইবি তখন, অন্ন বস্ত্র তোরে দিব। সে পাপ থাকিতে, নারিব রাখিতে, তার মুখ না দেখিব॥ শিবনিন্দা শুনি, মহাদুঃখ গুণি, কহিতে লাগিলা সতী। শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর, কেন বাপা হেন মতি॥ যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে, কি কহিব তুমি বাপ। তব অঙ্গজনু, তেজিব এ তনু, তবে যাবে

ঘোর পাপ॥ তিনি মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি হয়, মোর যেতে আছে ঠাঁই। কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল, তোর রক্ষা আর নাই॥ যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর, সে মুখ হবে ছাগল; এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া, উত্তরিলা হিমাচল॥ হিমগিরিপতি, ভাগ্যবান অতি, মেনকা তাহার জায়া। পূর্ব্বতপবরে, তাহার উদরে, জনমিলা মহামায়া॥ সতীদেহ ত্যাগে, নন্দী মহা রাগে, সত্বরে গেলা কৈলাসে। শূন্য রথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে, নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥ শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর, বিস্তর কৈলা রোদন। লয়ে নিজগণ, করিলা গমন, করিতে দক্ষদমন॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়, অশেষগুণসাগর। তার অভিমত, রচিলা ভারত, কবিরায় গুণাকর॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥ লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥ ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ন গাজে। দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥ ধকধ্বক্ ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥ দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা। কটীকট্টসদ্যোমরা হস্তিছালা॥ পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে। মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥

ধিয়া তাধিয়া তাথিয়া ভূত নাচে। উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥ সহস্রে সহস্র চলে ভূত দানা। হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥ চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গি। মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥ চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁখিনী পেতি-নী মুক্তকেশে॥ গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে। কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥ অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥ ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দক্ষ যজ্ঞ নাশ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥ প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে। ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥ সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি। জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি সাহুতি। বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া। যাও যাও হুঁদিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥ সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নিবৃতি। দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥ রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া। ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া॥ ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোফ ছিঁড়িল। পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥ বিপ্র

সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে। ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে॥ ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে। হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥ যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে। ঊর্দ্ধ হাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥ মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে। হূপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥ অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে। হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥ ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে। লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম নাড়িছে॥ অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে। ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু২ উড়িছে। হাসাতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে। পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে॥ রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হূল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফূটিছে॥ মীন তুণ্ড হেট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে। কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥ মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে। ভারতের তৎকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥

প্রসূতি স্তবে দক্ষ জীবন।

শিব নাম বল রে জীব বদনে। যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে। শিবনাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুখে, দমন করিব সুখে শমনে। শিব গুণ কি কহিব,

কোথায় তুলনা দিব, জীব শিব হয় শিব সেবনে। শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই, শিব নিজপদ দেই. সে জনে। কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর, ভারতে রাখহ হর ভজনে॥ ধু॥
এই রূপে যজ্ঞসহ দক্ষ নাশ পায়। প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়। বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা। দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা। অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর। দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর॥ সতীশোকে পতি শোকে লজ্জা তেয়াগিয়া। প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া॥ গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ। শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেট মুখ॥ দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়। প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়॥ বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী। অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥ আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই। সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥ বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়। সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥ আপনি বিচার কর পরিহর রোষ। দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥ যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল। যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল॥ কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি। ভাগ পেতে

হয় মোরে আমি তার নারী ॥ সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার। তথাপি বিধবা দশা হইল আমার ॥ ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি। তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি ॥ তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়। আমারে কাহারে দিবা বল দয়াময় ॥ প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা। রাজা সহ দক্ষরাজে বাচাইয়া দিলা ॥ ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়। উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের ন্যায় ॥ দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ। প্রসূতি বলিছে প্রভু একি বিড়ম্বন ॥ বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা। কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥ শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব। ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব ॥ অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ। কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান ॥ শুনিয়া নন্দিরে শিব কহিলা হাসিয়া। কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া ॥ নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ। ছাগ মুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ ॥ শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়। যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয় ॥ শিব বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া। মুণ্ড আনি দক্ষ স্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া ॥ মিলন হইল ভাল হর দিলা বর। শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর ॥ তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর। তুমি

বল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥ তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও। পঞ্চ ভূতময় পঞ্চ ভূতময় নও॥ নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম। না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥ বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল। নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥ বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া। যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥ যজ্ঞস্থানে সতী দেহ দেখিয়া শঙ্কর। বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর। শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন। গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥ বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর! সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥ তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি। কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥ যেখানে যে খানে অঙ্গ পড়িল সতীর। মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥ করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব। বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥ একমত না হয় পুরাণমত মত। আমি কহি তন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

পীঠমালা।

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে। ভূতময় দেহ, নবদ্বার গেহ, নরনারীকলেবরে। গুণাতীত

হয়ে, নানা গুণ লয়ে, দোহে নানা খেলা করে॥ উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম, সব জীবের অন্তরে। চেতনাচেতনে, মিলি দুইজনে, দেহিদেহরূপে চরে॥ অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া, এ কি করে চরাচরে। পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের, কবিরায় গুণাকরে॥ ধু॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব। দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব॥ ১॥ শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব। মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব॥২॥ সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা। ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা॥ ৩॥ জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব। দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব॥৪॥ ভৈরবপর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়। নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায়॥৫॥ প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে। বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে॥ ৬॥ জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম। বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবীনাম॥ ৭॥ গোদাবরীতীরে পড়ে বাম গণ্ড খানি। বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী॥ ৮॥ গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায়। চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায়॥ ৯॥ ঊর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম। সংক্রূর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম॥১০॥ পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার। মহারুদ্র ভৈরব

বারাহী দেবী তার॥ ১১॥ করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর। বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥১২॥ শ্রীপর্ব্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি। ভৈরব সুন্দরা-নন্দ দেবতা সুন্দরী॥১৩॥ কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ। উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ॥ ১৪॥ কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট সুরূপ। ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ॥ ১৫॥ শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী। সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি॥ ১৬॥ কাশ্মীরে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়। ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায়॥১৭॥ রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম। কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম॥১৮॥ মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী। মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি॥ ১৯॥ চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব। ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব॥ ২০॥ আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে। দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে॥ ২১॥ উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী। ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি॥ ২২॥ মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার। স্থাণুনামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর॥২৩॥ প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস। তাহাতে ভৈরব দশ মহা-বিদ্যা দশ॥২৪ না২৩৩॥ বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব। বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥ ৩৪॥

মণিবন্ধে বাস মণিবন্ধ অভিরাম। সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥৩৫॥ জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন। ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥ ৩৬॥ আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে। শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥ ৩৭ ॥ বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ। দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সাথ ॥৩৮॥ উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ যাহা সেবি। জয়নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥৩৯॥ কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম। বেদগর্ব্বা দেবতা ভৈরব রুরু নাম ॥ ৪০। নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাঁহার। অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর ॥ ৪১॥ নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়। ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায় ॥৪২॥ মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায় রাবানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায় ॥৪৩॥ নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা কপালী ভৈরব। দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব ॥ ৪৪ ॥ জয়ন্তায় বামজঙ্ঘা ফেলিলা কেশব। জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥৪৫॥ দক্ষিণ চরণ খানি পড়ে ত্রিপুরায়। নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায় ॥৪৬॥ ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব। যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব ॥৪৭॥ কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলী ডানি পার। নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তার ॥৪৮॥ কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুল্ফ অনু-

ভব। বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব।।৪৯।। বিন্ধা-সেতে বাম গুল্‌ফ ফেলিলা কেশব। ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব।। ৫০।। ত্রিরোতায় পড়ে বাম পদ মনোহর। অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর॥ ৫১॥ শূন্যশির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান। হিমা-লয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়।। ইতি শুক্র বারের প্রথম নিশাপালা।

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

উমা দয়া কর গো। বিষম শমন ভয় হর গো।। পাপেতে জড়িতমতি কাতর হয়েছি অতি পতিত-পাবনী নাম ধর গো।। মা বলিয়া ডাকি ঘন, শুনিয়া না দেহ মন, গুহজগাননে বুঝি ডর গো॥ তুমি গো তারিণী তারা, অসার সংসার সারা, নানারূপে চরাচরে চর গো ॥ রাধানাথ তবদাস, পূরাও তাহার আশ, তবে ঋণিচক্র ঋণে তার গো ।। ধু॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর। মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥ ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব। শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥ নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব। মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব।। হইল আকাশ বাণী সকলে শুনিলা। মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা ॥ উ-

শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥ তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ। তবে সে সর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ॥ আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ। নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ। ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও। উমাসহ মহেশের বিবাহ ঘটাও॥ একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ। শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ॥ জনকের জননীর দেখিব চরণ। আর কবে হবে হেন ভাগ্যের ভাজন॥ মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান। ভারতের অভিমত গৌরীগুণগান॥

নারদের গান।

জয়দেবি জগন্ময়ি, দীনদয়াময়ি, শৈলসুতে করুণানিকরে। জয় চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ড নিপাতিনি, দুর্গবিঘাতিনি, মুখ্যতরে॥ জয় কালি কপালিনি, মস্তকমালিনি, খর্পর ধারিণি শূলধরে। জয় চণ্ডি দিগম্বরি, ঈশ্বরি শঙ্করি, কৌষিকি ভারত ভীতি হরে।

শিববিবাহের সম্বন্ধ।

এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥ দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে। চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ

সঙ্গে। মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া। সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া। দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার। এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥ দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম। আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥ অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে। নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভর্ৎসনে॥ শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়। আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥ অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে। দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥ মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে। তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥ আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি। ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥ নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে। পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥ আনিব এমন বর বায়ে নড়ে দাঁত॥ ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাৎ॥ বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে। কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥ আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে। ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥ সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া। ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥ কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন। প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥ নিষেধ করিনু তারে

প্রণাম করিতে। কত কথা কহে বুড়া না পারি কহি-তে॥ দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান। বাজা-ইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥ ভাবে বুঝি সে বামুন বড় কন্দলিয়া। দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥ শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ। সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥ হিমালয় শুনিয়া আইল দ্রুত হয়ে। সিংহাসনে বসাইলা পদ ধূলি লয়ে॥ নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়। কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥ এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে। অখিল ভুবন মাতা জানিতে কে পারে॥ বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা। শিব পতি ইহাঁর ইহাঁর নাম শিবা॥ হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে। ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে॥ নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি। জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥ হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়। লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ধ্যানভঙ্গে কাম ভস্ম।

শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্ব্বন্ধ, আইলা নারদ মুনি। কমললোচন, আদি দেবগণ, পরম আনন্দী শুনি॥ সকলে মিলিয়া, শিব কাছে গিয়া, বিস্তর করিলা

স্তব। নাহি ভাঙ্গে ধ্যান, দেখি চিন্তাবান, হইলা বিধি কেশব॥ মন্ত্রণা করিয়া, মদনে ডাকিয়া, সুরপতি দিলা পান। সম্মোহন বাণ, করিয়া সন্ধান, শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥ ইন্দ্রের আজ্ঞায়, রতিপতি ধায়, পুষ্প শরাসন হাতে। সম্মুখে সামন্ত, ধাইল বসন্ত, কোকিল ভ্রমর সাতে॥ মলয় পবন, বহে ঘন ঘন, শীতল সুগন্ধ মন্দ। তরুলতা গণ, ফুলে সুশোভন, জগতে লাগিল ধন্দ॥ যত দেবগণ, হৈলা অদর্শন, হরের ক্রোধের ভয়। পূর্ব্ব নিযোজন, নিকট মরণ, মদন সম্মুখে রয়॥ আকর্ণ পূরিয়া, সন্ধান করিয়া, সম্মোহন বাণ লয়ে। ভূমে হাঁটু পাড়ি, দিল বাণ ছাড়ি, অনলে পতঙ্গ হয়ে॥ কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান, যে করে কামের শর। সিহরিল অঙ্গ, ধ্যান হৈল ভঙ্গ, নয়ন মিলিলা হর॥ কামশরে ত্রস্ত, নারী লাগি ব্যস্ত, নেহালেন চারি পাশে। সম্মুখে মদন, হাতে শরাসন, মুচকি মুচকি হাসে॥ দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হৈল হরে, অটল অচল টলে। ললাট লোচন, হৈতে হুতাশন, ধক ধক ধক জ্বলে॥ মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়, ত্রিভুবন পরকাশি॥ চৌদিকে বেড়িয়া, মদনে পুড়িয়া, করিল ভস্মের রাশি॥ মরিল মদন, তবু পঞ্চানন, মোহিত তাহার বাণে। বিকল হইয়া, নারী তপাসিয়া, ফিরেন সকল

স্থানে ॥ কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপসর, কিন্নরী দেবী সকল। যায় পলাইয়া, পশ্চাত্ তাড়িয়া, ফিরেন শিব চঞ্চল ॥ মনে মনে হাসি, হেন কালে আসি, নারদ হৈলা সম্মুখ। নারদ দেখিয়া, সলজ্জ হইয়া, হর হৈলা হেটমুখ ॥ খুড়া খুড়া কয়ে, দণ্ডবত্ হয়ে, কহিছে না-রদ হাসি। দক্ষ গৃহ ছাড়ি, হেমন্তের বাড়ী, জনমিলা সতী আসি। বিবাহ করিয়া, তাঁহারে লইয়া, আনন্দে কর বিহার। শুনি শিব কন, ওরে বাছাধন, ঘটক হও তাহার ॥ মুনি কহে দ্রুত, সকলি প্রস্তুত, বর হয়ে কবে যাবা। কহেন শঙ্কর, বিলম্ব না কর, আজি চল মোর বাবা ॥ শুনি মুনি কয়, এমন কি হয়, সর্ব্ব দেব গণে কহ। প্রায় হয়ে বুড়া, ভুলিয়াছ খুড়া, দিন দুই স্থির রহ ॥ শান্ত হৈলা হর, যজ্ঞেক অমর এলো যথা পশুপতি। কামের মরণ, করিয়া শ্রবণ, কান্দিয়া আইলা রতি ॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়, অশেষ গুণসাগর। তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত, কবি রায় গুণাকর ॥

রতিবিলাপ।

পতিশোকে রতি কাঁন্দে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে। কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে, কাম অঙ্গে ভস্ম লেপ অঙ্গে ॥ আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস, সংসার

পুরিল হাহাকার। কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ, তোমাবিনা সকলি আঁধার॥ তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি, দুই অঙ্গ একই পরাণ। প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা নারহিল, পিরীতির এ নহে বিধান॥ যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু, এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা। মিছা প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া, এখন বুঝিনু মিছা খেলা॥ না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন, না শুনিব সে মধুর বাণী। আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি, এত দিন ইহা নাহি জানি॥ আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই। হৃদয়েতে দিতে স্থান,. করিতে কতেক মান, এখন দেখিতে আর নাই॥ শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম, বাম দেব আমার কপালে। যার দৃষ্টে মৃত্যুহরে, তারদৃষ্টে প্রভু মরে, এমন না দেখি কোন কালে॥ শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আকৃতি লয়ে, না জানি বাড়িল কিবা গুণ। একের কপালে রহে, আরের কপাল, দহে, আগুণের কপালে আগুন॥ অনলে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল গালি, মদন মরিলে মৈল রতি। এ দুঃখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর, মরিলেহ নাহি অব্যাহতি॥ অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন

পথে পতি যান, আগে যারে পথ দেখাইয়া। চরণ রাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া॥ অরে রে মলয়বাত, তোরে হৌক বজ্রাঘাত, মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা। বসন্ত অল্লায়ু হও, বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও, প্রভু বধি সবে পলাইলা॥ কোথা গেলা সুররাজ, মোর মুণ্ডে হানি বাজ, সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম। অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি, আমি তাহে দেহ ঢালি, অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম॥ বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত, কত তাপ তপনের তাপে। ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁন্দিলে কি আর হয়, এই ফল বিরহির শাপে॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

অগ্নি কুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়। হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥ শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন। শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন॥ দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার। কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥ রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া। তার গর্ব্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া॥ শম্বর-দানব বড় হইবে দুর্জ্জন। মদনের হাতে তার মৃত্যু নিযোজন। দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে। লুকাইয়া এই রূপ মায়াবতী নামে॥ কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন। জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের

নন্দন॥ শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়। মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥ মোহনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে। হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥ মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া। না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥ সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে। ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥ কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে। তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥ পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ। মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত॥ শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ। শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান॥ শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে। কহিনু উপায় এই রূপে পতি পাবে॥ শুনি রতি সাত পাচ ভাবনা করিয়া। নিবায় অনল কুণ্ড রোদন ত্যজিয়া॥ কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ। বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ॥ শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিব বিবাহ যাত্রা।

শিবের বিবাহ, পরম উৎসাহ, সবে হৈলা যত্নবান। পরম সন্তোষে, দুন্দুভি নির্ঘোষে, ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান॥ ত্রিজগণ লয়ে, বরযাত্রী হয়ে, চলিলা যত অমর। অপ্সরা নাচিছে, কিন্নর গাইছে, পুলকিত

মহেশ্বর ॥ ব্রহ্মা পুরোহিত, চলিলা ত্বরিত, বরকর্ত্তা নারায়ণ। ইন্দ্রের শাসনে, মরুত ভুবনে, চলে যত রাজগণ ॥ কুবের ভাণ্ডারী, যক্ষগণ ভারী, নানা আ-য়োজন সাজি। বায়ু করি বল, আপনি অনল, হইলা আতস বাজি ॥ নারদ রসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সা-জাইতে গেলা বর। বসি ছিলা হর, উঠিলা সত্বর, নারদ কহে তৎপর ॥ জটাজুটে চূড়া, সাপে বান্ধা খুড়া, মুকুটে কি দিবে শোভা। কিকাজ মুক্তায়, হাড়ের মালায়, কন্যার মা হবে লোভা ॥ কস্তুরী কেশরে, চন্দনে কি করে, ঘন করে মাখ ছাই। কি করে মণিতে, যে শোভা ফণিতে, হেন বর কোথা পাই ॥ ফুলমালা যত, শোভা দিবে কত, যে শোভা মুণ্ডের মালে। কাপড়ে কি শোভ, জগমন লোভা, যে শোভা বাঘের ছালে ॥ রথ হস্তী আর, কি কাজ তোমার, যে বুড়া বলদ আছে। তোমার যে গুণ, কব কোটি গুণ, আমি মেনকার কাছে ॥ অধিক করিয়া, সিদ্ধি মিশাইয়া, ধুতুরা খাইতে হবে। যাবত্ বিবাহ, না হবে নির্ব্বাহ, উপবাস তবে সবে ॥ এ রূপ করিয়া, বর সাজাইয়া, হর লয়ে মুনি যায়। প্রেত ভূতগণ, ধায় অগণন, আন্ধার কৈল ধূলায় ॥ ঝুপ ঝুপ ঝাপ, দুপ দুপ দাপ, লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে। মহাধুম ধাম, হাঁকে হুম হাম, জয় মহাদেব বলে ॥ সহজে সবার, বিকট আকার,

সহিতে না পারে আল। থাবায় থাবায়, মসাল নিবায়, আন্ধারে শোভিল ভাল॥ করতালি দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া, হাসে হিহি হিহি হিহি। দন্ত কড়মড়ি, করে জড়াজড়ি, লক লক লক জিহি॥ করে চড়াচড়ি, ধায় রড়ারড়ি, কিলাকিলি গণ্ডগোল। কে কারে আছাড়ে, কে কারে পাছাড়ে, কে মানে কাহার বোল॥ তরু উপাড়িয়া, গিরি উথাড়িয়া, কৈল প্রলয়ের ঝড়। বর-যাত্রগণ, লইয়া জীবন, পলাইল দিয়া রড়॥ ইন্দ্রাদি পলায়, অন্য কেবা তায়, দেখিয়া আনন্দ হরে। আগে ভাগে হরি, বিধি সঙ্গে করি, গেলা হেমন্তের ঘরে॥ হিমগিরিরাজ, করিয়া সমাজ, বসি পুরোহিত সাথ। বলদে চড়িয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া, এলা বর ভূতনাথ॥ যত কন্যা যাত্রি, দেখিয়া সুপাত্র, বলে এ কেমন বর। বরযাত্রি গণে, দেখি ভয় মনে, না সরে কার উত্তর॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়, অশেষ গুণসাগর। তার অভিমত, রচিলা ভারত, কবি রায় গুণাকর॥

শিব বিবাহ।

জয় জটা হর রঙ্গিয়া। করঝিলমিলিত নিশিত পরশু অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥ লক লক ফণি জটা বিরাজ, তক তক তক রজনিরাজ, ধক ধক ধক দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া। ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল, হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল, কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল,

প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া। ভভম ভবম ববম ভাল, ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল, রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল, ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া। সুরগণ কহে জয় মহেশ, পুলকে পুরিল সকল দেশ, ভারত যাচত ভকতিলেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্ব মুখ হয়ে। বসিয়াছে দান সজ্জা বাম দিকে লয়ে। উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন। পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ॥ হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান। সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥ বর দেখি হিমালয় হৈলা হত বুদ্ধি। ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥ কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে। ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥ ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢলিয়া। গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥ বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম। তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥ কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত। হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥ কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ॥ কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥ হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা। বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥ স্মরহরবর বর পিতা পুরহর। পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥ শিব গোত্র শম্ভু সর্ব্ব শঙ্কর প্রবর। শুনিয়া বিধিরে

চাহি হাসিলেন হর ॥ এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা। স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা ॥ কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে। নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে ॥ গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া। শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া ॥ এয়ো-গণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া। লইয়া নিছনীডালা হুলাহুলি দিয়া ॥ বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা ॥ পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা ॥ গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া। মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলা ইয়া ॥ বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর। এয়ো গণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥ মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা। নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোম টা ॥ নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই। মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥ দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়। শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥ লাজে মরে এয়ো গণ কি হৈল আপদ। মেন-কার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥ শুন এয়ো এয়ো-গণ ব্যস্ত কেন হও। কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥ মেনকা নারদবাক্যে দুনা মনদুখে। পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে ॥ দশনে রসনা কাটি গুড়ি২ যায়। আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥ ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা

তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥ ও রে বুড়া আটকুড়া নারদা অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥ বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ। নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥ ভারত কহিছে আর কি আছে আটক। কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক॥

কন্দল ও শিবনিন্দা।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো। বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥ উমার কেশ চামরছটা, তাপার শলা বুড়ার জটা, তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো। উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া, ছারকপালে, ছাইকপালে দেখে পায় ডর লো। উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার, কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো। আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া, ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে। নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥ কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী। আঁকশলী পোষা মোনা গড়ে মেকামেকি॥ পাখা নাহি তবু ঢেকী উড়িয়া বেড়ায়। কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥ সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র। দাড়ী লয়ে ঘন গড়ে কন্দ

লের মন্ত্র ॥ আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়ে গুলা মথা কোঁড়ে তোরে রক্ত দিব ॥ বেণা খোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া। এয়োস্ত্রিয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥ ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে। সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে ॥ এক ঠাঁই এতো মেয়ে দেখা নাহি যায়। দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥ নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল। পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥ এক বলে উহারে সই গুটা বড় ঠেঁটা। আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥ যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা। আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা ॥ সে বলে লো বটে বটে আমি বড়ো ঠেঁটা। গোবিন্দে স্বন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥ তার সই বলে থাক জানি লো উহারে। পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে ॥ ইহার হইয়া কহে উহার নফর। গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর ॥ চারি মুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন। তার দিগে তোর দিদী চেয়ে রৈল কেন ॥ সে বলে নাকানী আলো না জান আপনা। চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা ॥ এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি। ডাকাডাকি গালাগালি মথা কুটা কুটি ॥ দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি। হেটমুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী ॥ হর হর বলিয়া ডাকিছে

ভূত যত। হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥ ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে। ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥ আহা মরি ওমা উমা সোণার পুতুল॥ বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥ পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ। বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥ আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন। বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥ উমার বদন চাঁদে পরকাশে রাকা। বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গোঁফ পাকা॥ কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন। ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥ উমার গলায় জাতী মালতীর মালা। বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা॥ বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে। বাঘ ছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥ উমার রতন কাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে। বুড়ার কোমর বন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥ নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়। সাপে খেয়ে ছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥ আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে। কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥ আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়। কপালে আগুণ তার আলো করে তায়॥ আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে। সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥ বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মুতে। ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ছুঁতে॥

কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর॥

শিবের মোহন বেশ।

আমার শঙ্কর করুণাকর গো। নিন্দাকর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥ কালকূট পিয়া, বিশ্ব বাঁচাইয়া, মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর। কপালে অনল, শিরে গঙ্গাজল, অনলে জলে সোসর। ভালে সুধাকর, গলে বিষধর সুধাবিষে বরাবর। ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে, এ শিবে নিন্দে পামর॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে। দক্ষের হইল মনে উমারে না সহে॥ যে দুঃখে দক্ষের ঘরে তেজিলাম কায়। এথানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥ হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই। তাহে হয় শিব নিন্দা এ বড় বালাই। কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ। কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ। মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়। মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়॥ জটাজূট মুকুট দেখিলা ফনি মণি। বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী॥ ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ। মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥ হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই। মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই। এই রূপে হরগৌরী বিবাহ হইল। হিমালয় মেনকার আনন্দ বা-

ড়িল ॥ কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ। ঋষিগণ বেদগানে পুরিল ভুবন ॥ কিন্নর করয়ে গান. নাচয়ে অপ্সর। অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর ॥ উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস। বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস ॥ নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল। ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেথানে ছিল ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বড় আনন্দ উদয়। বহুদিনে ভগবতী আইলা আলয় ॥ শঙ্খঘণ্টারব মহামোৎসব ত্রিভুবনে জয় জয়। নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক, রাগ তাল মান লয়। যত চরাচর, হরিষ অন্তর, পরম আনন্দময়। রায় গুণাকর, কহে পুটকর, মোরে যেন দয়া হয়। ধু।

উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ। নন্দিরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ ॥ শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত। সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥ এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই। বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই ॥ কাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো। ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো ॥ নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই। আজি বড় শুভ দিন বার কর ভাই ॥ এমন আনন্দ মোর

কবে হবে আর। সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার॥ যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া। ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া॥ তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি। আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥ অল্প করি সিদ্ধি লহ মন লক্ষ বার। ধুতূরার ফল তাহে যত দিতে পার॥ মহুরী মরীচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা। অধিক করিয়া দিয়া করহ রসালা॥ দুগ্ধ দিয়া ঘন২ ঘুরাও ঘোটনা। দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা॥ ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত। সকলে প্রসাদ পাবে ঘোঁট তারি মত। শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে। নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে। বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া। ধুইয়া গঙ্গার জলে পুনঃ কৈল কুঁড়া। দুই হাতে ঘোটনা দুপায়ে কুঁড়া ধরি। ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি॥ তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক। ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক॥ রাশি রাশি তাল তাল পর্ব্বত প্রমাণ। গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান॥ সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে। বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে॥ হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল। ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল॥

সিদ্ধি ভক্ষণ।

মহাদেবের আঁখি ঢুল ঢুল। সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি

শুদ্ধি হৈল স্থূল॥ নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ লট পট জটাজূট গঙ্গাহুলথুল। খসিল বাঘের ছাল, আলুথালু হাড় মাল, ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥ হাসি হাসি উতরোল, আধ আধ আধ বোল, নয় নন্দিনন্দি আ আ আনন্দ নকুল। তার-ভের অনুভবে, ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে, ভবানী ভা-বেন ভব ভাবভরাকুল। ধু।

সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়। বেতাল ভৈরব গণ নাচিয়া বেড়ায়॥ সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন। বিজয়ার বীজমন্ত্র জপিপঞ্চানন॥ অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে। ভবানীর নামে দিলা একভাবহয়ে॥ ছোয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ। একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ॥ হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া। আকুল হইলা বড নকুল লাগিয়া॥ নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে। ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে॥ তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপ স্থিত। মেনকা মেলানীভার দিয়াছে কিঞ্চিত॥ হাসিয়া কহেন হরভালা মোর ভাই। বড়কথা মনেকৈলি আন দেখি তাই॥ অসংখ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল। সহচর গণ সবে ভাবিতে লাগিল॥ শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও। সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও॥ সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত। সাব-

খান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত ॥ আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা। নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা ॥ ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ। আগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ ॥ এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী। জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥ আমরা নকুল করি এমন কি আছে। তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে ॥ হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব। তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব ॥ আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই। যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই ॥ তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে। ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে ॥ কে বলে মেলানী ভারে নাহি আয়োজন। আনরে মেলানীভার দেখিব কেমন ॥ মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ। পুরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন ॥ দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকল। খাইতে লাগিল সবে মহাকুতূহল ॥ জয় জয় হর গৌরি বলিয়া২। নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

আমারে ছাড়িও না। ভবানি। সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া শিলাময়ি হিয়া হইও না। এ বার

পাথারে ফেলিয়া আমারে দোষ বারেবারে লইও না॥ শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা, তেমন এখানে খেলিও না। তব মায়াছান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে, ভারতে এ ফেরে ফেলিও না।।

আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা। বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার। কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার।।দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি। এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ী॥ ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার। সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥ হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই। শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥ অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে। হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে।। হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়। সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥ নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন। পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।। পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে। তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥ পুরুষেরা দেখ যদ নারী মরি যায়। অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥ নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা। কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥ শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া মরম। তোমার সহিত নহে এমত মরম॥ তোমার

শরীর আমি মাথায় করিয়া। দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥ চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া। মোর মাথা হতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥ অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে। ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥ তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া। আর বার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥ শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে। সমভাবে দোহে এক হইবে কেমনে॥ পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ। সমভাগে অর্দ্ধভাগে তুমি পাবে দুঃখ॥ দশহাত তোমার আমার দুটী হাত। সমভাগে অর্দ্ধ ভাগে হইবে উৎপাত॥ শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার। এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥ ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই। দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥ চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে। চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥ চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত। দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত্॥ এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইলা। সাক্ষি করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥ হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান। হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥ দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে। হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥ এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার। গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥

হরগৌরী

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণি ঈশ্বর। রচিল ভারত-চন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরী রূপ।

কি এ নিরুপম, শোভা মনোরম, হর গৌরী এক শরীরে। শ্বেত পীত কায়, রাঙ্গা দুটি পায়, নিছনি লইয়া মরিরে। ধু।

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে, আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণিফণা ধরি রে। আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা, আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে॥ এক হাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ, আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বূল পূরি রে। ভাঙ্গে ঢুলুঢুলু এক লোচন, কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন, আধ ভালে হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দুর পরি রে। কপাল লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে, দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে॥ দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি, আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে। এক কাণে শোভে ফণি-মণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি কুণ্ডল, আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তূরী রে। ভার-

ত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়, হর গৌরী বিয়া হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে॥

ইতি শনিবারের রাত্রি পালা।

কৈলাস বর্ণন।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটি শশি পরকাশ। গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরগণের বাস॥ রজনী বাসর, মাস সংবৎসর, দুই পক্ষ সাত বার। তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার॥ তরু নানাজাতি, লতা নানাভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত। বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু সুশোভিত॥ অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহ সিংহনাদ করে। কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে॥ মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল কেশরী হস্তিরাখাল। ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দূরে পোষে বিড়াল॥ সবে পেয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে। যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥ সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম, শত্রু মিত্র সমতুল। জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল॥ চৌদিকে দুস্তর, সুধার সাগর, কল্পতরু সারি সারি। মণিবেদীপরে, চিন্তামণি ঘরে, বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥ শিব শক্তিমেলা, নানা রসে

খেলা, দিগম্বরী দিগম্বর। বিহার যে সব, সে সব কি কব, বিধি বিষ্ণু অগোচর॥ নন্দী দ্বারপাল, ভৈরব বেতাল, কার্ত্তিকেয় গণপতি। ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্ম দৈত্য রক্ষ, গণিতে কার শকতি॥ একদিন হর, ক্ষুধায় কাতর, গৌরীরে কহিলা হাসি। ভারত ব্রাহ্মণ, করে নিবেদন, দয়া কর কাশীবাসি॥

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে। বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাধে॥ এ বড় বিষম ধন্দ, যত করি ছন্দ বন্দ, ভাল ভাবি হয় মন্দ পড়িনু প্রমাদে। ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়, অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই স্বাদে॥ মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে, যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে। সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের, ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে॥

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি। ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥ নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই। সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥ সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে। সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥ ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল। তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥ আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। কপালে আ-

গুন মোর না ঘুচিল দুঃখ ॥ নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি। ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিক্ষারি ॥ বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি। গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী। সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়। রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥ কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর। খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর ॥ আর আর গৃহির গৃহিণী আছে যারা। কত মতে স্বামির সেবন করে তারা ॥ অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়। আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥ পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র। স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥ এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাক্ ছল। ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরী কন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া। এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥ আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই, কেবা বালাই ছাই মাখিবে। দামাল ছাবাল দুটি, অন্ন চাহে ভূমে লুটি, কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥ বিষ পানে নাহি ভয়, কথা কৈতে ভয় হয়, উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে। মা বাপ পাষাণ হিয়া, হেন ঘরে দিল বিয়া, ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে ॥ ধ্রু ॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে। ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে॥ শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ড-গোল॥ হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী। চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥ গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক। বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥ সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি। রসনা কেবল কথাসিন্দুকের কুঁজি॥ কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া। কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥ আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥ কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়। কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥ অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই। মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥ গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে। গিয়া-ছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে। বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু॥ ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥ তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন। তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥ উহাঁর ভাগ্যের বলে হই-য়াছে বেটা। কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥ বড় পুত্র গজ মুখ চারি হাতে খান। সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥ ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যে

পান ঠাকুর। তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥ ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়। উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়। উপযুক্ত দুটি পুত্র আপন যেমন। সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥ করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে। তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥ শাঁখা শাড়ী সিন্দূর চন্দন পান গুয়া। নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥ ভারত কহিছে মা গো কত বল আর। শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

ভবানীর কটুভাবে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে, ক্ষুধানলে কলেবর দহে। বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত, বৃদ্ধলোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥ হেটমুখে পঞ্চানন, নন্দিরে ডাকিয়া কন, বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়। আন শিঙ্গা হাড় মাল, ডমরু বাঘের ছাল, বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥ আন রে ত্রিশূল ঝুলি, প্রথম সকল গুলি, যত গুলি ধুতূরার ফল। থলি ভরা সিদ্ধি গুঁড়া, লহ রে ঘোটনা কুঁড়া, জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥ ঘর উজাড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যে পাই খাব, অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস। নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা, তাহারে উচিত বন-বাস॥ বৃদ্ধকাল আপনার, নাহি জানি রোজগার,

চাঁসবাস বাণিজ্যব্যাপার। সকলে নির্গুণ কয়, ভুলা-য়ে সর্ব্বস্ব লয়, নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥ যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই, কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া। এত বলি দিগম্বর, আরোহিয়া বৃষবর, চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥ শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি, কি করিব একা ঘরে রয়ে। বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই, গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥ যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিণী কেন, নাহি ঘরে সদা খাই খাই। কি করে গৃহিণীপনে, খন খন ঝন ঝনে, আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস, রাজসেবা কত খচ মচ। গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এইমত, ভিক্ষামাগা নৈব চ নৈব চ॥ হইয়া বিরস মন, লয়ে গুহ গজানন, হিমালয়ে চলিলা অভয়া। ভারত বিনয়ে কয়, এমন উচিত নয়, নি-ষেধ করিয়া কহে জয়া॥

জয়ার উপদেশ।

কহে সখী জয়া, শুন গো অভয়া, এ কি কর ঠাকু-রালি। ক্রোধে করি ভর, যাবে বাপ ঘর, খেয়াতি হবে কাঙ্গালি॥ মিছা ক্রোধ করি, আপনা পাসরি, কি কর ছাবাল খেলা। সুখমোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম, সংসার সাগর ভেলা॥ অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্নদেহ কয়ে,

দাঁড়াবে কাহার কাছে। দেখিয়া কাঙ্গালি, সবে দিবে গালি, রহিতে না দিবে নাছে॥ জননীর আশে, যাবে পিতৃবাসে, ভাজে দিবে সদা তাড়া। বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে, যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥ যা বলি তা কর, নিজ মূর্ত্তি ধর, বস অন্নপূর্ণা হয়ে। কৈলাস শিখর, অন্নে পূর্ণ কর, জগতের অন্ন লয়ে॥ তিন ভূমণ্ডলে, যে স্থলে যে স্থলে, যত যত অন্ন আছে। কটাক্ষ করিয়া, আনহ হরিয়া, রাখ আপনার কাছে॥ কমল আসন, আদি দেবগণ, কোটী কোটী লক্ষ লক্ষ। কমলা প্রভৃতি, যতেক প্রকৃতি, এই স্থানে দেহ ভক্ষ॥ ফিরি ঘরে ঘর, হইয়া ফাঁফর, কোথায় না পেয়ে অন্ন। আপনি শঙ্কর, আসিবেন ঘর, হইয়া অতিবিষণ্ণ॥ অন্ন দিয়া তাঁরে, সকল সংসারে, আপনা প্রকাশ কর। প্রকাশিয়া তন্ত্রে, অন্নপূর্ণামন্ত্রে, লোকের যন্ত্রণা হর॥ তিন ভূমণ্ডলে, পুজিবে সকলে, চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে। দ্বিতীয়া অন্বিত, অষ্টাহ সঙ্গীত, বিসর্জ্জন নবমীতে॥ পূজিবে যে জনে, তাহার ভবনে, হইবে লক্ষ্মী অচলা। আর যত আছে, সব হবে পাছে, কহিবে অষ্টমঙ্গলা॥ কৃষ্ণচন্দ্রভূপ, দেবীপুত্র রূপ, অন্নপূর্ণা ব্রতদাস। ভারত ব্রাহ্মণ, কহে সুবচন, অন্নদা পুরাও আশ॥

অন্ন পর্ব্ব ॥
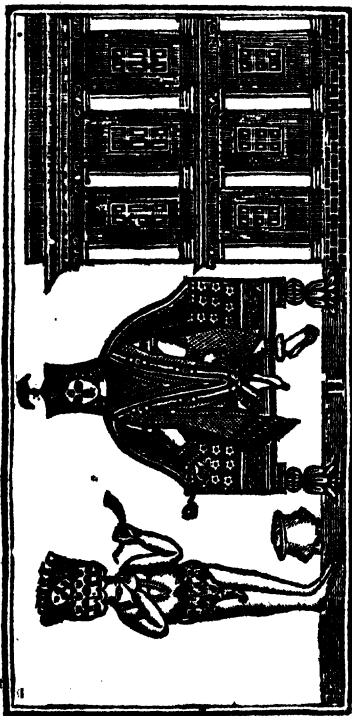
অন্নপূর্ণা জয় জয়। দূর কর ভবভয়। তুমি সর্ব্বময়, তোমাহৈতে হয়, সৃজন পালন লয়। কত মায়া কর, কত কায়া ধর, বেদের গোচর নয়॥ বিধি হরি হর, আদি চরাচর, কটাক্ষেতে কত হয়। ছাড় ছায়া মায়া, দেহ পদ ছায়া, ভারত বিনয়ে কয়॥ ধ্রু।

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ। বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ॥ বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ। জোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন॥ শুন রে বিশাই বাছা লহ মোর পান। পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ॥ মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র। রতন নির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র॥ রতন মুকুট দিল নানা অলঙ্কার। অমূল্য কাঁচুলী শাড়ী উড়নী যে আর॥ বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ। আশিষ করিলা মাতা হও নিরাপদ॥ মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে। হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে॥ কোটি২ রূপ কোটি২ নারায়ণ। কোটি২ রূপ কোটি২ পদ্মাসন॥ কোটি২ রূপ কোটি২ মৃত্যুঞ্জয়। কোটি২ রূপ কোটি২ হরিহয়॥ দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত। সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই। কেমন হইল যেন মনে অংশৈ নাই॥ অন্নের পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর। ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি

সাগর সাগর ॥ কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়। কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায় ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই। জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া। ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥ যেখানে যেখানে হর অন্নহেতু যান। হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥ ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল। ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল। ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে। তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥ দূরে হৈতে শুনাযায় মহেশের শিঙ্গা। শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥ কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ। কেহ বলে বুডাটি খেলাও দেখি সাপ॥ কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও। কেহ বলে ডমুরু বাজায়ে গীত গাও॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥ কেহ আনি দেয় ধুতূরার ফুল ফল। কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥ আর২ দিন তাহে হাসেন গোঁসাই। ও দিন ওদন বিনা ভাল

লাগে নাই॥ চেত রে চেতর চেত ডাকে চিদানন্দ। চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥ যেজন চেতনা মুখী সেই সদা সুখী। যে জন অচেত্ত চিত্ত সেই সদা দুঃখী। এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব। সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব। কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল। অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥ কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া। কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥ আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিকারি। কালি আস দিব অন্ন আজিত না পারি॥ এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর। অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥ ক্রমেং ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ। বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ॥ এস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর। ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁকর॥

শিব প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরী পতি। কহিতে না বাক্য সরে, অন্ন নাহি মোর ঘরে, আজি বড় দৈবের দুর্গতি॥ আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই, মোর ঘরে অন্ন নাই, ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে। শুনিয়া শঙ্কর কন, ফিরিলাম ত্রিভুবন, এই কথা সকলের ঘরে॥ গুমান হইল গুঁড়া, না মিলিল খুদ কুঁড়া, ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া। হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,

হেদে লক্ষ্মী হল লক্ষ্মী ছাড়া ॥ লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই, আর যাব কার ঠাঁই, ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই। গলে সাপ বান্ধি চাই, তবু অন্ন নাহি পাই, কপালে দিলেক বিধি ছাই ॥ কত সাপ আছে গায়, হাভাতেরে নাহি খায়, গলেবিষ সেহনাহি বধে। কপালে অনল জ্বলে, সেহ না পোড়ায় বলে, না জানি মরিব কি ঔষধে ॥ ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার, তার কেন বিলাসেতে সাধ। যার নারী সতা সুত, সদা অন্নকষ্টযুত, সর্ব্বদা তাহার অবসাদ ॥ দেখিয়া শিবের খেদ, লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ, কেন শিব করহ বিষাদ। অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে, এ বড় মায়ার পরমাদ ॥ গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে, কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা। যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, সকলি তাঁহার কাছে, তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা ॥ আমার যুকতি ধর, কৈলাস গমন কর, আমি আদি সকলি সেখানে। তোমারে কবার তরে, আমি আছিলাম ঘরে, এই আমি যাই সেই খানে ॥ এত বলি হরিপ্রিয়া, কৈলাসে রহিলা গিয়া, শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া। দেখি অন্নদার ক্রীড়া, শিবের হইল ব্রীড়া, তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া ॥ কত কোটি হরিহর, পদ্মাসন পুরন্দর, কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত। সুখে নানা রস খায়, স্তুতি পড়ে

নাচে গায়, দেখি শিব হইলা মোহিত॥ দেখি কোটি কোটি হরে, স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে, অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া। ভারতের উপরোধে, বিসর্জ্জন দিয়াক্রোধে, অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবে অন্নদান।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখ সম্পন্ন॥ কারণ অমৃত পূরিত করি। রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥ সঘৃত পলান্নেপূরিয়া হাতা। পরশেন হরে হরিষে মাতা॥ পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত। পূরেন উদর সাদের মত॥ পায়সপয়োধি সপসপিয়া। পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥ চুকু চুকু চুকু চূষ্য চূষিয়া। কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥ লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া। চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥ জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥ হরিষে অবশ অলস অঙ্গে। নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥ লট পট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥ গর গর গর গরজে ফণী। দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥ ধক ধক ধক ভালে অনল। তর তর তর চান্দমণ্ডল॥ সর সর সরে বাঘের ছাল। দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥ তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল। তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥ ববম ববম বাজয়ে গাল। ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥ ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা॥

মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥ পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে। নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥ নাটক দেখিয়া শিবঠাকুর। হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥ অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে। ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য॥

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে। ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥ শিব শিবকায়া, হর হরজায়া, পরিহর মায়া, অব অবিলম্বে। যদি কর মমতা, হত হয় যমতা, দিবি ভুবি সমতা, গুহ হেরম্বে॥ তব জন যেবা, সুর পতি কেবা, যম দেই সেবা, শিরপরিলম্বে॥ ভবজল তরঙ্গে, রাখহ চরণে, ভারত চরণে করি কাদম্বে॥ ধু

এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি। হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি॥ বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ। সমুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥ দুদিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বার পাল। ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল॥ অন্নপূর্ণা মহিমা দেখিয়া মহেশ্বর। প্রকাশ করিলা তন্ত্রমন্ত্র বহুতর॥ উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিযোজন॥ বিস্তর অন্নদা কল্পে অল্পে কব কত। কিঞ্চিত্ কহিনু নিজ বুদ্ধি শুদ্ধি মত॥ যেজন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা। বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা॥ ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন। পর-

লোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন॥ অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যা যাঝ। যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ॥ ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা। বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা॥ শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে। নিগম আগমে যারে আদ্যাশক্তি বলে॥ দয়া কর দয়াময়ী দানব দমনী। দক্ষ সুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র দলনী॥ হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্ব জননী। হেমহীরা হারময়ী হিরণ্য বরণী॥ হইলা নন্দের সুতা হরি সহায়িনী। হেরি হাহাকার হর হরিণ হেরিণী॥ কামরিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী। করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥ রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল। যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥ গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর। অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর॥ শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়। ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয়॥ কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি রবিবারের দিবা পালা।

শিবের কাশী বিষয়ক চিন্তা।

পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণ, অসি, যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত। আনন্দ কানন নাম, কেবল

কৈবল্যধাম, শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥ বাপী যাহে জ্ঞানবাপী, নামে মোক্ষ পায় পাপী, মহিমা কহিতে কেবা পারে। মণিকর্ণি পুষ্করিণী, মোক্ষপদ বিধায়িনী, সার বস্তু অসার সংসারে ॥ দশাশ্বমেধের ঘাট, চৌষট্টি যোগিনী পাট, নানা স্থানে নানা মহাস্থান। তীর্থ তিন কোটি সাড়ে, এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে, সকল দেবের অধিষ্ঠান ॥ মহেশের রাজধানী, দুর্গা যাহে মহারাণী, যাহে কাল ভৈরব প্রহরী। শমনের অধিকার, না হয় স্মরণে যার, ভবসিন্ধু তরিবার তরি ॥ যাহে জীব ত্যজি জীব, সেই ক্ষণে হয় শিব, পুনঃ নহে জঠর যাতনা। দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, দনুজ মনুজ রক্ষঃ, সবে যার করয়ে মাননা ॥ শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত, যাহে সদা অধিষ্ঠিত, তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর। যত যত যশোধাম, প্রকাশি আপন নাম, শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর ॥ দেবতা কিন্নর নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, তপস্যা করয়ে মোক্ষআশে। দেখিয়া কাশীর শোভা, মহেশের মনোলোভা, বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে ॥ সর্ব্বসুখময় ঠাঁই, সবে মাত্র অন্ন নাই, দেখিয়া ভাবেন সদাশিব। অনেকের হৈল বাস, সকলের অন্নআশ, কি প্রকারে অন্ন যোগাইব ॥ আপন আহার বিষ, ধ্যানে যায় অহর্নিশ, অন্ন সনে নাহি দরশন। এখানে

বসিবে যারা, অন্নজীবী হবে তারা, অন্ন বিনা না রবে জীবন॥ এত ভাবি ত্রিলোচন, সমাধিতে দিয়া মনঃ, বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে। অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে, অন্নে পূর্ণ কর স্থানে, ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি।

ভব ভাবি চিতে, পুরী নির্ম্মাইতে, বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান। বিশ্বকর্ম্মা আসি, প্রবেশিলা কাশী, জোড়-হাতে সাবধান॥ বিশ্বকর্ম্মে হর, কহিলা বিস্তর, শুন রে বাছা বিশাই। অন্নপূর্ণা আসি, বসিবেন কাশী, দেউল দেহ বনাই॥ বিশ্বকর্ম্মা শুনি, নিজ পুণ্য গণি, দেউল কৈলা নির্ম্মাণ। অন্নদা মূরতি, নিরুপম অতি, নিরমায় সাবধান॥ রতন দেউল, ভুবনে অতুল, কোটি রবি পরকাশ। বিবিধ বন্ধান, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ, দেখি সুখী কৃত্তিবাস॥ দেউল ভিতরে, মণিবেদীপরে, চিন্তামণির প্রতিমা। চতুর্ব্বর্গপ্রদা, গড়িল অন্নদা, অনন্ত নামমহিমা॥ মণিময়চ্ছদ, গড়ে কোকনদ, অরুণকিরণশোভা। ভুবন মণ্ডল, করয়ে উজ্জ্বল, মহেশের মনোলোভা॥ তাহার উপরি, পদ্মাসন করি, অন্নদামূরতি গড়ে। পদতল রঙ্গে, দেখি অষ্ট অঙ্গে, অরুণ চরণে পড়ে॥ অতি নিরমল, চরণ যুগল, সুশোভিত নখ ছাদে। দিনে দিনে ক্ষীণ, কলঙ্কে মলিন, কত শোভা হবে চাঁদে॥ মণিকরিকর, ঊরু

মনোহর. নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী। ত্রিবলীর ভঙ্গে, অনঙ্গের অঙ্গে, বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণি॥ সুখ সরোবর, নাভি মনোহর, মদনসফরীধাম। কামের কুন্তল, অতি সুকোমল, রোমাবলী অভিরাম॥ স্বয়ম্ভু শঙ্কর, উচ কুচবর, সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে। রতনকমল, মৃণাল কোমল, সুবলিত ভুজ সাজে॥ কারণ অমৃত, পলান্ন সঘৃত, পানপাত্র হাতা শোভে। সমুখে শঙ্কর, নাচেন সুন্দর, অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥ কোটি সুধাকর. বদন সুন্দর. রতন মুকুট শিরে। অর্দ্ধশশী ভালে, কেশ মল্লীমালে, অলি মধুলোভে ফিরে॥ অন্নদা মূরতি, দেখি পশুপতি, বিশাইরে দিলা বর। কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত, কবি রায় গুণাকর॥

অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল। চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল॥ সমুখে করিলা সরোবর মনোহর। মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর॥ সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ। দিয়া কৈলা চারি পাড় অতি সুশোভন॥ তুলিল পাতালগঙ্গা ভোগবতীজল। সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল॥ গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ। প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ॥ সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িল কমল। চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িল উৎপল॥ নীলমণি দিয়া

গড়ে মধুকর পাঁতি। নানা পক্ষি জলচর গড়ে নানা ভাঁতি॥ ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন। সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ॥ তিত্তিরী তিত্তিরা পানী-কাক পানীকাকী। কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥ কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক। পানিতরঁ বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক॥ হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর। নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর॥ চীতল ভেকুট কই কাতল মৃগাল। বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল॥ পাকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা। গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥ মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই। কালবসু বাঁশ পাতা শঙ্কর ফলই॥ শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা। চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুটী চান্দাগুড়া সোণা॥ গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা। খরশুল্যা তপসিয়া পাঁঙ্গাস ইলিশা॥ চারিপাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান। নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান॥ অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর। করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর॥ শেহলী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গন। মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন॥ জবা জূতীজাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন। চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতিসুশোভন॥ কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেত-

কী। চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী॥ কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ। পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁটী মুচকুন্দ॥ আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল। খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল॥ হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী। পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরীতকী॥ ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর। তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর। ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া। চাতক চকোর হুরী তুরী রাঙ্গচুয়া॥ ময়ূর ময়ূরী শারী শুক আদি খগ। কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ॥ সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী। কাহাকুহী লগড় ঝগর জোড়াধূতী॥ শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল। শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল॥ ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়। নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়॥ বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল। ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল॥ চড়ুই মতিয়া পাবদুয়া টুনটুনি। বুলবুল জল আদি পক্ষি নানাগুণি॥ বউ কথাকহ আর দেশের কি হবে। বনশোভা যে সব পক্ষির কলরবে॥ ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি। গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি॥ সরভ কেশরী ব্যাঘ বানর গণ্ডার। ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার॥ বানর ভাল্লুক গরু ছাগল শশারু। বরাহ

কুক্কুর ভেড়া খট্টাশ সজারু॥ ঢোলকান খেঁকি খেক শেয়ালী ঘোড়ারু। বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তূরী ভুলা-রু। গাধা গোধা হাপাহাউ চমরী শৃগাল। হোড়া-র নকুল গোলা গবয় বিড়াল॥ কাকলাস খেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই। সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই॥ বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ। নানা-মতে নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ॥ কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল। বোড়কচিতি শঙ্খচূড় সুঁচে ব্রহ্মজাল॥ শাঁখিনী চামর কোষা সূতারসঞ্চার। খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার॥ তক্ষক উদয়-কাল ডাঁড়াশ কানাড়া। লাউডগা কাউশর কুয়ে বে তাছাড়া॥ ছাতারে শীয়ড়চাঁদা নানাজাতি বোড়া। ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী বোড়া॥ বিছা বিছু পিপীড়া প্রভৃতি বিষধর। সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর॥ সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব। জীবন্যাস মন্ত্রেতে সবার দিলা জীব॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

দেবগণ নিমন্ত্রণ।

চল কাশীমাঝে সবে যাব। অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব॥ মণিকর্ণিকার জলে, স্নান করি কুতূহলে, অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব। পাপ

তাপ হবে ছন্ন, নানারস সুসম্পন্ন, অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব ॥ শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞানবাপী-কূলে রয়ে, সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না যাব। শিবের করুণা হবে, দেখিব ভবানীভবে, ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব।

শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে। নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে ॥ হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি। গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী।। গণসহ গণেশ আইলা গজানন। দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥ দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ। ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥ নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা। পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা॥ নৈর্ঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ। বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ।। সগণ পবনবেগে আইলা পবন। কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ॥ শিবের বিশেষ মূর্ত্তি আইলা ঈশান। মূর্ত্তি ভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্॥ আইলা ভুজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে। আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥ দ্বাদশ মূরতি সহ আইলা ভাস্কর। ষোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥ আপন মঙ্গলহেতু মঙ্গল আইলা। বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা।। দেবগণ গুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য। দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রা-

চার্য্য॥ মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর। আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর॥ সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্ব দেব বিদ্যাধর। অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥ দেবঋষিব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ। একে২ সবে শিবে দিলা দরশন॥ চারিভাই সনক সনন্দ সনাতন। সনৎ কুমার দেখা দিলা ততক্ষণ॥ বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ। নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ॥ আইলেন পিতাপুত্র পরাশর ব্যাস। শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ॥ যম আপস্তম্ব শঙ্খলিখিত গৌতম। দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥ কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল। জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল॥ দধীচিঅগস্ত্য কর্ণ সোফরি লোমশ। বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস॥ ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব মনু শাতাতপ। উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ ,কাশ্যপ॥ নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ। বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥ জয়শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টা রব। বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব॥ অন্নপূর্ণা পুরী আর মূরতি দেখিয়া। পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥ তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব। তোমাহৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব। ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর। পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর॥ এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে।

এত দিন যাঁর নাম না শুনি শ্রবণে॥ নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নি-যোজন॥ ইহ লোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়। কেবল কৈবল্য রূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ হেন মূর্ত্তি প্র-কাশ করিলা তুমি শিব। তোমার মহিমা সীমা কে-মনে কহিব। ভব দুঃখসাগরে সকলে কৈলা পার। বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার॥ তন্ত্রে অন্ন-পূর্ণা মন্ত্র তুমি প্রকাশিলা। মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥ মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে। নির্ম্মাণ সদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥ শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম। এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥ যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে। তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥ করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা। তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা॥ এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপঃ। কৈলা পুর-শ্চরণ কতেক কত জপ॥ তপস্যায় মহাযোগী বসিল শঙ্কর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের পঞ্চতপ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া। লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥ জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়। ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈলা দড়॥ বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে। করে লয়ে জপ-

মালা মুদ্রিতনয়নে ॥ দিগম্বর বিভূতি ভূষিত কলেবর। গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর ॥ বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর। চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি। অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী ॥ আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত। একাসনে বসিয়া রজনী দিনপাত ॥ শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর। একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর ॥ ভাদ্রমাসে আটদিকে পরিপূর্ণ বান। রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥ আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর। ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥ কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়। অনশনে রজনী দিবস কত যায় ॥ অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। উগ্র তপ করে উগ্র করিতে অপার ॥ পৌষমাসে দারুণ হিমানী পরকাশ। রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস॥ বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির। রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর ॥ ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর। উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর ॥ চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা। ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥ ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি তব। পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব ॥ অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও। কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও ॥ আনন্দ

কানন কাশী করিয়াছি স্থান। তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান ॥ তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল। সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥ তুমি সকলের সার অসার সকল। যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে। সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি। সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥ বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তিধর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্যকর ॥ আনন্দ কানন কাশী সানন্দ করিয়া। বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া॥ এই রূপ তপস্যায় গেল কতকাল। শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥ চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্রশেষ। তথাপি নাহয় অন্নদার দয়ালেশ ॥ এইরূপ তপ করে যত সহচর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ, করিতে অন্নদাজপ, ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী। একাসনে অনশনে, অন্নদার ধ্যান মনে, অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ॥ গদাচক্র তেয়াগিয়া, পাঞ্চজন্য বাজাইয়া, অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া। অনশনে যোগ ধরি, তপস্যা করেন হরি, রমা বাণী সংহতি করিয়া ॥ সুখ মুণ্ডে হাসি বাজ, তপ করে

দেবরাজ সহস্রলোচনে জল ঝরে। সঙ্গে লয়ে দেবগণে, অন্নদা ভাবিয়া মনে, ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে॥ ঊর্দ্ধে দুই পদ ধরি, হেটে অগ্নি দীপ্ত করি, অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ। একাসনে অনশনে, অন্নদা ধেয়ান মনে, সম শীত বরিষা আতপ॥ ছাড়ি নিজ অধিকার, সঙ্গে লয়ে পরিবার, শমন দারুণ তপ করে। দারুণ তপের ক্লেশ, অস্থি হৈল অবশেষ, বল্মীক জন্মিল কলেবরে॥ নৈঋত রাক্ষস রীত, কঠোর তপেতে প্রীত, নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান। পুনর্ব্বার মাথা হয়, নিজ রক্ত মাংসময়, বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান॥ বরুণ আপন পাশ, গলায় বান্ধিয়া ফাঁশ, প্রাণ বলিদান দিতে মন। অন্নদার অনুগ্রহে, পরাণ বিয়োগ নহে, অস্থিমধ্যে অস্থ্যাথ জীবন॥ পবন আহার করি, নিয়মে পরাণ ধরি, পবন করয়ে ঘোর তপ। ঊনপঞ্চাশত ভাগে, এক ভাবে অনুরাগে, দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ॥ কুবের ছাড়িয়া ভোগ, আশ্রয় করিয়া যোগ, অহর্নিশ একাসনে ধ্যান। দারুণ তপের ক্লেশ, অস্থি চর্ম্ম অবশেষ, সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান॥ শিবের বিশেষ কায়, ঈশানের তপস্যায়, ত্রিলোক হইল টলমল। কপালে অনল জ্বালি, শিরোমৃত ঘৃত ঢালি, ধ্যানধারণায় অচঞ্চল॥ প্রজাপতি রূপভেদে, উচ্চারিয়া চারি বেদে, ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে। দিকা-

দিক ভেদ নাই, টলমল সর্ব্বঠাঁই, ঘোর অন্ধকার ঘোরতপে॥ সহস্রমুখের স্তবে, নিজগণ কলরবে, তপস্যা করয়ে নাগরাজ। গ্রহ তারা রাশিগণ, ব্রহ্মঋষি যত জন, বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ॥ যত দেবঋষিগণ, সিদ্ধসাধ্য পুণ্যজন, রাজঋষি মহর্ষি সকল; একাসনে অনশনে, তপস্যা অনন্য মনে, দেহে তরু জন্মিল সফল॥ সকলের তপস্যায়, দয়া হৈল অন্নদায়, অবতীর্ণ হইলা কাশীতে। সকলেরে দিতে বর, প্রতিমায় কৈলা ভর, সুরাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে॥ সকলে চেতনা পেয়ে, চৌদিকে দেখেন চেয়ে, অনুকম্পা হৈল অনুভব। দূর গেল হাহাকার, জয় শব্দ নমস্কার, ভুবন ভরিল কলরব॥ চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি, দ্বিজরাজ কেশরী রাঢীয়। তার সভাসদবর, কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥ কমলপরিমল, লয়ে শীতলজল, পবনে ঢলঢল উছলে কূলে। বসন্তরাজা আনি, ছয় রাগিণীরাণী, করিল রাজধানী অশোকমূলে॥ কুসুমে পুনঃ২, ভ্রমর গুন গুন, মদন দিল গুণ ধনুক হূলে। যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন, মধুমুদিত মনঃ ভারত ভুলে।

মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন। সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন॥ কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে। গুন গুন গুন গুন ভ্রমর ঝঙ্কারে॥ সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে। তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥ অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে। সুখে দোলে মন্দবায়ে জলের হিল্লোলে॥ ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান। সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্॥ শুষ্কতরু শুষ্কলতা রসেতে মুঞ্জরে। মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মনঃ করে॥ তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে। তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে॥ ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস। ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস। তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া। অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত্ অভয়া॥ অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে। প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥ মণিবেদী পরে চিন্তামণির প্রতিমা। বিশ্বকর্ম্ম সুনির্ম্মিত অপার মহিমা॥ চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার। দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটিগুণ তার॥ প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষি গণ। ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন॥ দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া। কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া॥ শুন শুন যত দেব ঋষি আদিগণ। এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ॥ কম্পমান

কলেবর করি যোড়কর। সম্মুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর॥ করুণাআকর মাতা দয়া হৈল চিত্তে। কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে॥ চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুঃখ। অনশনে সকলের শুকায়েছে মুখ॥ এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও। শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥ এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন। অন্ন খান সবে সুখে আনন্দ সম্পন্ন। বাম করে পান পাত্র রতননির্ম্মিত। কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত॥ সঘৃতপলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা। ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা॥ কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান। পরশেন কখন না হয় অনুমান॥ সকলে ভোজন কালে দেখেন এমনি। আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী॥ পিষ্টক পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর। ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর॥ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানারস। সকলে ভোজন কার আনন্দে অবশ॥ জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া। সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥ আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া। প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া॥ অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষতঃ কাশী। করিব তোমার পূজা এই অভিলাষি॥ পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি। তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি॥ তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে।

ল্যাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে॥ অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাসঅন্তর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের অন্নদাপূজা।

আনন্দে ত্রিনয়ন, সহিত দেবগণ, পূজেন নানা আয়োজনে। সুধন্য চৈত্র মাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ, বিশদপক্ষ শুভক্ষণে॥ বিরিঞ্চি পুরোহিত, বিধান সুবিদিত, পূজক আপনি মহেশ। আপনি, চক্রপাণি, যোগান দ্রব্য আনি, নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥ সূর্য্যাদি নবগ্রহ, আপন গণ সহ, ইন্দ্রাদি দিকপাল দশ। কিন্নরগণ গায়, অপ্সর নাচে তায়, গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥ নারদআদি যত, দেবর্ষি শত শত, চৌদিকে করে বেদ গান। বিবিধ উপচার, অশেষ উপহার, অনেকবিধ বলিদান॥ অন্নদা জয় জয়, সকল দেবে কয়, ভুবনভরি কোলাহল। আনন্দে শূলপাণি, করিয়া যোড়পাণি, পূজেন চরণ কমল॥ দেউল বেদীপর, প্রতিমা মনোহর, তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা। সর্ব্বতোভদ্র নাম, মণ্ডল চিত্রধাম, লিখিলা আপনি বিধাতা॥ সমুখে হেমঘট, আচ্ছাদি চারুপট, পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি। সঙ্কল্প সমাচরি, গন্ধাধিবাস করি, বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি॥ পূজিয়া গজানন, ভাস্কর ত্রিলোচন, কেশব কৌষিকী চরণ। পূজিয়া

নবগ্রহ, দিক্‌পালদশ সহ, বিবিধ আবরণ গণ॥ চরণ সরসিজ, পূজিয়া জপি বীজ, নৈবেদ্য দিয়া নানামত। মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলিভাগ, বিবিধ উপচার যত॥ সমাপি হোমক্রিয়া, অন্নাদি নিবেদিয়া, মঙ্গল ইতিহাস গানে। বাজায়ে বাদ্যগণ, করিয়া জাগরণ, দক্ষিণা বিবিধ বিধানে॥ পূজার সমাধানে, প্রণমি সাবধানে, সকলে পাইলেন বর। অন্নদা পদতলে, বিনয় করি বলে, ভারত রায় গুণাকর॥

অন্নদার বরদান।

ভবানী বাণী বল একবার। ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী ভবানী ভবের সার। ধু।

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর। শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥ এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি। ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥ এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ। এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস॥ কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন। মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ॥ এই চৈত্র মাস হৈল মোর ব্রতমাস। শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস॥ এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি। ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি॥ অষ্টাহমঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস। তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস॥ একমনে মোর গীত যে করে মাননা। আমি

পূর্ণ করি তার মনের কামনা॥ চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া। গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া॥ দ্বিতীয়ায় দেখি নব শশির উদয়। আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়॥ অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ। নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন॥ অচলাপ্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে। ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে॥ ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া। যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া॥ তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম। করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥ কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল। গায়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল॥ আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়। সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়॥ পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা। গাইবে ৫৮ দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা॥ যেই জন উপাসনা করিবে আমার। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার॥ বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ। করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ॥ বিদায় হইয়া যত দেব ঋষিগণ। আপন আপন স্থানে করিলা গমন॥ নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে। করিলা অন্নদা পূজা অষ্টাহমঙ্গলে॥ অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ। সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস॥ কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে। করুণাসাগর বিনা কেবা কৃপা করে॥

মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী। মহিষমর্দ্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী ॥ নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়। নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায় ॥ কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ। যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ ॥ আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈল স্তব। যে কালে সারথি তার হইলা কেশব ॥ সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের জননী। অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী ॥ রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল। যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি রবিবারের রাত্রিপালা।

ব্যাস বর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ অংশ, ঋষিগণ অবতংস, যাহা হইতে আঠার পুরাণ। ভারত পঞ্চম বেদ, নানা মত পরিচ্ছেদ, বেদভাগ বেদান্ত বাখান। সদা বেদ পরায়ণ, প্রকাশিলা পারায়ণ, শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি। পিতা যাঁর পরাশর, শুকদেব বংশধর, জননী যাঁহার সত্যবতী ॥ দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর, কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু। পাকা গোঁপ পাকা দাড়ী, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি, চলনে কতেক ঝাঁটু ঝাঁটু ॥ কপালে চড়ক ফোঁটা, গলে

উপবীত মোটা, বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলি মৃগ বাঘ থাবা, সারি সারি হরিনাম লেখা॥ তুলসীর কণ্ঠী গলে, লম্বি মালা করতলে, হাতে কাণে থরে থরে মালা। কোশাকুশী কুশাসন, কক্ষতলে সুশোভন, তাহে কৃষ্ণসার মৃগ-ছালা॥ কটিতটে ডোর ধরি, তাহাতে কৌপীন পরি, বর্হিবাসে করি আচ্ছাদন। কমণ্ডলু তুম্বীফল, করঙ্গ পীবারে জল, হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ॥ এই বেশে শিষ্যগণ, সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ, পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে। নিগম আগম মত, পুরাণ সংহিতা যত, তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥ কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কি করে ধ্যান, পূজা করে কেবা কিবা দিয়া। কে কোথা কি মন্ত্র লয়, কোথা কোন যজ্ঞ হয়, আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥ জগতের হিতে মন, উর্দ্ধবাহু হয়ে কন, ধর্ম্মে মতি হউক সবার॥ ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়, সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥ এই রূপে শিষ্য সঙ্গে, সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে, চিরজীবি নরাকার লীলা। এক দিন দৈব বশে শিষ্যসহ শাস্ত্র রসে, নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥ শৌনকাদি ঋষি-গণ, পূজা করে ত্রিলোচন, গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া। গলায় রুদ্রাক্ষমাল, অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে, কলে-

বরে বিভূতি মাখিয়া॥ শিব ভর্গ ত্রিলোচন, বৃষধ্বজ পঞ্চানন, চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর। ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ, বিশ্বনাথ প্রমথেশ, দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥ ঈশ্বর ঈশান ঈশ, কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ, মহাদেব উগ্র শূলধর। বিরূপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর, রুদ্র পুরহর স্মরহর॥ এই রূপে ঋষি যত, শিবের সেবায় রত, দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন: ভারত পুরাণে কয়, ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়, বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজা নিষেধ।

কি কর নর হরি ভজ রে। ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥

তরিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম, হরি ভক্তি পূর্ণকাম কমলজ রে। ভব ঘোর পারাবার, হরিনাম তরি তার, হরিনাম লয়ে পার হৈল ভজ রে। ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি বর্গের ধাম, বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে। গুরুবাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি, ভারতের ভূষা হরিপদ রজ রে। ধ॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ। কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥ সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই। ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥

অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম। মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥ অন্য অন্য ফল পাবে ভজ অন্য-জনে। মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥ নিরা-কার ব্রহ্ম তনু রূপেতে সাকার। সত্ব রজ তমোগুণ প্রকৃতি তাহার॥ রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়। তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥ সত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়। যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥ তমোগুণে অধোগতিঅজ্ঞানের পাকে। মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥ সত্বগুণে তত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি। অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥ সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি। সর্ব্ব-শাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি॥ বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে। আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥ এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে। কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥ নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়। ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমঃ বিনা নয়॥ তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে। অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে॥ সত্বরজঃপ্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়। তমর প্রভাব দেখ চিরকাল রয়॥ রজো-গুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব। সত্বগুণে পালন বিবি-ধ উপদ্রব॥ তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম। বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম॥ রজোগুণে কৌমার

যৌবন সত্ত্বগুণে। তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে॥ রজোগুণে বিধি তার নাভিতটে স্থান। সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥ তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয়। ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥ তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ। তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥ সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়। তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥ এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া॥ তবে সবে হরিভক্তি হরেরে ছাড়িয়া॥ এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে। বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবনামাবলী।

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর। জয় শ্মশান নাটক, বিষাণবাদক, হুতাশভালক মহত্তর॥ জয় সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গভূষণ জটাধর। জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর॥ জয় রবীন্দু পাবক, ত্রিনেত্রধারক, খলান্ধকান্তক হতস্মর। জয় কৃতান্তকেশব, কুবের বান্ধব, ভবাজ ভৈরব পরাৎপর॥ জয় বিষাক্তকণ্ঠক, কৃতান্তবঞ্চক, ত্রিশূলধারক হতাধ্বর। জয় পিনাক পণ্ডিত, পিশাচ মণ্ডিত, বিভূতিভূষিত কলেবর। জয় কপালধারক, কপালমালক,

চিত্তাভিসারক শুভঙ্কর। জয় শিবামনোহর, সতী-সদীশ্বর, গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥ জয় কুঠারমণ্ডিত, কুরঙ্গরঙ্গিত, বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর। জয় সরোরুহা-শ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত, পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর॥ জয় হিমালয়ালয়, মহামহোময়, বিলোকনোদয় চরা-চর। জয় পুনীহি ভারত, মহীশ ভারত, উমেশ পর্ব্বত সুতাবর॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ। শিবগুণ গান করি করিলা গমন॥ হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা। বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘ-ছালা॥ রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোটা ভালে। ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে॥ কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে। কমণ্ডলু করঙ্ক পূরিত গঙ্গা-জলে॥ অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর। নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিশদ চামর॥ করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম। চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥ ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে। ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥ একেবারে হরি হরি হরহর রব। ভাবেতে আঁখিরধারা মানি মহোৎসব॥ বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে। দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥ অভেদে হইল ভেদ এ বড়

বিরোধ। কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥ ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে। ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

হরিনামাবলী।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব ঘাতন। জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন রঞ্জন॥ জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ মোহন। জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনাবক নাশন॥ জয় গোপবল্লভ, ভক্তবল্লভ, দেবদুর্লভ বন্দন। জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দক মণ্ডন॥ জয় শান্তকালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন। জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥ জয় দৈবকী সুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত বামন। জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

এই রূপে ব্যাস গিয়া, বারাণসী প্রবেশিয়া, আদি-কেশবেরে প্রণমিয়া। সংহতি বৈষ্ণবগণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, নানারসে নাচিয়া গাইয়া॥ কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে, গান করে নানারঙ্গে, বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস। পূর্ব্বরঙ্গ রসোদ্গার, মাথুর বিরহ আর, হরি ভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥ বাজে খোল করতাল, কেহ বলে ভাল ভাল, কেহ কান্দে ভাবে গদগদ। বীণা

বাশী আদি যন্ত্রে, বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে, নানামতে গান বিষ্ণু পদ॥ কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ, গড়াগড়ি দেয় কেহ, কেহ তারে ধরে দেয় কোল। উর্দ্ধভুজে উর্দ্ধ-পদে, কেহ নাচে প্রেমমদে, কেহ বলে হরিহরি বোল॥ গোপকুলে অবতরি, যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি, আদি অন্ত মধ্যে সে সকল। এক মনে ব্যাস কন, শুনেন ভকতগণ, আনন্দে লোচনে ঝরে জল॥ গোলকেতে গোপীনাথ, রাধা আদি গোপীসাথ, শ্রীদামাদি সহচরগণ। নন্দ যশোদাদি যত, সবে নিত্য অনুগত, কপিলাদি যতেক গোধন॥ সুধাসমুদ্রের মাঝে, চিন্তা মণি বেদীসাজে, কল্পতরু কদম্ব কানন। নানাপুষ্প বিকসিত, নানাপক্ষি সুশোভিত, সদানন্দময় বৃন্দাবন। কাম সদা মূর্ত্তিমান, ছয় ঋতু অধিষ্ঠান, রাগিণী ছত্রিশ আর যত। ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে, সদা রাসরস-রঙ্গে, নৃত্য গীত বাদ্য নানামত॥ গোলক সম্পদ লয়ে, ভকতে সদয় হয়ে, অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে। কংস আদি দুষ্টগণ, করিবারে নিপাতন, দৈবকী জঠরে জন্ম ছলে॥ বসুদেব কংসভয়, নন্দের মন্দিরে লয়, খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন। পূতনা বধিতে চলে, বিষস্তন পানছলে, কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন॥ শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গি, যমলঅর্জ্জুনভঙ্গি, তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা। মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে, যশোদারে কুতূহলে:

বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা॥ ননীচুরি কৈলা হরি, যশো দা আনিল ধরি, উদূখলে করিলা বন্ধন। গোচারণে বনে গিয়া, বকাসুরে বিনাশিয়া, অঘ অরিষ্টের বিনাশন॥ বধ কৈলা বৎসাসুর, কেশিরে করিলা দূর, বলহাতে প্রলম্ব বধিলা। ইন্দ্রে যজ্ঞ ভঙ্গ করি, গোবর্দ্ধন গিরি ধরি, বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা॥ ব্রজ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে, করিলেন কালিয় দমন। সহচর পাঠাইয়া, যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া, করিলেন কাননে ভোজন॥ বিধাতা মন্ত্রণা করি, শিশু বৎসগণ হরি, রাখিলেন পর্ব্বতগুহায়। নিজ দেহ হৈতে হরি, শিশু বৎসগণ করি, বিধাতারে মোহিলা মায়ায়॥ গোপের কুমারী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত, হরি নিলা বসন হরিয়া। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে, মধুর মুরলী গেয়ে, রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া॥ করিতে আপন ধ্বংস, অক্রূরে পাঠায়ে কংস, হরি লয়ে গেল মথুরায়। ধোপা বধি বস্ত্র পরি, কুব্জারে সুন্দরী করি, সুশোভিত মালির মালায়॥ দ্বারে হস্তি বিনাশিয়া, চাণূরাদি নিপাতিয়া, কংসাসুরে করিলা নিধন। বসুদেব দৈবকীরে, নতি কৈলা নতশিরে, দূর করি নিগড় বন্ধন॥ উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া, পড়িলা অবন্তী গিয়া, দ্বারকায় বিহার নানামতে। অপার এ পারাবার, কতেক কহিব তার, বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে অভেদ কহে চারি বেদ ॥ অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই, তারে না লাগে পাপ ক্লেদ। যে দেহে হরি হরে, অভেদ রূপে চরে, সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ ॥ একই কলেবর, হইলা হরি হর, বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ। যে জানে দুইরূপে, সে মজে মোহ কূপে, ভারতে নাহি এই খেদ ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরি গুণ। ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥ সত্য সত্য এইসত্য কহি সত্য করি। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্বদেবে হরি ॥ হর আদি আর যত ভোগের গোঁসাই। মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই ॥ এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে। শিবের হইল ক্রোধ নন্দি আগুসরে ॥ ক্রোধ দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল। ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল ॥ চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস। শৈবগণে কত মত করে উপহাস ॥ চারিদিগে শিষ্য গণ কাঁদিয়া বেড়ায়। কোনমতে উদ্ধারের উপায় না পায় ॥ গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে। শিবের আজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে ॥ বিস্তর ভৎর্সিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা। আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা ॥ যেই শিব সেই আমি যে আমি

সে শিব। শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥ শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী। শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥ শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট। শিবেরে যে পূজা করে আমি তাঁরে তুষ্ট॥ মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়। শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥ যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে। শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥ শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে। কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥ গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া। বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥ শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর। যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥ এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেইজনে॥ এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস। তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥ মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দিরতিলকে। অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥ ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লখিমালা যত। পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত॥ ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে। ছাড়িয়া হরির গুণ হরগুণ কয়ে। ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম। অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥ এই রূপে ব্যাস-

দেব কাশীতে রহিলা। অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর। বিভূতি ভূষিত কলেবর। তরঙ্গভঙ্গিত, ভুজঙ্গরঙ্গিত, কপর্দ্দমণ্ডিত জটাধর। গণেশশৈশব, বিভূতিবৈভব, ভবেশ ভৈরব দিগম্বর ॥ ভুজঙ্গকুণ্ডল, পিশাচমণ্ডল, মহাকুতূহল মহেশ্বর। রজঃপ্রভায়ত, পদাম্বুজানত, সুদীনভারত শুভঙ্কর ॥ ধু ॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে। নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥ দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব ॥ যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল। যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥ কি দোষে মুছিল হরিমন্দির কোঁটায়। কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসী মালায় ॥ হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি। বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি ॥ হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম। রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম ॥ মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥ হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে। কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥ হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর। অভেদে

যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ রুদ্রাক্ষতুলসীমালা যেই ধরে গলে। তার গলে হরিহরে থাকি গলে গলে ॥ অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস। উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥ চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা। কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা॥ স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর। ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥ ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত। কিঞ্চিত্ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥ ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন। গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥ বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি। ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥ ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন। ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥ শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়। হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥ রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত। মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥ এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী। ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥ সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া। অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥ কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও। কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥ এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল। ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল ॥ পাড়া পাড়া ঘরে

ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া। শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥ আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস। শিষ্যসহ সে দিন করিলা উপবাস॥ পরদিন ভিক্ষা-হেতু শিষ্য পাঠাইলা। ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফরিয়া আইলা॥ মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা। কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

কাশীতে শাপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে। শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে॥

তুমি দীনদয়াময়, আমি দীন অতিশয়, তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে। তব পদ আশু-তোষ, পদে পদে মোর দোষ, জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে॥ পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি, তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে। ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব কয়ে, ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে॥ ধু॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী। আমা-রে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥ তবে আমি বেদ-ব্যাস এই দিনু শাপ। কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ॥ অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।

কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥ ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে। ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥ ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে। যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥ শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়। ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥ ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া। আ-শ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া ॥ হেনকালে অন্ন-পূর্ণা দেখিতে পাইলা। ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥ জগত্জননী মাতা সবারে সমান। শক্তি-রূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥ আকাশ পবন জল অনল অবনি। সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥ সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা। তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা ॥ মেঘ করে যেমন সকলে জল-দান। তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥ তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া। তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ॥ হরিহর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে। শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥ চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া। আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥ হেনকালে পথে আসি কহেন মহেশ। কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ। ক্রোধ ভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক। ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক। একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।

অল্প অপরাধে কর মহাগণ্ডগোল ॥ তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস। ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥ একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে৷ অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে ॥ কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে। সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে ॥ এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়। আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥ আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া। আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥ এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান। সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥ সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া। বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া ॥ ভারত কহিছে ইথে সাক্ষি কেন মান। তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

অন্নদার মোহিনীরূপ।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা। চরণে অরুণ রঙ্গিমা ॥

হইতে সোঁসর, শম্ভু হৈলা হর, দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা। থাকিতে অধরে, সুধা সাধ করে, সুধাকরে ধরে কালিমা ॥ ফুলধনুতনু, লাজে তেজে ধনু, দেখি ভুরু ধনু বঙ্কিমা। রূপ অনুভব, মোহ কর ভব, ভারত কি কবে মহিমা ॥ ধ।

মায়া করি জয়াবিজয়ারে লুকাইয়া। দেখাদিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥ কোটিশশি জিনি মুখ কমলের গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥ ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া। লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥ উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদি মূলে। ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥ অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে। পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥ মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া। হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥ বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী। ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥ চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥ অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা। চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥ রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে। মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥ কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥ কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥ চক্ষুর চঞ্চল দেখি শিখিতে চঞ্চলি। ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥ নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি। যে রূপ দেখিয়া কাম রিপু হৈল কামী॥ এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসি-

য়া ॥ মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া। অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া ॥ আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী। কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি ॥ শুন ব্যাস গোসাই আমার নিবেদন। নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন ॥ বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতি-থি ভক্তিমান। অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান॥ তপস্বি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর। ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর ॥ শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল। কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল ॥ অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী। কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি ॥ নিরুপমরূপা তুমি নিরু-পমবয়া। নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া ॥ তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি। পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি ॥ বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী। ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ দেখিয়াছি এ সকল সে সকলে জানি। ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি ॥ শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী। সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥ প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই। অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥ এত শুনি অন্নপূর্ণা মহাহাস্য অ-ন্তরে। কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদু মধুস্বরে ॥ কোথা

অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি। শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥ এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া। অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥ চর্ব্ব চষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত। ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥ ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা। হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥ বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে। হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥ ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও। বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিব ব্যাসে কথোপকথন।

নগ নন্দিনি, সুর বন্দিনি, রিপু নন্দিনি গো। জয় কারিণি, ভয় হারিণি, ভবতারিণি গো॥ জটজালিনি, শিরমালিনি, শশি ভালিনি, সুখশালিনি, করবালিনি গো। শিবগেহিনি, শিবদেহিনি, শিবরোহিণি, শিবমোহিনি, শিবসোহিনি গো॥ গণতোষিণি, ঘনঘোষিণি, হঠ দোষিণি, শঠরোষিণি, গৃহপোষিণি গো। মৃদুহাসিনি, মধুভাষিণি, খলনাশিনি, গিরিবাসিনি, ভারতাশিনি গো॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত। কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥ তপস্বি কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার। কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥ শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস। তপস্যার

নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥ সর্ব্ব জীবে সমভাব জয়া-
জয় তুল্য। স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস। কতেক কহিব
কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ
হইয়া। আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥ এক
বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন। শিব হৈতে মোক্ষ
নহে কয়েছ যখন॥ দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপ
ক্রিয়া। জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়। সেই রূপ
হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥ ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা
জর জর। উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥ গর
গর গর্জ্জে ফণী জিহি লক লক। অর্দ্ধ শশী কোটি
সূর্য্য অগ্নি ধক ধক। হল হল জ্বলিছে গলায় হলা-
হল। অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥ দেহহৈতে
বাহির হইল ভূতগণ। ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে
ত্রিভুবন॥ মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক। শূল
আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥ বধিতে নারেন অন্ন-
পূর্ণার কারণে। ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জনগর্জ্জনে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর। অভেদে যে জন
ভজে সেই ভক্ত ধীর॥ বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি
মান বেদ। কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥ সেই
পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে। আমি মানা

করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥ মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ। কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥ কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ। কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামন॥ এস্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও। এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥ অরেরে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর। পুনঃ যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥ ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে। ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে॥ চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥ অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ। বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥ জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥ জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা। হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥ শিবের হইল তমোগুণের উদয়। যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥ পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম। বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥ পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল। সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥ শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে। এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥ শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে। শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥ তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।

কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা।। ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা। শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥ অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা। কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা ॥ আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে।। এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান। নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান ।। ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়। লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় ॥ বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি। শিষ্যসহ ব্যাসদেব গেলা কাশীছাড়ি॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ।

কাশীতে না পেয়ে বাস, মনোদুঃখে বেদব্যাস, বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস। তুচ্ছলোক আছে যারা, কাশীতে রহিল তারা, আমার না হৈল কাশীবাস ॥ এ বড় দারুণ শোক, কলঙ্ক ঘুষিবে লোক, ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর। নাম ডাক ছিল যত, সকল হইল হত, ভাঙ্গড় করিল দর্পচূর ॥ তেজোবধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার, কোন খানে সমাদর নাই। সবে করে উপহাস, ইনি সেই বেদব্যাস, কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥ যদি করি বিষপান, তথাপি না যাবে প্রাণ,

অনলে সলিলে মৃত্যু নাই। সাপে বাঘে যদি খায়. মরণ না হবে তায়, চিরজীবি করিল গোঁসাই॥ ভবিতব্য ছিলযাহা. অদৃষ্টে করিল তাহা, কিহবে ভাবিলে আর বসি। তবেআমি বেদব্যাস, এইখানে পরকাশ, করিব দ্বিতীয়বারাণসী॥ করিয়াছি যততপ, করিয়াছি যত জপ, সকল করিনু ইথে পণ। নিজ নাম জাগাইব, এইখানে প্রকাশিব, কাশীর যে কিছু আয়োজন॥ কাশীতে মরিলে জীব, রাম নাম দিয়া শিব, কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে। এথানে মরিবে যেই, সদ্যামুক্ত হবে সেই, না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে॥ অসাধ্য সাধন যত, তপস্যায় হয় কত, তপোবলে রাত্রি হয় দিবা। বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া, তপস্যায় ভর দিয়া, বিশ্বামিত্র না করিল কিবা॥ মোরে খেদাইল শিব, তার সেবা না করিব, বর না মাগিব তার ঠাঁই। বিষ্ণুর দেখেছি গুণ, নন্দি করেছিল খুন, কিঞ্চিত্ যোগ্যতা তার নাই॥ বিধাতা সবার বড়, তাঁহারে করিব দড়, যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি। তিনি পিতামহ হন, সন্তানে বিমুখ নন, অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি॥ তাঁরে তুষি তপস্যায়, বর মাগি তাঁর পায়, সকলে পাইব যথা বসি। পুরী করি মোক্ষধাম, জাগাইব নিজ নাম, নাম থুব ব্যাসবারাণসী॥ গঙ্গা মহাতীর্থ জানি, গঙ্গারে এথানে আনি, আগেত গ-

ঙ্গার কাছে যাই। গঙ্গা সে শিবের পুঁজি, মোক্ষ ক-পাটের কুঁজি, গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই॥ গঙ্গাগঙ্গা মোক্ষধাম, জানিত কে তার নাম, আম্মা হৈতে তাহার প্রকাশ। আমি যদি ডাকি তারে, অবশ্য আ-সিতে পারে, ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস॥ এত করি অনুমান, গঙ্গারে আনিতে যান, বেদব্যাস মহাবেগ-বান্। গঙ্গার নিকটে গিয়া, ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া, গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥ কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি, রচিবারে অন্নদামঙ্গল। ভারত সরস ভণে, শুন সবে এক মনে, ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল॥

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

ব্যাস কন গঙ্গে, চল মোর সঙ্গে, আমি এই অভি লাষী। কাশী মাঝে ঠাঁই, শিব দিল নাই, করিব দ্বিতীয় কাশী॥ তমোগুণ শিব, তারে কি বলিব, মত্ত ভাঙ্গ ধুতূরায়। ডাকিনীবিহারী, সদা কদাচারী, পাপ সাপ গুলা গায়॥ শ্মশানে বেড়ায়, ছাই মাখে গায়, গলে মুণ্ড অস্থি মালা। বলদ বাহন, সঙ্গে ভূতগণ, পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা॥ যত অম-ঙ্গল, সকল মঙ্গল, তাহারে বেড়িয়া ফিরে। কেবল আপনি, পতিত পাবনী, গঙ্গা আছ যেই শিরে॥ জটায় তাহার, তব অবতার, তাই সে

সকলে মানে। তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা, অন্য জন কিবা জানে॥ যত অমঙ্গল, শিবে সে সকল, মঙ্গল তোমার প্রেম। নানা দোষময়, লোহা যেন হয়, পরশ পরশি হেম॥ যে কারণ নীর, ব্রহ্মাণ্ড বাহির, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে। বিধি হরি হর, আদি চরাচর, কত হয় কত নাশে॥ সে কারণ নীর, তোমার শরীর, তুমি ব্রহ্ম সনাতন। সৃজন পালন, নাশের কারণ, তোমা বিনা কোন জন॥ সেই নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপি জন, জনার্দ্দন যাঁরে কয়। দ্রবরূপে সেই, গঙ্গা তুমি এই, ইহাতে নাহি সংশয়॥ তোমা দরশনে, মোক্ষ সেইক্ষণে, না জানি স্নানের ফল। প্রায়শ্চিত্ত ভয়, সেখানে কি হয়, যেখানে তোমার জল॥ তুমি নারায়ণী, পতিত পাবনী, কামনা পূরাও মোর। মোর সঙ্গে আসি, প্রকাশহ কাশী, তারহ সঙ্কট ঘোর॥ যে মরে কাশীতে, তারে মোক্ষ দিতে, রাম নাম দেন শিব। আর কত দায়, ভোগ হয় তায়, তবে মোক্ষ পায় জীব॥ কাশীতে আমার, কৃপায় তোমার, এমনি হইতে চাহে। যে মরে যখনি, নির্ব্বাণ তখনি, বিচার না রবে তাহে॥ ব্যাসের এমন, শুনিয়া বচন, গঙ্গার হইল হাসি। ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে, তুমি কি করিবে কাশী॥

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস। কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস॥ কে তুমি কি কীর্ত্তি আছে তোমার। শিব বিনা কাশী কে করে আর॥ কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল। লীলায় অন্ধক সেই বধিল॥ কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই। কামিনীলইয়া বিহরে সেই॥ অদ্য অন্নপূর্ণা যার গৃহিণী। গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী॥ ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যার। চক্রপাণি বাণ শাণিত ধার॥ চন্দ্রসূর্য্য রথচক্র আকার। ত্রিপুর একবাণে মৈল যার॥ সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার। ভব নাম ভব করিতে পার॥ যাহার জটায় পাইয়া ধাম। গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম॥ কারণ জল মোরে বল যেই। কারণ জলের কারণ সেই॥ না ছিল সৃষ্টির আদি যখন। কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥ থুইলা আপন শূলের আগে। পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে॥ করিবেন যবে প্রলয় হর। রাখিবেন কাশী শূল উপর॥ তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী। পদ্ম পত্রে যেন জল বিলাসি॥ জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত। জল নাশে নহে তার নিপাত॥ তবে যে কহিলা তারক নামে। মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে॥ তুমি কি বুঝিবা তার চলনি। আপনার নাম দেন আপনি॥ আমার বচন শুন হে ব্যাস। কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥ শিবনিন্দা কর এ দায় বড়। শিব পদে মন

করহ দড় ॥ শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে। দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে ॥ পুনঃ না কহিও আমার কাছে। যে শুনে তাহার পাতক আছে॥ জানেন সকল শঙ্কর স্বামী। এ সব কথায় না থাকি আমি ॥ শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ। ভারত কহিছে এ বড় দোষ ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার।

ব্যাসের হইল ক্রোধ, তেয়াগিয়া উপরোধ, গঙ্গারে কহেন কটুভাষে। কালের উচিত কর্ম্ম, জানিনু তোমার মর্ম্ম, তুমি মোরে হাস উপহাসে॥ তোরে অন্তরঙ্গ জানি, করিনু যুগল পাণি, উপকারে আসিতে আমার। তাহা হৈল বিপরীত, আর কহ অনুচিত, দৈবে করে কি দোষ তোমার। আমি যারে প্রকাশিনু,আগি যারে বাড়াইনু, সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে। মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে, এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥ উচিত কহিব যদি, নদী-মধ্যে তুমি নদী, পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত। পুরাণে বর্ণিনু যেই, পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই, নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥ জহ্নু মুনি করে ধরি, পিলেক গণ্ডূষ করি, কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম। সে দোষ থুইয়া দূরে, জানাইনু তিন পুরে, জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম ॥ শান্তনু রাজারে লয়ে, ছিলি তার নারী হয়ে, তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা। শান্তনুরে করে সারা,

হয়েছ শিবের দারা, তোর সমা পুণ্যবতী কেটা॥ পেয়েছ শিবের জটা, তাহাতে সাপের ঘটা, কপালে বহ্নির তাপ লাগে। চণ্ডী করে গণ্ডগোল, ভূত ভৈরবের রোল, কোন সুখে আছ কোন রাগে॥ স্বভাবতঃ নীচগতি, সতত্ব চঞ্চল মতি, কভু নাহি পতির নিয়ম। যে ভাল ভজিতে পারে, পতি ভাব কর তারে, সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥ বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ, জাতি কুল নাহি বাছ, রূপ গুণ যৌবন না চাও। মা বলিয়া সেবা দেই, ক্ষীরপান করে যেই, পতি কর কোলে মাত্র পাও॥ আপনার পক্ষ জানি, কহিলাম তোরে আনি, তুমি তাহে বিপরীত কহ। তুমি মোর কি করিবা, তোমার শকতি কিবা, বিষ্ণুপদোদক বিনা নহ॥ শাপ দিয়া করি ছাই, অথবা গণ্ডূষে খাই, ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান। সিন্ধু তোর পতি যেই, ব্রহ্মতেজ জানে সেই, অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥ ব্যাসদেব এই রূপে, মজিয়া কোপের কূপে, গঙ্গার করিলা অপমান। ভারত সভয়ে কহে, মোরে যেন দয়া রহে, স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥

গঙ্গার কৃত ব্যাসের তিরস্কার।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে। ব্যাসেরে ভর্ৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে॥ শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা। এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা॥

নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা। শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥ তোর প্রকাশিত আমি কেমনে কহিল। বেদ মত পুরাণেতে আমারে বর্ণি-লি॥ যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ। আমার প্রসঙ্গ আছে তেই সে প্রমাণ॥ তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী। সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥ সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা। শিব অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥ প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি। আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥ আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে। কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥ বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ। রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান॥ তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম। ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥ পরা-শর ব্রহ্ম ঋষি তোর পিতা যেই। অবিগীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই॥ মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে। তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥ পরা-শর অপসর তোর জন্ম দিয়া। শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া॥ বৈপিত্র দুভাই তাহে জন্মিল তোমা-র। একটি বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥ অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা। যৌবনে মরিল দুটি বউ রৈল সারা॥ পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।

তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি ॥ তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন। জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥ কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈলা বিয়া। সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥ ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন। তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥ ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনী কুমার। উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥ যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল। সহদেব এই পঞ্চপাণ্ডব অতুল॥ তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া। পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥ ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়। ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥ ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়। ব্রহ্ম-হত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥ তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ। সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ॥ এত বলি ক্রোধে গঙ্গা হৈলা অন্তর্দ্ধান। গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥ ভারত কহি-ছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি। গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥ দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে। দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥ ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান। ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥ নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী। নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায়

ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ইতি সোমবারের দিবা পালা॥

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

আসনে বসিয়া, উন্মনা হইয়া, ভাবেন ব্যাস গোসাঁই। এই বড় শোক, হাসিবেক লোক, মোর কাশী হৈল নাই। বিশ্বকর্ম্মা আছে, তারে আনি কাছে, সে দিবে পুরী গড়িয়া। মোক্ষের উপায়, শেষে করা যায়, ব্রহ্মার বর লইয়া। করি আচমন, যোগে দিয়া মন, বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান। জানিয়া অন্তরে, বিশাই সত্বরে, আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥ বিশাই দেখিয়া, সানন্দ হইয়া, বিনয়ে কহেন ব্যাস। তুমি বিশ্বকর্ম্ম, জান বিশ্বমর্ম্ম, তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ॥ তুমি বিশ্ব গড়, তুমি বিশ্বে বড়, তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম। তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা, কেবা জানে গুণ গ্রাম॥ বিধাতা হইয়া, বিশ্ব নিরমিয়া, পালহ হইয়া হরি। শেষে হয়ে হর, তুমি লয়কর, তুমি ব্রহ্ম অবতরি॥ আমারে কাশীতে, না দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী। সেই অভিমানে, আমি এই খানে, করিব দ্বিতীয় কাশী॥ ঠেকিয়াছি দায়, চাহিয়া আমায়, নির্ম্মাহ পুরী সুসার। মোক্ষের নিদান, করিতে

বিধান, সে ভার আছে আমার ॥ এ সঙ্কট ঘোরে, তার যদি মোরে, তবেত তোমারি হব। ত্রিদেবে ছাড়িয়া, ব্রহ্মপদ দিয়া, তোমারে পুরাণে কব। বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া, তুমি নাহি পার কিবা। ব্যাস বারাণসী, গড়ি দেখ বসি, আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥ যে হয় পশ্চাৎ, দেখিবে সাক্ষাৎ, মোরে পুরীভার লাগে। কাশীর ঈশ্বর, খ্যাত বিশ্বেশ্বর, তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥ বিশ্বেশ্বর নাম, সর্বশুভধাম, বিশাই যেই কহিল। দৈব রুষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার, ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥ অরে রে বিশাই, তুইত বালাই, কে বলে আনিতে তায়। এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ, তাহারে আনিতে চায়॥ সভয় অন্তর, নহ স্বতন্তর, ভয়েতে সবারে মান। নানাগুণ জানি, যারে তারে মানি, বেগার খাটিতে জান ॥ তপোবলে কাশী, দেখ পরকাশি, দূর হ রে দুরাচার। তোর গুণধর, যত কারিকর, হইবে দুঃখী বেগার ॥ বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া, বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস। শিবেরে লঙ্ঘিবা, কাশী প্রকাশিবা, কেন কর হেন আশ ॥ নাহিজান তত্ত্ব, নাহিবুঝ সত্ত্ব, শিব ব্রহ্ম সনাতন। অজ্ঞাত অমর, অনন্ত অজর, আদ্য বিভু নিরঞ্জন ॥ কার্য্য সাধিবারে, এই যে আমারে, আনি. ব্রহ্ম কহিলে। ব্রহ্ম বলিবার, কি দেখ আমার, কেমনে

ব্রহ্ম বলিলে॥ যাহারে যখন, দেখহ দুর্জ্জন, তাহারে ব্রহ্ম বলহ। এই রূপে কত, কয়ে নানা মত, লিখিয়া যত কলহ॥ বিশাই ধীমান, গেল নিজ স্থান, ব্যাসের হইল দায়। কহিছে ভারত, এ নহে ভারত, করিবে কথা মথায়॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন।

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্। জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥

রঙ্গ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয় সর্পয় সর্পকলাপম্। মহিষবিষানরবেণ নিবারয় মম রিপুশমনলুলাপম্। নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুরবাপম্॥ ধু॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন। অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥ আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া। বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥ স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া। কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥ অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল। শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥ কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে। তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥ শিবনাম জপ করে যেথা সেথা বসি। যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥ তুমি কি করিবা কাশী লজ্ঘিয়া তাঁহারে।

উপবীত গোটা, বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলি মৃগ বাঘ থাবা, সারি সারি হরিনাম লেখা ॥ তুলসীর কণ্ঠী গলে, লম্বি মালা করতলে, হাতে কাণে থরে থরে মালা। কোশাকুশী কুশাসন, কক্ষতলে সুশোভন, তাহে কৃষ্ণসার মৃগ-ছালা ॥ কটিতটে ডোর ধরি, তাহাতে কৌপীন পরি, বর্হির্বাসে করি আচ্ছাদন। কমণ্ডলু তুম্বীফল, করঙ্গ পীবারে জল, হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ ॥ এই বেশে শিষ্যগণ, সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ, পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে। নিগম আগম মত, পুরাণ সংহিতা যত, তর্কাতর্কি নানামত কয়ে ॥ কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কিকরে ধ্যান, পূজাকরে কেবা কিবা দিয়া। কে কোথা কি মন্ত্র লয়, কোথা কোন যজ্ঞ হয়, আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া ॥ জগতের হিতে মন, উর্দ্ধবাহু হয়ে কন, ধর্ম্মে মতি হউক সবার ॥ ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়, সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার ॥ এই রূপে শিষ্য সঙ্গে, সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে, চিরজীবি নরাকার লীলা। এক দিন দৈব বশে শিষ্যসহ শাস্ত্র রসে, নৈমিষ কাননে উত্তরিলা ॥ শৌনকাদি ঋষি-গণ, পূজাকরে ত্রিলোচন, গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া। গলায় রুদ্রাক্ষমাল, অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল, কপা-

বরে বিভূতি মাখিয়া॥ শিব ভর্গ ত্রিলোচন, বৃষধ্বজ পঞ্চানন, চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর। ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ, বিশ্বনাথ প্রমথেশ, দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥ ঈশ্বর ঈশান ঈশ, কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ, মহাদেব উগ্র শূলধর। বিরূপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর, রুদ্র পুরহর স্মরহর॥ এই রূপে ঋষি যত, শিবের সেবায় রত, দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন। ভারত পুরাণে কয়, ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়, বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজা নিষেধ।

কি কর নর হরি ভজ রে। ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥

তরিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম, হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে। ভব ঘোর পারাবার, হরিনাম তরি তার, হরিনাম লয়ে পার হৈল ভজ রে। ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি বর্গের ধাম, বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে। গুরুবাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছি সার করি, ভারতের ভূষা হরিপদ রজ রে। ধ্র॥

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ। কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥ সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই। ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥

অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম। মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥ অন্য অন্য ফল পাবে ভজ অন্য-জনে। মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥ নিরা-কার ব্রহ্ম তনু রূপেতে সাকার। সত্ত্ব রজ তমোগুণ প্রকৃতি তাহার॥ রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়। তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥ সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়। যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥ তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে। মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥ সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি। অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥ সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি। সর্ব্ব-শাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি॥ বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে। আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥ এত শুনি শৌনকাদি লাগিল কহিতে। কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥ নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়। ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমঃ বিনা নয়॥ তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে। অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে॥ সত্ত্বরজঃপ্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়। তমর প্রভাব দেখ চিরকাল রয়॥ রজো-গুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব। সত্ত্বগুণে পালন বিবি-ধ উপদ্রব॥ তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম। বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার কাম॥ রজোগুণে কৌমার

যৌবন সত্ত্বগুণে। তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে॥ রজোগুণে বিধি তার নাভিতটে স্থান। সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥ তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয়। ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥ তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ। তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥ সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়। তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥ এই কথা কহ যদি কাশীমাঝে গিয়া। তবে সবে হরিভক্তি হবেরে ছাড়িয়া॥ এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে। বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবনামাবলী।

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর। জয় শ্মশান নাটক, বিষাণবাদক, হুতাশভালক মহত্তর॥ জয় সুরারিনাশন, বৃষেশবাহন, ভুজঙ্গভূষণ জটাধর। জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোক নাশক মহেশ্বর॥ জয় রবীন্দু পাবক, ত্রিনেত্রধারক, খলান্ধকান্তক হতস্মর। জয় কৃতান্তকেশব, কুবের বান্ধব, ভবাজ ভৈরব পরাৎপর॥ জয় বিষাক্তকণ্ঠক, কৃতান্তবঞ্চক, ত্রিশূলধারক হতাধ্বর। জয় পিনাক পণ্ডিত, পিশাচ মণ্ডিত, বিভূতিভূষিত কলেবর। জয় কপালধারক, কপালমালক,

চিত্তাভিসারক শুভঙ্কর। জয় শিবামনোহর, সতী-সদীশ্বর, গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর ॥ জয় কুঠারমণ্ডিত, কুরঙ্গরঙ্গিত, বরাভয়ান্বিত চতুষ্কর। জয় সরোরুহা-শ্রিত, বিধি প্রতিষ্ঠিত, পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর ॥ জয় হিমালয়ালয়, মহামহোময়, বিলোকনোদয় চরা-চর। জয় পুনীহি ভারত, মহীশ ভারত, উমেশ পর্ব্বত স্নুতাবর ॥

ঋষিগণের কাশীযাত্রা।

এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ। শিবগুণ গান করি করিলা গমন ॥ হাতে কাণে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা। বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘ-ছালা ॥ রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোটা ভালে। ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে ॥ কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে। কমণ্ডলু করঙ্গ পূরিত গঙ্গা-জলে ॥ অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর। নাভি ঢাকে দাড়ী গোঁফে বিশদ চামর ॥ করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম। চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ॥ ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে। ঊর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে ॥ একেবারে হরি হরি হরহর রব। ভাবেতে আঁখিরধারা মানি মহোৎসব ॥ বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে। দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে ॥ অভেদে হইল ভেদ এ বড়

বিরোধ। কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥ ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে। ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

হরিনামাবলী।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব ঘাতন। জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন রঞ্জন॥ জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ মোহন। জয় গোপবালক, বৎসপালক, পূতনাবক নাশন॥ জয় গোপবল্লভ, ভক্তসল্লভ, দেবদুর্লভ বন্দন। জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনাটক, পদ্মনন্দক মণ্ডন॥ জয় শান্তকালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন। জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলালয়, দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥ জয় দৈবকী সুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্করস্তুত বামন। জয় সর্ব্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাশ্রয় জীবন॥

হরিসঙ্কীর্ত্তন।

এই রূপে ব্যাস গিয়া, বারাণসী প্রবেশিয়া, আদিকেশবেরে প্রণমিয়া। সংহতি বৈষ্ণবগণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, নানারসে নাচিয়া গাইয়া॥ কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে, গান করে নানারঙ্গে, বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস। পূর্ব্বরঙ্গ রসোদ্গার, মাথুর বিরহ আর, হরি ভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥ বাজে খোল করতাল, কেহ বলে ভাল ভাল, কেহ কান্দে তাবে গদগদ। বীণা

বাঁশী আদি যন্ত্রে, বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে, নানামতে গান বিষ্ণু পদ ॥ কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ, গড়াগড়ি দেয় কেহ, কেহ তারে ধরে দেয় কোল। ঊর্দ্ধভুজে ঊর্দ্ধ-পদে, কেহ নাচে প্রেমমদে, কেহ বলে হরিহরি বোল॥ গোপকুলে অবতরি, যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি, আদি অন্ত মধ্যে সে সকল। এক মনে ব্যাস কন, শুনেন ভকতগণ, আনন্দে লোচনে ঝরে জল ॥ গোলকেতে গোপীনাথ, রাধা আদি গোপীসাথ, শ্রীদামাদি সহ-চরগণ। নন্দ যশোদাদি যত, সবে নিত্য অনুগত, কপিলাদি যতেক গোধন ॥ সুধাসমুদ্রের মাঝে, চিন্তা মণি বেদীসাজে, কল্পতরু কদম্ব কানন। নানাপুষ্প বিকসিত, নানাপক্ষি সুশোভিত, সদানন্দময় বৃন্দা-বন। কাম সদা মূর্ত্তিমান, ছয় ঋতু অধিষ্ঠান, রাগিণী ছত্রিশ আর যত। ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে, সদা রাসরস-রঙ্গে, নৃত্য গীত বাদ্য নানামত॥ গোলক সম্পদ লয়ে, ভকতে সদয় হয়ে, অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে। কংস আদি দুষ্টগণ, করিবারে নিপাতন, দৈবকী জঠরে জন্ম ছলে॥ বসুদেব কংসভয়, নন্দের মন্দিরে লয়, খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন। পূতনা বধিতে চলে, বিষস্তন পানছলে, কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন॥ শকট ভাঙ্গিয়া রঙ্গে, যমলঅর্জ্জুনভঙ্গে, তৃণাবর্ত্তে নিধন করিলা। মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে, যশোদারে কুতূহলে,

বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা॥ ননীচুরি কৈলা হরি, যশোদা আনিল ধরি, উদূখলে করিলা বন্ধন। গোচারণে বনে গিয়া, বকাসুরে বিনাশিয়া, অঘ অরিষ্টের বিনাশন॥ বধ কৈলা বৎসাসুর, কেশিরে করিলা দূর, বলহাতে প্রলম্ব বধিলা। ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি, গোবর্দ্ধন গিরি ধরি, বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা। ব্রজ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে, করিলেন কালিয় দমন। সহচর পাঠাইয়া, যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া, করিলেন কাননে ভোজন॥ বিধাতা মন্ত্রণা করি, শিশু বৎসগণ হরি, রাখিলেন পর্ব্বতগুহায়। নিজ দেহ-হৈতে হরি, শিশু বৎসগণ করি, বিধাতারে মোহিলা মায়ায়॥ গোপের কুমারী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত, হরি লৈলা বসন হরিয়া। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে, মধুর মুরলী গেয়ে, রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া॥ করিতে আপন ধ্বংস, অক্রূরে পাঠায়ে কংস, হরি লয়ে গেল মথুরায়। ধোপা বধি বস্ত্র পরি, কুব্জারে সুন্দরী করি, সুশোভিত মালির মালায়॥ দ্বারে হস্তি বিনাশিয়া, চানূরাদি নিপাতিয়া, কংসাসুরে করিলা নিধন। বসুদেব দৈবকীরে, নতি কৈলা নতশিরে, দূর করি নিগড় বন্ধন॥ উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া, পড়িলা অবন্তী গিয়া, দ্বারকা বিহার নানামতে। অপার এ পারাবার, কতেক কহিব তার, বিখ্যাত ভারত-ভাগবতে॥

হরি হরে করে ভেদ। নর বুঝে না রে অভেদ কহে চারি বেদ॥ অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই, তারে না লাগে পাপ ক্লেদ। যে দেহে হরি হরে, অভেদ রূপে চরে, সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥ একই কলেবর, হইলা হরি হর, বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ। যে জানে দুইরূপে, সে মজে মোহ কূপে, ভারতে নাহি এই খেদ॥ ধু॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরি গুণ। ঊর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন॥ সত্য সত্য এইসত্য কহি সত্য করি। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্বদেবে হরি॥ হর আদি আর যত ভোগের গোঁসাই। মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥ এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে। শিবের হইল ক্রোধ নন্দি আগুসরে॥ ক্রোধ দৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল। ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যা-সের হইল॥ চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস। শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥ চারিদিগে শিষ্য গণ কাঁদিয়া বেড়ায়। কোনমতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥ গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িল সঙ্কটে। শি-বের আজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে॥ বিস্তর ভৎর্সিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা। আমার বন্দনা করি, শিবেরে নিন্দিলা॥ যেই শিব সেই আমি যে আমি

সে শিব। শিবের করিয়া নিন্দা কি আর বলিব॥ শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী। শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥ শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট। শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥ মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়। শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥ যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে। শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥ শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে। কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥ গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া। বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠ রোধ ঘুচাইয়া॥ শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর। যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥ এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেইজনে॥ এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস। তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥ মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দিরতিলকে। অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥ ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত। পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত॥ ফেলিয়া তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে। ছাড়িয়া হরির গুণ হরগুণ কয়ে॥ ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হোক পরিণাম। অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥ এই রূপে ব্যাস-

দেব কাশীতে রহিলা। অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর। বিভূতি ভূষিত কলেবর। তরঙ্গভঙ্গিত, ভুজঙ্গরঙ্গিত, কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর। গণেশশৈশব, বিভূতিবৈভব, ভবেশ ভৈরব দিগম্বর ॥ ভুজঙ্গকুণ্ডল, পিশাচমণ্ডল, মহাকুতূহল মহেশ্বর। রজঃপ্রভাবৃত, পদার্দ্ধ জানত, সুদীনভারত শুভঙ্কর ॥ ধু ॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে। নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে ॥ দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব ॥ যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল। যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল ॥ কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়। কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসী মালায় ॥ হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি। বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি ॥ হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম। রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম ॥ মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি ॥ হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে। কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে ॥ হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর। অভেদে

যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ রুদ্রাক্ষতুলসীমালা যেই ধরে গলে। তার গলে হরিহরে থাকি গলে গলে ॥ অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস। উচিত্ না হয় যে কাশীতে করে বাস॥ চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা। কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈলা মানা॥ স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর। ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর ॥ ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত। কিঞ্চিত্ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥ ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন। গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন ॥ বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি। ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥ ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন। ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥ শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়। হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥ রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত। মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥ এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী। ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়া তাড়ি॥ সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া। অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥ কেহ বলে যাও যেনে মুখ না দেখাও। কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥ এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল। ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল ॥ পাড়া পাড়া ঘরে

ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া। শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥ আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস। শিষ্যসহ সে দিন করিলা উপবাস॥ পরদিন ভিক্ষা-হেতু শিষ্য পাঠাইলা। ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥ মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা। কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

কাশীতে শাপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে। শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে॥

তুমি দীনদয়াময়, আমি দীন অতিশয়, তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে। তব পদ আশু-তোষ, পদে পদে মোর দোষ, জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে॥ পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি, তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে। ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব কয়ে, ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে॥ ধু॥

ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী। আমা-রে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥ অতএব আমি বেদ-ব্যাস এই দিনু শাপ। কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ॥ অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।

কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশি ॥ ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে। ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥ ক্রমে তিনপুরুষের মোক্ষ না হইবে। যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥ শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়। ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায় ॥ ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া। আ- শ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া ॥ হেনকালে অন্ন- পূর্ণা দেখিতে পাইলা। ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা ॥ জগত্জননী মাতা সবারে সমান। শক্তি- রূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥ আকাশ পবন জল অনল অবনি। সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি ॥ সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা। তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা ॥ মেঘ করে যেমন সকলে জল- দান। তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান ॥ তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া। তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ॥ হরিহর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে। শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে ॥ চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া। আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ॥ হেনকালে পথে আসি কহেন মহেশ। কোথায় চলেছ পুত্র কার্ত্তিক গণেশ। ক্রোধ করে কন দেবী পিছু কেন ডাক। ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক ॥ একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরার জোর।

অল্প অপরাধে কর মহাগণ্ডগোল ॥ তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস। ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥ একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে। অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে ॥ কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে। সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে ॥ এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়। আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥ আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া। আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥ এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান। সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥ সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া। বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া ॥ ভারত কহিছে ইথে সাক্ষি কেন মান। তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

অন্নদার মোহিনীরূপ।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা। চরণে অরুণ রঙ্গিমা ॥

হইতে সোঁসর, শম্ভু হৈলা হর, দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা। থাকিতে অধরে, সুধা সাধ করে, সুধাকরে ধরে কালিমা ॥ ফুলধনুতনু, লাজে তেজে ধনু, দেখি ভুরু ধনু বক্রিমা। রূপ অনুভবে, মোহ হয় ভবে, ভারত কি কবে মহিমা ॥ ধ্র ।

মায়া করি জয়াবিজয়ারে লুকাইয়া। দেখাদিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥ কোটিশশি জিনি মুখ কমলের গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥ ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া। লুকায় মা-জার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥ উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদি মূলে। ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥ অক-লঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে। পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥ মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া। হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥ বিননিয়া চিকণি-য়া বিনোদ কবরী। ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষ-ধরী॥ চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥ অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা। চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥ রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে। মণি-ময় আভরণ চমকে ঝমকে॥ কথায় পঞ্চম স্বর শিখি-বার আশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥ কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥ চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি। ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥ নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি। যে রূপ দেখিয়া কাম রিপু হন কামী॥ এই রূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসি-

য়া॥ মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া। অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥ আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী। কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥ শুন ব্যাস গোসাই আমার নিবেদন। নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥ বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথি ভক্তিমান। অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান॥ তপস্বি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর। ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥ শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল। কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥ অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী। কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥ নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া। নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া॥ তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি। পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥ বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী। ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥ দেখিয়াছি এ সকল সে সকলে জানি। ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥ শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী। সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥ প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই। অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥ এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে। কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদু মধুস্বরে॥ কোথা-

অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি। শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥ এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্য লইয়া। অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া॥ চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত। ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥ ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা। হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥ বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে। হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥ ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও। বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শিব ব্যাসে কথোপকথন।

নগ নন্দিনি, সুর বন্দিনি, রিপু নন্দিনি গো। জয় কারিণি, ভয় হারিণি, ভবতারিণি গো॥ জটজালিনি, শিরমালিনি. শশি ভালিনি, সুখশালিনি. করবালিনি গো। শিবগেহিনি, শিবদেহিনি, শিবরোহিণি, শিবমোহিনি, শিবসোহিনি গো॥ গণতোষিণি, ঘনঘোষিণি, হঠ দোষিণি, শঠরোষিণি, গৃহপোষিণি গো। মৃদুহাসিনি, মধুভাষিণি, খলনাশিনি, গিরিবাসিনি, ভারতাশিনি গো॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত। কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥ তপস্বি কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার। কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥ শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস। তপস্যার

নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥ সর্ব্ব জীবে সমভাব জয়া-
জয় তুল্য। স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস। কতেক কহিব
কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥ শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ
হইয়া। আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥ এক
বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন। শিব হৈতে মোক্ষ
নহে কয়েছ যখন॥ দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপ
ক্রিয়া। জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়। সেই রূপ
হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥ ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা
জর জর। উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥ গর
গর গর্জ্জে ফণী জিহি লক লক। অর্দ্ধ শশী কোটি
সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥ হল হল জ্বলিছে গলায় হলা-
হল। অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥ দেহহৈতে
বাহির হইল ভূতগণ। ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে
ত্রিভুবন॥ মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক। শূল
আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥ বধিতে নারেন অন্ন-
পূর্ণার কারণে। ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জনগর্জ্জনে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর। অভেদে যে জন
ভজে সেই ভক্ত ধীর॥ বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি
জান বেদ। কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥ সেই
পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে। আমি মানা

করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥ মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ। কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥ কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ। কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামন॥ এস্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও। এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥ অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর। পুনঃ যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥ ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে। ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে॥ চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥ অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ। বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥ জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥ জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা। হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥ শিবের হইল তমোগুণের উদয়। যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥ পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম। বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥ পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল। সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥ শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে। এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥ শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে। শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥ তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।

কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা। ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা। শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥ অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা। কাশী-বাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা ॥ আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥ এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান। নি-শ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান ॥ ছাড়িয়া যা-ইতে কাশী মন নাহি যায়। লুকায়ে রহেন যদি ভৈ-রবে খেদায় ॥ বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি। শিষ্যসহ ব্যাসদেব গেলা কাশীছাড়ি ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ।

কাশীতে না পেয়ে বাস, মনোদুঃখে বেদব্যাস, বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস। তুচ্ছলোক আছে যারা, কাশীতে রহিল তারা, আমার না হৈল কাশীবাস ॥ এ বড় দারুণ শোক, কলঙ্ক ঘুষিবে লোক, ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর। নাম ডাক ছিল যত, সকল হইল হত, ভাঙ্গিড় করিল দর্পচূর ॥ তেজোবধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার, কোন খানে সমাদর নাই। সবে করে উপহাস, ইনি সেই বেদব্যাস, কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই ॥ যদি করি বিষপান, তথাপি না যাবে প্রাণ,

অনলে সলিলে মৃত্যু নাই। সাপে বাঘে যদি খায়. মরণ না হবে তায়, চিরজীবি করিল গোঁসাই ॥ ভবিতব্য ছিলযাহা. অদৃষ্টে করিল তাহা, কিহবে ভাবিলে আর বসি। তবেআমি বেদব্যাস, এইখানে পরকাশ, করিব দ্বিতীয়বারাণসী॥ করিয়াছি যততপ, করিয়াছি যত জপ, সকল করিনু ইথে পণ। নিজ নাম জাগাইব, এইখানে প্রকাশিব, কাশীর যে কিছু আয়োজন ॥ কাশীতে মরিলে জীব, রাম নাম দিয়া শিব, কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে। এখানে মরিবে যেই, সদ্যমুক্ত হবে সেই, না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে ॥ অসাধ্য সাধন যত, তপস্যায় হয় কত, তপোবলে রাত্রি হয় দিবা। বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া, তপস্যায় ভর দিয়া, বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥ মোরে খেদাইল শিব, তার সেবা না করিব, বর না মাগিব তার ঠাঁই। বিষ্ণুর দেখেছি গুণ, নন্দি করেছিল খুন, কিঞ্চিত্ যোগ্যতা তার নাই ॥ বিধাতা সবার বড়, তাঁহারে করিব দড়, যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি। তিনি পিতামহ হন, সন্তানে বিমুখ নন, অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি ॥ তাঁরে তুষি তপস্যায়, বর মাগি তাঁর পায়, সকলে পাইব যথা বসি। পুরী করি মোক্ষধাম, জাগাইব নিজ নাম, নাম থুব ব্যাসবারাণসী॥ গঙ্গা মহ্‌. তীর্থ জানি, গঙ্গারে এখানে আনি, আগেত গ-

ঙ্গার কাছে যাই। গঙ্গা সে শিবের পুঁজি, মোক্ষ ক-পাটের কুঁজি, গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই॥ গঙ্গাগঙ্গা মোক্ষধাম, জানিত কে তার নাম, আম্মা হৈতে তাহার প্রকাশ। আমি যদি ডাকি তারে, অবশ্য আ-সিতে পারে, ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস॥ এত করি অনুমান, গঙ্গারে আনিতে যান, বেদব্যাস মহাবেগ-বান্। গঙ্গার নিকটে গিয়া, ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া, গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥ কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি, রচিবারে অন্নদামঙ্গল। ভারত সরস ভণে, শুন সবে এক মনে, ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল॥

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

ব্যাস কন গঙ্গে, চল মোর সঙ্গে, আমি এই অভি লাষী। কাশী মাঝে ঠাঁই, শিব দিল নাই, করিব দ্বিতীয় কাশী॥ তমোগুণ শিব, তারে কি বলিব, মত্ত ভাঙ্গ ধুতূরায়। ডাকিনীবিহারী, সদা কদাচারী, পাপ সাপ গুলা গায়। শ্মশানে বেড়ায়, ছাই মাখে গায়, গলে মুণ্ড অস্থি মালা। বলদ বাহন, সঙ্গে ভূতগণ, পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা॥ যত অম-ঙ্গল, সকল মঙ্গল, তাহারে বেড়িয়া ফিরে। কেবল আপনি, পতিত পাবনী, গঙ্গা আছ যেই শিরে॥ জটায় তাহার, তব অবতার, তাই সে

সকলে মানে। তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা, অন্য জন কিবা জানে॥ যত অমঙ্গল, শিবে সে সকল, মঙ্গল তোমার প্রেম। নানা দোষময়,লোহা যেন হয়, পরশ পরশি হেম॥ যে কারণ নীর, ব্রহ্মাণ্ড বাহির, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে। বিধি হরি হর, আদি চরাচর, কত হয় কত নাশে॥ সে কারণ নীর, তোমার শরীর, তুমি ব্রহ্ম সনাতন। সৃজন পালন, নাশের কারণ, তোমা বিনা কোন জন॥ সেই নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপি-জন, জনার্দ্দন যাঁরে কয়। দ্রবরূপে সেই, গঙ্গা তুমি এই, ইহাতেনাহি সংশয়॥ তোমা দরশনে, মোক্ষ সেইক্ষণে, না জানি স্নানের ফল। প্রায়শ্চিত্ত ভয়, সেখানে কি হয়, যেথামে তোমার জল॥ তুমি নারায়ণী, পতিত পাবনী, কামনা পূরাও মোর। মোর সঙ্গে আসি, প্রকাশহ কাশী, তারহ সঙ্কট ঘোর॥ যে মরে কাশীতে, তারে মোক্ষ দিতে, রাম নাম দেন শিব। আর কত দায়, ভোগ হয় তায়, তবে মোক্ষ পায় জীব॥ কাশীতে আমার, কৃপায় তোমার, এমনি হইতে চাহে। যে মরে যখনি, নির্ব্বাণ তখনি, বিচার না রবে তাহে॥ ব্যাসের এমন,শুনিয়া বচন, গঙ্গার হইল হাসি। ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে, তুমি কি করিবে কাশী॥

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস। কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস॥ কে তুমি কি কীর্ত্তি আছে তোমার। শিব বিনা কাশী কে করে আর॥ কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল। লীলায় অন্ধক সেই বধিল॥ কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই। কামিনীলইয়া বিহরে সেই॥ অদ্য অন্নপূর্ণা যার গৃহিণী। গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী॥ ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যার। চক্রপাণি বাণ শাণিত ধার॥ চন্দ্রসূর্য্য রথচক্র আকার। ত্রিপুর একবাণে মৈল যার॥ সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার। [illegible] নাম ভব করিতে পার॥ যাহার জটায় পাইয়া ধাম। গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম॥ কারণ জল মোরে বল যেই। কারণ জলের কারণ সেই॥ না ছিল সৃষ্টির আদি যখন। কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥ থুইলা আপন শূলের আগে। পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে॥ করিবেন যবে প্রলয় হর। রাখিবেন কাশী শূল উপর॥ তবে যে দেখহ ভুমিতে কাশী। পদ্ম পত্রে যেন জল বিলাসি॥ জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত। জল নাশে নহে তার নিপাত॥ তবে যে কহিলা তারক নামে। মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে॥ তুমি কি বুঝিবা তার চলনি। আপনার নাম দেন আপনি॥ আমার বচন শুন হে ব্যাস। কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥ শিবনিন্দা কর এ দায় বড়। শিব গুরু মন-

করহ দড়॥ শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে। দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে॥ পুনঃ না কহিও আমার কাছে। যে শুনে তাহার পাতক আছে॥ জানেন সকল শঙ্কর স্বামী। এ সব কথায় না থাকি আমি॥ শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ। ভারত কহিছে এ বড় দোষ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার।

ব্যাসের হইল ক্রোধ, তেয়াগিয়া উপরোধ, গঙ্গারে কহেন কটুভাষে। কালের উচিত কর্ম্ম, জানিনু তোমার মর্ম্ম, তুমি মোরে হাস উপহাসে॥ তোরে অন্তরঙ্গ জানি, করিনু যুগল পাণি, উপকারে আসিতে আমার। তাহা হৈল বিপরীত, আর কহ অনুচিত, দৈবে করে কি দোষ তোমার॥ আনি যারে প্রকাশিনু, আমি যারে বাড়াইনু, সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে। মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে, এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥ উচিত কহিব যদি, নদী-মধ্যে তুমি নদী, পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত। পুরাণে বর্ণিনু যেই, পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই, নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥ জহ্নু মুনি করে ধরি, পিলেক গণ্ডূষ করি, কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম। সে দোষ থুইয়া দূরে, জানাইনু তিন পুরে, জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥ শান্তনু রাজারে লয়ে, ছিলি তার নারী হয়ে, তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা। শান্তনুরে করে সারা,

হয়েছ শিবের দারা, তোর সমা পুণ্যবতী কেটা॥ পেয়েছ শিবের জটা, তাহাতে সাপের ঘটা, কপালে বহ্নির তাপ লাগে। চণ্ডী করে গণ্ডগোল, ভূত ভৈরবের রোল, কোন সুখে আছ কোন রাগে॥ স্বভাবতঃ নীচগতি, সতত চঞ্চল মতি, কভু নাহি পতির নিয়ম। যে ভাল ভজিতে পারে, পতি ভাব কর তারে, সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥ বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ, জাতি কুল নাহি বাছ, রূপ গুণ যৌবন না চাও। মা বলিয়া সেবা দেই, ক্ষীরপান করে যেই, পতি কর কোলে মাত্র পাও॥ আপনার পক্ষ জানি, কহিলাম তোরে আনি, তুমি তাহে বিপরীত কহ। তুমি মোর কি করিবা, তোমার শকতি কিবা, বিষ্ণুপদোদক বিনা নহ॥ শাপ দিয়া করি ছাই, অথবা গণ্ডূষে খাই, ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান। সিন্ধু তোর পতি যেই, ব্রহ্মতেজ জানে সেই, অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥ ব্যাসদেব এই রূপে, মজিয়া কোপের কূপে, গঙ্গার করিলা অপমান। ভারত সভয়ে কহে, মোরে যেন দয়া রহে, স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥

গঙ্গার কৃত ব্যাসের তিরস্কার।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে। ব্যাসেরে ভৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে॥ শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা। এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা॥

নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা। শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥ তোর প্রকাশিত আমি কেমনে কহিলি। বেদ মত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥ যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ। আমার প্রসঙ্গ আছে তেই সে প্রমাণ॥ তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী। সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥ সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা। শিব অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥ প্রকৃতি পুরুষ-আরা তুই কি জানিবি। আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥ আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে। কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥ বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ। রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান॥ তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম। ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥ পরাশর ব্রহ্ম ঋষি তোর পিতা যেই। অবিগীত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই॥ মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে। তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥ পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া। শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া॥ বৈপিত্র দুভাই তাহে জন্মিল তোমার। একটি বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥ অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা। যৌবনে মরিল দুটি বউ হৈল রাঁড়া॥ পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।

তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি ॥ তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন। জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥ কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া। সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥ ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন। তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন। ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনী কুমার। উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥ যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল। সহদেব এই পঞ্চপাণ্ডব অতুল॥ তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া। পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥ ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়। ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥ ব্রহ্মশাপ দিবা দিবি কে তোরে ডরায়। ব্রহ্ম-হত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥ তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ। সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ॥ এত বলি ক্রোধে গঙ্গা হৈলা অন্তর্দ্ধান। গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥ ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি। গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥ দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে। দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥ ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান। ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥ নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী। নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায়

ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥ ইতি সোমবারের দিবা পালা ॥

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

আসনে বসিয়া, উন্মনা হইয়া, ভাবেন ব্যাস গোসাঁই। এই বড় শোক, হাসিবেক লোক, মোর কাশী হৈল নাই। বিশ্বকর্ম্মা আছে, তারে আনি কাছে, সে দিবে পুরী গড়িয়া। মোক্ষের উপায়, শেষে করা যায়, ব্রহ্মার বর লইয়া। করি আচমন, যোগে দিয়া মন, বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান। জানিয়া অন্তরে, বিশাই সত্বরে, আসি কৈলা অধিষ্ঠান ॥ বিশাই দেখিয়া, সানন্দ হইয়া, বিনয়ে কহেন ব্যাস। তুমি বিশ্বকর্ম্মা, জান বিশ্বমর্ম্ম, তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ ॥ তুমি বিশ্ব গড়, তুমি বিশ্বে বড়, তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম। তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা, কেবা জানে গুণ গ্রাম ॥ বিধাতা হইয়া, বিশ্ব নিরমিয়া, পালহ হইয়া হরি। শেষে হয়ে হর, তুমি লয়কর, তুমি ব্রহ্ম অবতরি ॥ আমারে কাশীতে, না দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী। সেই অভিমানে, আমি এই খানে, করিব দ্বিতীয় কাশী ॥ ঠেকিয়াছি দায়, চাহিয়া আমায়, নির্ম্মাণ পুরী সুসার। মোক্ষের নিদান, করিতে

বিধান, সে ভার আছে আমার ॥ এ সঙ্কট ঘোরে, তার যদি মোরে, তবেত তোমারি হব। ত্রিদেবে ছাড়িয়া, ব্রহ্মপদ দিয়া, তোমারে পুরাণে কব। বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া, তুমি নাহি পার কিবা। ব্যাস বারাণসী, গড়ি দেখ বসি, আমারে ব্রহ্ম করিবা ॥ যে হয় পশ্চাৎ, দেখিবে সাক্ষাৎ, মোরে পুরীভার লাগে। কাশীর ঈশ্বর, খ্যাত বিশ্বেশ্বর, তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥ বিশ্বেশ্বর নাম, সর্ব্বশুভধাম, বিশাই যেই কহিল। দৈব রুষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার, ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥ অরে রে বিশাই, তুইত বালাই, কে বলে আনিতে তায়। এ বড় প্রমাদ যার সঙ্গে বাদ, তাহারে আনিতে চায় ॥ সভয় অন্তর, নহ স্বতন্তর, ভয়েতে সবারে মান। নানাগুণ জানি, যারে তারে মানি, বেগার খাটিতে জান ॥ তপো-বলে কাশী, দেখ পরকাশি, দূর হ রে দুরাচার। তোর গুণধর, যত কারিকর, হইবে দুঃখী বেগার ॥ বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া, বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস। শিবেরে লঙ্ঘিবা, কাশী প্রকাশিবা, কেন কর হেন আশ ॥ নাহিজান তত্ত্ব, নাহিবুঝ সত্ত্ব, শিব ব্রহ্ম সনাতন। অজাত অমর, অনন্ত অজর, আদ্য বিভু নিরঞ্জন ॥ কার্য্য সাধিবারে, এই যে আমারে, এখনি ব্রহ্ম কহিলে। ব্রহ্ম বলিবার, কি দেখ আমার, কৈলে রে

ব্রহ্ম বলিলে॥ যাহারে যখন, দেখহ দুর্জ্জন, তাহারে ব্রহ্ম বলহ। এই রূপে কত, কয়ে নানা মত, লিখিয়া যত কলহ॥ বিশাই ধীমান, গেল নিজ স্থান, ব্যাসের হইল দায়। কহিছে ভারত, এ নহে ভারত, করিবে কথা মথায়॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন।

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্। জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥

রঙ্গ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয় সর্পয় সর্পকলাপম্। মহিষবিষানরবেণ নিবারয় মম রিপুশমনলুলাপম্। নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুরবাপম্॥ ধু॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন। অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥ আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া। বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥ স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া। কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥ অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল। শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥ কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে। তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥ শিবনাম জপ কর যেথা সেথা বসি। যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥ তুমি কি করিবা কাশী লজ্জিয়া তাঁহারে।

কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥ শিব লজ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা। আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা। আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন। এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন॥ কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর॥ কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে। বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥ ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল। কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥ সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল। অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥ তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই। জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই॥ এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে। ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥ যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার। কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর॥ যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা। বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা॥ শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা। শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥ তদবধি জানি তিনি সকলের বড়। অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥ তিনি মোক্ষ দিলেন সকলে এথা বসি।

তবে সে হইবে মোর ব্যাস বারাণসী॥ এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির। অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর॥ বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপঃ। কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য।

গজানন ষড়ানন, সঙ্গে করি পঞ্চানন, কৈলাসেতে করেন ভোজন। অন্নপূর্ণা ভগবতী, অন্ন দেন হৃষ্টমতি, ভোজন করিছে ভূতগণ॥ ছয় মুখ কার্ত্তিকের, গজ মুখ গণেশের, মহেশের নিজে মুখপঞ্চ। কতমুখ কত জন, বেতাল ভৈরব গণ, ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ॥ লেগেছে সি[illegible]র লাগি, খেতে বড় অনুরাগী, বারমুখ তিন বাপে পুতে। অন্নদার হস্ত দুটি, অন্ন দেন গুটি গুটি, থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥ অন্নদা বুঝিলা মনে, কৌতুক আমার সনে, বুঝা যাবে কেবা কত খান। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়, পাতে পাতে অপ্রমেয়, পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ॥ খাইবেন কেবা কত, সবে হৈলা বুদ্ধি হত, অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও। অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি, কে রাখিবে করি বাসি, খেতে হবে খাও খাও খাও॥ এইরূপে অন্নপূর্ণা, খেলারসে পরিপূর্ণা, নারীভাবে পতিপুত্র লয়ে। ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয়ে

পাছ, ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়্যে॥ ব্যাস জপে অনশনে, অন্নদা জানিলা মনে, ব্যাসের তপের অনুবলে। কপালে টনক নড়ে, হাতে হৈতে হাতা পড়ে, উছট লাগিয়া পদ টলে॥ দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে, অন্নদার উপজিল রোষ। অনুগ্রহ গেল নাশ, নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস, ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥ ভাবে বুঝি ক্রোধভর, জিজ্ঞাসা করিলা হর, কেন দেবি দেখি ভাবান্তর। অন্নদা কহেন হরে, ব্যাসমুনি তপ করে, অনশন কৈল বহুতর॥ তুমি ঠাঁই নাহি দিলে, কাশী হৈতে খেদাইলে, তাহাতে হয়েছে অপমান। করিতে দ্বিতীয় কাশী, হইয়াছে অভিলাষী, সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥ হাসিয়া কহেন হর, বুঝি তারে দিলা বর, মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও। আমি বৃদ্ধ তাই কই, জানি নাই তোমা বই, এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥ সক্রোধে কহেন শিবা, কৌতুক করহ কিবা, কি হয় তাহার দেখ বসি। এত বড় তার সাদ, তোমা সনে করি বাদ, করিবেক ব্যাস বারাণসী॥ তবে যে কহিবে মোর, তপস্যা করিল ঘোর, কি দোষে হইব রুষ্ট তারে। অসময় সুসময়, না বুঝিয়া দুরাশয়, বিরক্ত করিল অত্যাচারে॥ বলি রাজা ভগবানে, ত্রিপাদ ধরণী দানে, অধোগতি পাইল যেমন। তেমনি ব্যাসেরে গিয়া,

শাপ দিব বর দিয়া, শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥ মহা মায়া মায়া করি, জরতীশরীর ধরি, ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা। অন্নপূর্ণাপদতলে, ভারত বিনয়ে বলে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস ছলনা।

কে তোমা চিনিতে পারে। গো মা। বেদে সীমা দিতে নারে ॥ কত মায়া কর, কত কায়া ধর, হেরি হরি হর হারে। জিতজরামর, হয় সেই নর, তুমি দয়া কর যারে ॥ এ ভব সংসারে, যে ভজে তোমারে, যম নাহি পারে তারে। যদি না তারিবে, যদি না চাহিবে, ভারত ডাকিবে কারে ॥ ধ্রু ॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডানি করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী ॥ ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি। হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥ ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলিবিলি। কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিকিলি ॥ কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥ ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে ॥ বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার ॥ শত গাটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান। ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা

উহু কয়্যে। জানু ধরি বসিলা বিরস মুখী হয়্যে॥ ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়। কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥ উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥ মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া। অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥ তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে। পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥ বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই। কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥ কাশীতে মরিলে তাহে পাপ-ভোগ আছে। তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥ এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই। মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥ তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়। সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥ ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়। মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥ বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর। সদ্যঃ মুক্ত হবি যদি এই খানে মর॥ ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া। মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥ তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব। সকলে মরিবে আগি বসিয়া দেখিব॥ ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত। অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুখায়েছে আঁত॥ বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণ নুড়ি। বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥

শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে। কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে॥ কাণকোটারিতে মোর কাণ কৈল কালা। কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥ এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান। আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥ জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের। শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥ ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া। পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥ বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও। এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥ বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥ মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে। পুনঃ কহ কি হইবে এথানে মরিলে॥ ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে। সদ্যঃ মোক্ষ হইবেক এথানে মরিলে॥ বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা। কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥ পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি। ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥ ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা। পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥ এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত। ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥ দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ। বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥ একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি

সুঝে। বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥ ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে। গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥ বুঝিনু বুঝিনু বলি. করে ঢাকি কাণ। তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥ বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা। হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥ নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু। হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥ বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়। মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥ প্রকৃতি পরুষ রূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল। কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্ব মূল॥ বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥ নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥ শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া। কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥ ব্যাসবারাণসী হইবে ভাবিলাম বসি। বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভ বারাণসী॥ অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়। ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

ভুলনা রে অরে নর শঙ্কর সার কর। শমনেরে কেন ডর॥ দূর হবে পাপ, চূর হবে তাপ, গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর। শঙ্কর শঙ্কর, এ তিন অক্ষর, মালা করি

গলে পর ॥ এ ভব সাগরে, মা ভজিয়া হরে, কেন নিছা ডুব মর। ভারতের মত, শুন রে ভকত, ভব ভজি ভব তর ॥

বিরস বদন দেখি ব্যাস তপোধনে। কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে ॥ শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ। এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ ॥ জ্ঞান অহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া ॥ ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে। শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে ॥ তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে। সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে ॥ এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ। না বুঝিয়া কাশীবাসি গণে দিলা শাপ ॥ অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে। আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে ॥ মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর। নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর ॥ আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে ॥ এই রূপে আমি তোরে বরদান দিয়া। সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া ॥ তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ। কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ ॥ আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলির। যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর ॥ ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব

ছাড়হ সকল। জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥ হরি হর বিধি তিন আমার শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥ তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার। নিগম আগম আদি কেবা জানে পার॥ অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত। খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥ করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ। অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥ আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণি-কর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥ এখানে মরিবে যে সে গর্দ্দভ হইবে। এ হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে॥ শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন। উ-দ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥ কৈলাসেতে অন্ন-পূর্ণা শঙ্কর লইয়া। বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥ জয়াবিজয়ারে কন সহাস্যবদনে। নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥ কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যত বাণী। কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥ বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর। দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥ রমণী সম্ভোগ তার কাননে হইবে। সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে। মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে। ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥ তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার। কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুন

র্ব্বার॥ ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে। হরি-হোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥ দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার। তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥ তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥ তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়। হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ।

কুবেরের অনুচর, নাম তার বসুন্ধর, বসুন্ধরা নামে তার জায়া। দুই জনে হৃষ্টমনে, ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে, নানা রস জানে নানা মায়া॥ চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে, অন্নদার পূজা দিতে, নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি। ফুল আনিবার তরে, ডাক দিয়া বসুন্ধরে, কুবের দিলেন অনুমতি॥ কুবেরর আজ্ঞা পায়, বসুন্ধর বেগে ধায়, কুঞ্জবনে হৈল উপনীত। নানা-জাতি তুলে ফুল,যাহে মত্ত অলিকুল,যার গন্ধে মদন মোহিত॥ দেখিয়া পুষ্পের শোভা, বসুন্ধরা রতি-লোভা, বসুন্ধরে কহিতে লাগিল। ফুলগুণে ফুলবাণ, ফুলধনু দিয়া টান, ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল॥ আলিঙ্গন দিয়া কান্ত, কামানল কর শান্ত, মোরে ধরি বিলম্ব না সহে। কোকিল হুঙ্কার কাল, ভ্রমর

ঝঙ্কার শাল, মলয়পবনে তনু দহে॥ বসুন্ধর বলে প্রিয়া, আগে আসি ফুল দিয়া, অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের। পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে, বিহার করিব রঙ্গে, এ সময় নাহি দিও ফের॥ অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়, ইথে রতি যুক্ত নয়, অন্নদার ব্রততিথি তায়। আমার বচন ধর, আজি রতি পরিহর, পূজা কর অন্নদার পায়॥ বসুন্ধরা বলে প্রভু, এমন না শুনি কভু, এ কথা শিখিলা কার কাছে। সাপে যারে কামড়ায়, রোঝা গিয়া ঝাড়ে তায়. তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে॥ কাম কাল বিষধর, বিষে আমি জর জর, তুমি সে ঔষধ জান তার। অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে, অন্নদার নাম লয়ে, আরম্ভিলা কত ফের ফার॥ অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে, যে সুখ পাইবে রতি সুখে। দেবাসুরে সুধা লাগি, সিন্ধু মথি দুঃখভাগি, সে সুধা সঘনে পেও মুখে॥ এই যে তুলিলা ফুল, কে জানে ইহার মূল, বৃথা হবে জলে ভাসাইলে। দেখ দেখি মহাশয়, সম্ভোগে কি সুখ হয়, তোমায় আমায় গলে দিলে॥ মালা গাঁথি এই ফুলে, দিয়া দেখ মোর চুলে, মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে। বিপরীত রতি রঙ্গে, পড়িলে তোমার সঙ্গে, ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে॥ এই রূপে বসুন্ধরে, বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে, বসুন্ধরা মোহিত করিল। কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে,

যে করে কামের বাণে, বসুন্ধর মদনে মাতিল ॥ সেই ফুলে শয্যা করি, সেই ফুলে মালা পরি, রতি রসে দুজনে রহিল। এথায় যক্ষের পতি, অন্নদাপূজায় মতি, এক মনে ধ্যান আরম্ভিল। সংহতি বিজয়া জয়া, কুবেরে করিয়া দয়া, অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান। দেখিয়া পুষ্পের ব্যাজ, কুবের যক্ষের রাজ, সভয় হইল কম্পমান ॥ অন্নদা অন্তরে জানি, কুবেরে নিকটে আনি, দয়ায় অভয়দান দিলা। বসুন্ধরা বসুন্ধরে, বান্ধি আনিবার তরে, ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥ ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রবেশিয়া কুঞ্জবন, বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে। সেই ফুলমালা সঙ্গে, বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে, আনি দিল অন্নদাগোচরে ॥ অন্নপূর্ণা ক্রোধ মনে, শাপ দিলা দুই জনে, যেমন করিলি দুরাচার। মরত ভুবনে যাও, মনুষ্যশরীর পাও, ভারতের এই যুক্তি সার ॥

বসুন্ধরের বিনয়।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা। অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ চরণের ছায়া, শাপে কৈলা জীয়ন্তেতে মরা ॥ অজ্ঞানে করিনু দোষ, ক্ষমা কর অভিরোষ, তুমি দেবী জগতজননী। ভস্ম না করিলে কেন, কেন শাপ দিলে হেন, কোন সুখে যাইব ধরণী ॥ অপরাধ অল্প মোর, শাপ দিলা অতি ঘোর, নরলোকে কেমনে যাইব।

গর্ব্ভবাস মহাদুঃখে, উর্দ্ধপদে হেটমুখে, মলমূত্রে ভূষিত থাকিব ॥ ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ, না পাব জ্ঞানের লেশ, পরদুঃখে হইব দুঃখিত। মহাপাপ থাকে যার, গর্ব্ভবাস হয় তার, নিগম আগমে সুবিদিত ॥ গর্ব্ভবাস পাছে হয়, ব্রহ্মাদিরো এই ভয়, সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে। ভব ঘোর পারাবারে, তোমা বিনা কেবা পারে, যে তোমা না ভজে সেই মজে ॥ অপরাধ হইয়াছে, আর কত শাস্তি আছে, কুম্ভীপাক রৌরব প্রভৃতি। তাহে যেতে মন লয়, মরতে যাইতে ভয়, বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি ॥ ক্রন্দনেতে দুহাঁকার, দয়া হৈল অন্নদার, কহিলেন করিয়া শান্তনা। চল সুখে মর্ত্ত্যলোক, না পাইবে রোগ শোক, না পাইবে গর্ব্ভের যাতনা ॥ হয়ে মোর ব্রতদাস, মোর পূজা পরকাশ, মরত ভুবনে গিয়া কর। লোকে ব্রত পরকাশি, পুন হবে স্বর্গবাসী, আমি সঙ্গে রব নিরন্তর ॥ শুনি বসুন্ধর কয়, ইহা যদি সত্য হয়, তবে মোর মরতে কি ভয়। তব অনুগ্রহ যথা, কৈলাস কৌশল তথা, চতুর্ব্বর্গ সেইখানে হয় ॥ যদি সঙ্গে যাহ তুমি, তবে আমি যাই ভূমি, এই বর দেহ দাঁড়াইয়া। পাতালেতে গিয়া বলি, ছিল যেন কুতূহলী, গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া ॥ এত বলি বসুন্ধর, যোগাসনে করি ভর, জায়া সহ শরীর ত্যজিল। অন্নপূর্ণা

তুষ্ট হয়ে, চলিলা দুজনে লয়ে, রায় গুণাকর বির চিল ॥

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম।

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে। সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে॥ বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে। আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে॥ কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার। কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার॥ সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥ তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান। সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥ বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান। তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥ পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী। সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী॥ জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া। এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া॥ তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর। বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর॥ হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥ লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন। ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥ অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার। গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥ আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি। পান বিনা পদ্মিনীর

মুখে উড়ে যাছি॥ তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া। হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া॥ অভি-মানে সেই রামা কারেহ না চায়। মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥ নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে। হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥ শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন। কে ডাকিবে অভাগীরে কে আছে এমন॥ পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী। পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥ ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে। যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে। মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে ঘোড়॥ কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥ বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে। বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥ এমন দুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে। সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥ যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে। অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে॥ বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা। কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা॥ আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে। সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে॥ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর। কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥ অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুমিও পূজায়। হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায়॥

মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে। বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥ কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে। ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাই-বে॥ এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান। দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান॥ ক্ষণেকে সম্বিত্ পেয়ে লাগিলা কান্দিতে। হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে॥ পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু। নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু॥ কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা। অভাগীর ভাগ্যদোষে পুনঃ লুকাইলা॥ হরিষ বিষাদে রামা গেলা নিজালয়। দেবীর দয়ার ঋতু সেই দিনে হয়॥ স্নানদিনে সেই ফুল বাঁটিয়া খাইল। পতি সঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ব্ভিণী হইল॥ শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ব্ভবাস। এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥ গর্ব্ভ বেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা। দ্রুত হয়ে বসু-ন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥ পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই। ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥ আপ-নি দিলেন হুলু নাড়ীছেদ করি। দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত।

অন্নদার দাস হয়ে, হরিহোড় নাম লয়ে, বসু-

ধার ভূমিষ্ঠ হইল। দেখিয়া পুত্রের মুখ, বিষ্ণু হোড় পায় সুখ, পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল ॥ ষষ্ঠীপূজা হৈল সায়, ছয়মাসে অন্ন খায়, যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে। বনে মাঠে বেড়াইয়া, কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়ে, বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে ॥ এক দিন শূন্য পথে, অন্নপূর্ণা সিংহরথে, কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। জয়া বিজয়ার সঙ্গে, কথোপকথনরঙ্গে, হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে ॥ মনে হৈল পূর্ব্বকথা, আপনি আসিয়া তথা, মায়া করি হইলেন বুড়ী। কাঠ খড় জড়াইয়া, সব ঘুটে কুড়াইয়া, রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ী ॥ হরিহোড় যেথা যান, কাঠ ঘুটে নাহি পান, আট দিক আন্ধার দেখিলা। বিস্তর রোদন করি, হরি হরি স্মরে হরি, বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা॥ দেখেন বুড়ীর কাছে, ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে, বোঝাবান্ধা কাঠ আছে তায়। হরিহোড় কান্দি কহে, বুড়ী মজাইল দহে, আজি বড় দেখি অনুপায়॥ কোথা হৈতে আসি বুড়ী, ঘুটে লয়ে ভরে ঝুড়ী, সর্ব্বনাশ করিল আমার। কাড়ি নিলে হবে পাপ, বুড়ী পাছে দেয় শাপ, এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥ বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে, আকুল অন্নের তরে, ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল। কিছু ঘুঁটে না পাইনু, মিছা বেলা মজাইনু, এ ছার

জীবনে কিবা ফল ॥ দয়া করি হরপ্রিয়া, হরিহোড়ে ডাক দিয়া, ছল করি লাগিলা কহিতে। কাঠ ঘুটে কুড়াইয়া, রাখিয়াছি সাজাইয়া, অরে বাছা না পারি বহিতে ॥ মঙ্গল হইবে তোর, অতিদূরে ঘর মোর, ঘুঁটে গুলি যদি দেহ বয়ে। অর্দ্ধেক আমার হবে, অর্দ্ধেক আপনি লবে, দয়া করি চল মোরে লয়ে ॥ হরিহোড় এত শুনি, অর্দ্ধলাভ মনে গণি, মাথায় লইলা ঘুঁটেঝুড়ী। বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে, লড়ী ধরে থেকে থেকে, আগে আগে চলিলেন বুড়ী ॥ নিকটে হরির ঘর, নহে অতিদূরন্তর, সাঁঝ কৈলা সেই খানে যাতে। তাহারি উঠানে গিয়া, বসিলেন হরপ্রিয়া, কহেন চলিতে নারি রাতে ॥ কহিলা মধুর-স্বরে, থাকিলাম তোর ঘরে, হরি বলে এ হবে কেমনে। ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে, বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে, ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে ॥ অতিথি আপনি হবে, উপোষি কেমনে রবে, অন্নের সংযোগ মোর নাই। হেন ভাগ্য নাহি ধরি, অতিথি সেবন করি, এই বেলা দেখ আর ঠাঁই ॥ এই দেখ বৃদ্ধ বাপ, অন্ন বিনা পান তাপ, বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে। গেল চারি পর দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ, সমযোগ্য অতিথি এ ঘরে ॥ হরির শুনিয়া বাণী, কহেন হরের রাণী, অরে বাছা

না ভাবিহ দুঃখ। ভারত সান্ত্বনা করে, অন্নদা আইল্যা ঘরে, ইতঃপর পাবে যত সুখ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া।

ভবানী বাণী বল এক বার। ভবানী ভবের সার॥ ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী, ভবনদী করে পার। ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া, ভব তরে ভবভার॥ ভবানী যে বলে, এ ভবমণ্ডলে, ভবনে ভবানী তার। ভবানীনন্দন, ভারত ব্রাহ্মণ, ভবানী ভরসা যার॥ ধ্রু॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি। না জানে গৃহিণী পনা তোমার জননী॥ গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে। সেইসে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে॥ প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়। ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥ অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়। অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥ শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী। অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥ বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া। অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥ হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে। কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥ শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল। অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥ হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি। দণ্ডবৎ প্রণাম বুড়ীরে করে

আসি ॥ হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি। পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥ বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও। শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥ হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত। পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত্॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া। দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া॥ হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি। পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি॥ আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ। এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ॥ এত বলি এক খানি ঘুঁটে হাতে লয়ে। দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥ ঘুঁটে হৈল হেম ঘুঁটে দেবীর পরশে। লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে॥ ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়! এ কি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোণা হয়॥ কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী। জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি॥ তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে। ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে॥ হেম ঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর। অনিমিষ নয়নে সলিল ঝর ঝর॥ এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া। কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভয় কি রে অরে বাছা হরি। আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥

অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়। আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥ দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর। ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥ চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥ আমার পূজার ফলে বড়সুখে রবে। মাটীমুটা ধর যদি সোণামুটা হবে॥ দেবীর অমৃত-বাক্যে পাইয়া আনন্দ। প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদু মন্দ॥ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে। কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে॥ বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব আদি দেবে। দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যান করি সেবে॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়॥ তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয়॥ শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান। সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ॥ নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়। ভেলকীতে কত ভাত ঘুঁটে সোণা হয়॥ হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া। বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া॥ মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়্যে। দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়্যে। কোটিশশী জিনি মুখ অর্দ্ধশশী ভালে। শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে॥ পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে। ভূমে পড়ে হরি-

হোড় একবার চেয়ে॥ মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া। প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া॥ হরি-হোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা। এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥ হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে। কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥ হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান। চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥ অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে। নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥ তবে লব ধন আগে দেহ এই বর। বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥ কিঞ্চিত্ ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা। ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥ দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর। মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর। পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়। দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥ মুখপদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে। মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হরি-হোড়ে॥ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানারস। ভোজ-ন করিল হরিহোড় মহাযশ॥ বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণু হোড় দিব্যকায়। কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায়॥ এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর। অন্তরীক্ষে অন্ন-পূর্ণা গেলেন সত্বর॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

এই রূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর। ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোঁসর॥ কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল। নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥ ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর। বাহত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥ ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা। বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥ পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ। জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥ অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া। রাখিলেক কিছু দিন অচলা করিয়া॥ ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন। স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥ শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে। জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥ ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম। তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥ ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়। কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥ হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে। কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোক কূপে॥ আমার স্বামিরে লয়ে মানুষ করিয়া। আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥ স্বামিহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া। এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥ আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার। সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥ বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়। সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥ শিব

যদি যান কভু কুটনীর বাড়ী। ভাবহ আপনি কত কয় তাড়া তাড়ি॥ পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।. অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥ ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি। তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি॥ ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য। হোকমেনে জানা গেল বিবেচনা শূন্য॥ এই রূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভৎসনে। কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে॥ জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়। ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায়॥ ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে। তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥ যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা। বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা॥ আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত। তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত॥ ধূনী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া। তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥ শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ। এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥ মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া। সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥ ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে। বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে॥ শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি। লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥ বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া। আজ্ঞাবহ সোহাগীর

সোহাগ করিয়া॥ অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল। চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥ ঝড় করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে। নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥ কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার। ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥ সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে। যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥ দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা। কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥ ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল। ভবানন্দ মজুমদার যেমতে জন্মিল॥ কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে। কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি সোমবারের রাত্রি পালা।

নলকূবরে শাপ।

কুবেরের সুত, রূপ গুণযুত, বিখ্যাত নলকূবর। তাহার কামিনী, চন্দ্রিণী পদ্মিনী, দুঁহে প্রেম অতিতর॥ চৈত্র মধু মাস, বসন্ত প্রকাশ, তরুলতা সুশোভিত। কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, সৌরভে বিশ্ব মোহিত॥ কুঞ্জবনে গিয়া, রমণী লইয়া, বিহরে নলকূবর। রমণী সঙ্গেতে, বিহরে রঙ্গেতে, আর যত সহচর॥ শুক্ল অষ্টমীতে, ভুবন ভ্রমিতে, পূজা লই-

বার মনে। অন্নদা জননী, চলিলা আপনি, লয়ে সহ-
চরীগণে॥ যাইতে যাইতে, পাইলা দেখিতে, নল-
কূবরের খেলা। দেখি বনশোভা, মন হৈল লোভা,
কৌতুক দেখিতে গেলা॥ নৃত্য বাদ্য গীত, গন্ধে
আমোদিত, নানা ভজ্য আয়োজন। নির্ম্মল চন্দ্রিকা,
প্রফুল্ল মল্লিকা, শীতল মন্দ পবন॥ কহেন অভয়া,
দেখ লো বিজয়া, কে বুঝি পূজে আমারে। এ কৈল
যেমন, না দেখি এমন, এই সে ধন্য সংসারে॥ হাসি
জয়া কহে, ও মা এ সে নহে, এ ত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে, কারে বা ও মানে, উহারে আঁ-
টয়ে কেটা॥ ধনমত্ত অতি, লইয়া যুবতী, ও করে
কামবিহার। পূজিছে তোমারে, বল কি বিচারে,
কি কব আমি ইহার॥ ধনমত্ত যেই, সে কি সেবা
দেই, আপনি না জান কিবা। নিকট হইয়া, জিজ্ঞা-
সহ গিয়া, এখনি মর্ম্ম পাইবা॥ পুরুষ আকারে, যাহ
ছলিবারে, না যাইও নারীর বেশে। মত্ত মধুপানে,
বিদ্ধ কামবাণে, লজ্জা দেই পাছে শেষে॥ শুম্ভ নিশু-
ম্ভেরে, বধ করিবারে, মোহিনী হইয়াছিলে। গৃহিণী
করিতে, আইল লইতে, গো সবারে লাজ দিলে॥
জয়ার বচনে, হাসি মনেমনে, আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে, কৌতুক অশেষে, নিকটেতে উত্ত-
রিলা॥ কহেন ব্রাহ্মণ, শুন হে সুজন, কেমন বুদ্ধি

তোমার। পণ্ডিত হইয়া, পর্ব্ব না মানিয়া, করিছ রতি বিহার ॥ এই যে অষ্টমী, পুণ্যদা এ ভূমী, অন্নদার ব্রততিথি। ইহাতে অন্নদা, অবশ্য বরদা, তাঁহারে কর অতিথি ॥ এই দিব্য স্থল, এ দ্রব্য সকল, অন্নদা-পূজার যোগ্য। না পূজি তাঁহারে, যুবতীবিহারে, কেন কর প্রেতভোগ্য ॥ এমন শুনিয়া, হাসিয়া ঢুলিয়া, ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে। মাথা হেলাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, জড়িম যুক্ত বচনে ॥ অতিমত্ত মদে, না গণে আপদে, কহে কুবেরের বেটা। এ নব বয়সে, ছাড়িয়া এ রসে, কার পূজা করে কেটা ॥ এ সুখ যামিনী, এ নব কামিনী, এ আমি নবযুবক। এ রস ছাড়িয়া, পূজায় বসিয়া, ধ্যানে রব যেন বক ॥ জানি অন্নদারে, সে জানে আমারে, কি হবে পূজিলে তারে। অন্নদা যেমন, কতেক তেমন, আছয়ে মোর ভাণ্ডারে ॥ শঙ্কর ভিখারী, সে ত তারি নারী, আমি মর্ম্ম জানি তার। বাপার ভাণ্ডারে, অন্ন চাহিবারে, দিনে আসে তিন বার ॥ কি বলে বামণ, অরে চরগণ, বধ রে ইহার প্রাণ। এমন শুনিয়া, সক্রোধ হইয়া, দৈবী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ হুঙ্কার ছাড়িয়া, জয়ারে ডাকিয়া, বিজয়ারে দিলা পান। ডাকিনীযোগিনী শাঁখিনী পেত্নিনী, যুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥ ভাঙ্গি কুঞ্জবনে, বধি যক্ষগণে, নলকূবরেরে ধরে। রমণী

সঙ্গেতে, বান্ধিয়া রঙ্গেতে, দিল অন্নদা গোচরে॥ অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া, শাপ দিলা তিন জনে। মর্ত্ত্যলোকে যাও, নর দেহ পাও, রায় গুণাকর ভণে॥

নলকুবরের প্রাণত্যাগ।

কান্দে নলকুবর দুঃখিত। চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত॥ না জানিয়া করিয়াছি দোষ। দয়াময়ি দূর কর রোষ॥ কেন দিলা নিদারুণ শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ॥ শাস্তি দিবা যদি মনে আছে। সঁপে দেহ শমনের কাছে॥ কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব। তথাপি ভূতলে না যাইব॥ ভূমে কলি বড় বলবান্। নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥ পাতকি লোকের মাঝে গিয়া। পড়িব পাপ বাড়াইয়া॥ ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া। মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া॥ ভয় নাহি ও নলকুবর। চল তুমি অবনী ভিতর॥ অন্নদার হবে ব্রতদাস। ব্রতকথা করিবে প্রকাশ॥ পুনরপি এখানে আসিবে। কলি তোমা ছুঁতে না পারিবে॥ অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে। আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে॥ কান্দি কহে কুবেরের বেটা। এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা॥ অধম নরের ঘরে যাব। কোন গুণে অন্নদারে পাব॥ ব্যস্ত হব উদর ভরণে। কি জানিব ভজন পূজনে॥ সন্তান কেমন মেনে হবে। তাহে কি দেবীর দয়া

রবে ॥ অন্নপূর্ণা কহেন আপনি। ভয় নাহি চল রে অবনী ॥ জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে। মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে ॥ আপনি তোমার ঘরে যাব। বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব ॥ তোমার সন্তানে রাজা হবে। তাহাতে আমার দয়া রবে ॥ এত শুনি কুবেরনন্দন। জায়া সহ ত্যজিল জীবন। অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়্যে। অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়্যে ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়। রচিল ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভরানন্দের জন্মবৃত্তান্ত।

অভয়া দয়া কর আমারে গো। বিপাকে ডাকি তোমারে গো ॥

দানবদমনী, শমনশমনী, ভবানী ভবসংসারে গো। সঙ্কটতারিণী, লজ্জানিবারিণী, তোমা বিনা কব কারে গো ॥ জঠরযন্ত্রণা, যমের মন্ত্রণা, কত সব বারে বারে গো। দয়াদৃষ্টে চাহ, ত্বরায় তরাহ, ভারতেরে ভবভারে গো ॥ ধু ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়্যে। উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে ॥ ধন্য ধন্য পরগনা বাগুয়ান নাম। গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥ তাহার পশ্চিম পারে বড় গাছি গ্রাম। যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম ॥ রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে। এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে ॥ তাহে

রাম সমদ্দার নাম এক জন। শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥ সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী। ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥ রতি-রনে সেই সতী পতিরে তুষিলা। নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ব্ভে দিলা॥ শুভক্ষণে নলকূবরের গর্ব্ভে বাস। এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥ ভূমিষ্ঠ হইল নল-কূবর স্বচ্ছন্দে। ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥ লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়। বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায়॥ চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে। জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥ চন্দ্র-মুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার। বিবাহ করিলা ভবা-নন্দ মজুন্দার॥ চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে। গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥ পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত। সুয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥ নানারসে মজুন্দার দুঁহে অভিলাষী। সাধী মাধী নামে দুঁহে দিলা দুই দাসী॥ ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি। আসিবেন ভবানন্দ মজু-ন্দার বাড়ী॥ গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা। দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥ এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে। তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥ মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে। জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥ অন্ন-

পূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে। ক্রোধভরে হরি-হোড় যাহ যাহ বলে॥ এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়্যে করে। চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥ স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে। বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে॥ জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল। অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥ চারি দিগে বন্ধুগণ করে হায় হায়। দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায়॥ সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়্যে। স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়্যে॥ অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত। রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

কে জানিবে তারানাম মহিমা গো। ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥

আগম নিগমে, পুরাণ নিয়মে, শিব দিতে নারে সীমা গো। ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ ধাম নাম, শিবের সেই সে অণিমা গো॥ নিলে তারা নাম, তরে পরিণামে, নাশে কলির কালিমা গো। ভারত কাতর, কহে নিরন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো॥ ধু॥

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে। পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥ সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী। ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর

শুনি ।। ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী। একা দেখি কুলবধ কে বট আপনি॥ পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার। ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার॥ ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥ বিশেষণে সবিশেষ কহি-বারে পারি। জানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী॥ গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত। পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥ পিতামহ দিলা মোরে অন্ন-পূর্ণা নাম। অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥ অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।। কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবন স্বরূপা সে স্বামির শিরোমণি॥ ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥ অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥ পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥ শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল। দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥ যার নামে পার করে ভব পারা-বার। ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥ বসিল নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ। কিবা শোভা

নদীতে ফুটিল কোকনদ॥ পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়্যে। পায়ে ধরি কিজানি কুমীরে যাবে লয়্যে॥ ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল। আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥ পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন। সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥ পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে। রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥ বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়। হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥ সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে। তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥ সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥ সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়। এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥ তটে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা। পূর্ব্বমুখে সুখে গজ গমনে চলিলা॥ সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী। পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥ সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল। দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥ হের দেখ সেঁউতীতে থুয়ে ছিলা পদ। কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ॥ ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়। দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥ তপঃ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর। তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে

তোমার ॥ যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়। সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥ ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া। কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥ আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে। চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥ কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে। ছাড়িলাম তার বাড়ী কোন্দলের ত্রাসে॥ ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব। বর মাগ মনোনীত, যাহা চাহ দিব॥ প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥ তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান। দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥ বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়। পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥ সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল। ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥ তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়। সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥ আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি। দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি॥ গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান। কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥ পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা। হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥ এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে। তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥ আকাশবাণীতে

দয়া জানি অন্নদার। দণ্ডবত্ হৈল ভবানন্দ মজু-ন্দার ॥ অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা কত কব তার। নানা-মতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥ করুণাকটাক্ষে চায় উত্তর উত্তর। সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥ ইতঃ পর কহে শুন রায় গুণাকর। প্রতাপ আদিত্য মানসিংহের সমর ॥

অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত।

বিদ্যাসুন্দর।

নবদ্বীপাধিপতি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতি অগ্রে

মহাকবি

ভারতচন্দ্র রায়

কর্ত্তৃক বিরচিত।

অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য পূর্ব্বক মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

১২৬৪।

বিদ্যাসুন্দর।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ। নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥ বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী। ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি, যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী॥ তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্তরায়, রাজা তারে সবংশে কাটিল। তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥ ক্রোধ হৈল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়, রাজা মানসিংহে পাঠাইলা। বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে রঙ্গে, মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥ কেবল যমের দূত, সঙ্গে যত রজপূত, নানা-জাতি মোগল পাঠান। নদী বন এড়াইয়া, নানা দেশ বেড়াইয়া, উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥ দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুন্দারে, হইয়াছে কানগোই

ভার। দেখা হেতু দ্রুত হয়্যে, নানা দ্রব্য ডালী লয়্যে, বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥ মানসিংহ বাঙ্গালার, যত যত সমাচার, মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে। দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা, প্রসঙ্গতঃ শুনিলা সেখানে॥ গজপৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া, মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল। বিবরিয়া মজুন্দার, বিশেষ কহেন তার, যেইরূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

বিদ্যা সুন্দরের কথা আরম্ভ।

শুন রাজা সাবধানে, পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে, বীরসিংহ নামে নরপতি। বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা, আছিল পরম ধন্যা, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥ প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই, পতি হবে সেই সে তাহার। রাজপুত্রগণ তায়, আসিয়া হারিয়া যায়, রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥ শেষে শুনি সবিশেষ, কাঞ্চীনামে আছে দেশ, তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়। সুন্দর তাঁহার সুত, বড় রূপগুণযুত, বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥ বীরসিংহ তার পাট, পাঠাইয়া দিল ভাট, লিখিয়া এ সব সমাচার। সেই দেশে ভাট গিয়া, নিবেদিল পত্র দিয়া, আসিতে বাসনা হৈল তার। সুন্দর মগন হয়্যে, ভাটেরে বিরলে লয়্যে, জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ। ভাট বলে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়, তবু নহে কহিতে নিপুণ॥ বিধি চক্ষু

দিল যারে, সে যদি না দেখে তারে, তাহার লোচনে কিবা ফল। সে বিদ্যার পতি হও, বিদ্যাপতি নাম লও, শুনিয়া সুন্দরে কুতূহল॥ চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি, দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়। তাঁর সভাসদ্‌বর, কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

সুন্দরের বর্দ্ধমানযাত্রা।

প্রাণ কেমন রে করে। না দেখি তাহারে। যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ ধ্রু।

ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথলিল সুন্দরের সুখ পারাবার॥ বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ। বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥ হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব। কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥ কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥ প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে। খেয়ার তনুর তরি প্রবাস সাগরে॥ যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন। মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন॥ একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥ যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু। মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু॥ হইল আকাশবাণী বুঝে অনুভবে। চল বাছা বর্দ্ধমান

বিদ্যালাভ হবে॥ আকাশবাণীতে হাতে পাইল আঁকাশ। সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস॥ আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ। আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥ বিলাতী খেলাতপরে জর-কশী চীরা। মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥ গলে দোলে ধুকধুকী করে ধক্‌ধক্‌। মণিময় আভরণ করে চক্‌মক্‌॥ খড়্‌গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর। পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পিঞ্জর॥ রত্নভরা খুঙ্গী পুথি ঘোড়ার হানায়। জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়॥ অতসীকুসুমশ্যামা স্মরি সকৌতুক। দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥ অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল। চলিল কুমার যেন কুমার অটল॥ তীর তারা উল্‌কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা। বেগ শিখি-বারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥ এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর। কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার॥ বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাতে। কথার দোসর মাত্র শুক পক্ষী হাতে॥ কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ। ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥ জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান। রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান, ধন্য
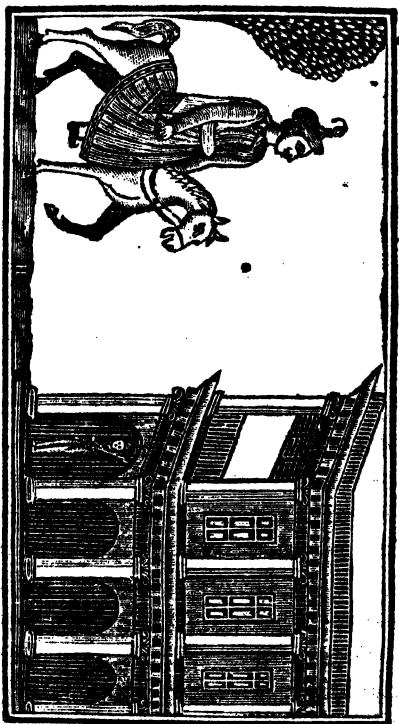
সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

গৌড় যে দেশে এ দেশ। রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর, ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥ চৌদিকে সহরপনা, দ্বারে চৌকী কত জনা, মুরুচা বুরুজ শিলাময়। কামানের হুড়হুড়ি, বন্দুকের দুড়দুড়ি, সলখে বাণের গড় হয়॥ বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল, নৌবত ঝাঁঝের রোল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি। তীর গুলি শনশনি, গজঘণ্টা ঠনঠনি, ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি॥ ঢালী খেলে উড়াপাকে, ফন হান হান হাঁকে, রায়বেঁশে লোফে রায়বাঁশ। মল্লগণ মালসাটে, ফুটি হেন মাটী ফাটে, দূরে হৈতে শুনিতে তরাস॥ নদী জিনি গড়খানা, দ্বারে হাবসীর থানা, বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা। দয়া সর্ব্বমঙ্গলার, লঙ্ঘিতে শকতি কার, সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥ যাইতে প্রথম থানা, জিজ্ঞাসে করিয়া মানা, কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও। কি জাতি কি নাম ধর, কোন ব্যবসায় কর, না কহিলে যাইতে না পাও॥ সুন্দর বলেন ভাই, আমি বিদ্যাব্যবসায়ী, দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম। এসেছি বিদ্যার আসে, যাইব রাজার পাশে, সুকবি সুন্দর মোর নাম। দ্বারী কহে এ কি হয়, পড়ুয়ার বেশ নয়, খুঙ্গী পুথি ধুতী ধরে তারা। ঘোড়াচড়া জোড়া অঙ্গে, পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে, চোর কিম্বা হবা হরকরা॥ নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে,

রায় বলে বটি বিদ্যাচোর। খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে, দেখায়ে কহেন রঙ্গে, তুষ্ট হৈনু রুষ্ট বাক্যে তোর ॥ বিনয়ে দুয়ারী কয়, শুন শুন মহাশয়, বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট। ঘোড়াচড়া জোড়াপরা, বিদেশী হেতের ধরা, ছাড়ি দিলে আমি হব নট ॥ ঠক ভরা দরবার, ছলে লয় ঘর দ্বার, খুর ধার ছুঁতে কাটে মাছি ॥ চাকরির মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই, বিষ-কৃমি সম হয়্যে আছি ॥ সুন্দর কহেন ভাই, ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই, খুঙ্গী পুথি ধুতী পাখি লয়ে। তবে নাকি ছাড় দ্বারি, দ্বারী কহে তবে পারি, জমাদ্দার বখশীরে কয়্যে ॥ শিরোপা স্বরূপে রায়, পেসকোস দিলা তায়, ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার। দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার, থানায় হইয়া পার, প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥ ভূরিশিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়, মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে। ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গল সার, কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

গড়বর্ণন।

গুণসাগর নাগর রায়। নগর দেখিয়া যায় ॥ রূপের নাগর, গুণের সাগর, অগুরুচন্দন গায় ॥ বেণী বিননিয়া, চূড়া চিকনিয়া, হেলয়ে মলয় বায় ॥ মৃদু মধু হাসি, বাজাইছে বাঁশী, কোকিলবিকল তায়। ভু-রুর ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে, ভারতে ফিরিয়া চায় ॥ ধু।

দ্বারিরে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র। পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্ম বস্ত্র॥ বাম কক্ষে খুঙ্গী পুঁথি ডানি করে শুক। ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক॥ প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস। ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥ দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী। সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥ দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান। সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥ তুরকী আরবী পড়ে ফারশী মিশালে। ইলিমিলি জপে সদা ছিলিগিলি মালে॥ তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল। অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥ চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজঃপূত। রাজার পালঙ্গ রাখে যুদ্ধে মজবুত॥ পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত। ভাঁট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥ ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা। আঁটা আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥ সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন। লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন॥ পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে। অবধান হৌক বলি নমস্কার করে॥ এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া। প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া॥ সমুখে দেখেন চক চাঁন্দনী সুন্দর। নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥ চকের মাঝেতে কোতোয়ালি চবুতরা। ফাটকে আট-

ক যত বাজে দায় ধরা॥ ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার। বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥ বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম। যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম॥ ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পট পটি। চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥ কেহবা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়। কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥ কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া। দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥ ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি। ঠেকিবা যখন সুখ জানিবা তখনি॥

পুরবর্ণন।

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে। অধরে মধুর হাসি বাঁশিটী বাজাও হে॥

নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু, পীত ধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে। নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর, মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥ নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে॥ তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও, ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে। ধু॥

চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা। দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥ চৌদিকে সহর

মাঝে মহল রাজার। আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥ থানে বান্ধা মত্তহাতী হলকে হলকে। শুড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥ ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী। হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী॥ উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে। পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥ ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন। ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥ ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টা রব। শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥ বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ। চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥ কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি। বেণে মণি গন্ধ সোণা কাসাঁরি শাঁখারি॥ গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার। নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥ আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক। যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক॥ সেকরা ছুতার হুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী। চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥ কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র। কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজীকর॥ বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক। ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥ দেখিয়া নগরশোভা বাখানে সুন্দর। সমুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥ সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি। অবধূত জটা

ভস্মধারী সারি সারি ॥ চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন। গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন ॥ টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়। নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায়॥ শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ। ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥ ডাহুকা ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন। সারস সারসী রাজহংস আদি গণ॥ পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশি দিশি জাগে। ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥ ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী। কামদেব দিল বৰ্দ্ধমান নাম খানি ॥ দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস। স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ জলেতে নিবায় জ্বালা সৰ্ব্বলোকে কয়। এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয়॥ স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা। স্নান করি শিবশিবাচরণ পূজিলা॥ সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে। আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে॥ করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ। এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ॥ আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে। দ্বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে॥ হেন কালে নগরিয়া অনেক নাগরী। স্নান করিবারে আইল সঙ্গে সহচরী॥ সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া। ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কসিয়া॥

এ কি মনোহর, পরম সুন্দর, নাগর বকুল মূলে। মোহনিয়া ছাঁদে, চাঁদ পড়ে ফাঁদে, রতি রতি-পতি ভুলে॥ ধু॥

দেখিয়া সুন্দর, রূপ মনোহর, স্মরে জরজর, যত রমণী। কবরী ভূষণ, কাঁচলী কষণ, কটির বসন, খসে অমনি॥ চলিতে না পারে, দেখাইয়া ঠারে, এ বলে উহারে, দেখ লো সই। মদনজ্বালায়, মরম গলায়, বকুল তলায়, বসিয়া অই॥ আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে। যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া, যাই পলাইয়া, সাগরপারে॥ কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নব রতন, ভুবন মাঝে। বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া, হারে মিলাইয়া, পরিলে সাজে॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপাফুলময়, খোপায় রাখি। হলদী জিনিয়া, তনু চিকনিয়া, স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি॥ ধিক বিধাতায়, হেন যুবরায়, না দিল আমায়, দিবেক কারে। এই চিতগামী, হবে যার স্বামী, দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে॥ ঘরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার, মিছার সংসার, ভাতার জরা। সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী, বিষের ভরা॥ সেই ভাগ্যবতী, এই যার পতি, সুখে ভুঞ্জে রতি, মন আবেশে। এ মুখ চুম্বন, করয়ে যখন, না জানি তখন

কি করে শেষে ॥ রতি মহোৎসবে, এ করপল্লবে, কুচ ঘট যবে, শোভিত হবে। কেমন করিয়া, ধৈরজ ধরিয়া, গুমানে মরিয়া গুমান রবে॥ হেন লয় চিতে, রতি বিপরীতে, সাধিতে পাড়িতে, ভর না সহে। সুজনে মিলিত, সুজনে রচিত, এই সে উচিত, ভারত কহে॥

সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ।

এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে। হেন মনে সাদ করি তুলে পরি গলে॥

মোহন চিকনকালা, নানা ফুলে বনমালা, কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে॥ বরণ কালিম ছাঁদে, বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে, তড়িত লুঠায় পায় ধড়ার আঁচলে॥ কস্তুরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি, অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে॥ ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরজ ধরিতে নারে, রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে॥ ধু॥

এইরূপে রামাগণ কহে পরস্পর। স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর॥ আন ছলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া। পিঞ্জরের পাখিমত বেড়ায় ঘুরিয়া॥ বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে। শুক সঙ্গে শাস্ত্র কথা কহে কুতূহলে॥ সূর্য্য যায় অস্তগিরি আ-

সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ

ইসে যামিনী। হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥ কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥ গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে। কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥ চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী। ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥ আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে। এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥ ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি। চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়। পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥ মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া। তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া॥ হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি। কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি॥ কামের শরীর নাহি রতিছাড়া নহে॥ তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥ এদেশী না হবে দেখি বিদেশির প্রায়॥ কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিল মায়॥ খুঙ্গি পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে। বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥ কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা। কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥ সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসায়ী। এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥ ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা। ভাল ঠাঁই

পাই যদি তবে করি বাসা ॥ মালিনী বলিছে আমি দুঃখিনী মালিনী। বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥ নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই। ভাল বাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই ॥ কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়। আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়। রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ। ইহা হৈতে বিদ্যার শুনিব সবিশেষ ॥ শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার। বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥ কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত। দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥ মাসি বলি সম্বোধন আমি করি আগে। নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে ॥ রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী। আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী ॥ মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর। তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর ॥ ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা। চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা ॥

সুন্দরের মালিনী বাটী প্রবেশ।

দুর্গা বলি সকৌতুকে, লয়ো খুঙ্গী পুথি শুকে, মালিনীর বাড়ী গেলা কবি। চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গলি কুচা, পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি ॥ নানাজাতি ফুটে ফুল, উড়ি বৈসে অলিকুল, কুহু কুহু কুহরে কোকিল। অন্দ মন্দ সমীরণ, রসায় ঋষির

মন, বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥ দেখি তুষ্ট কবি রায় বাড়ীর ভিতরে যায়, রহিলা দক্ষিণ দ্বারি' ঘরে। মালিনী হরিষ মন, আনি নানা আয়োজন, অতিথি উচিত সেবা করে॥ নানা উপহারে রায়, রন্ধন করিয়া খায়, নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী। শীতল মলয় বায়, কোকিল ললিত গায়, উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি ॥ নিকটেতে দামোদর, স্নান করি কবীশ্বর, বাসে আসি বসিলা পূজায়। তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজাইয়া সাজি ডালা, মালিনী রাজার বাড়ী যায়॥ রাজা রাণী সম্ভাষিয়া, বিদ্যারে কুসুম দিয়া, মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে। সুন্দর বলেন মাসী, নাহি মোর দাস দাসী, বল হাট বাজার কে করে॥ মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু, আমি হাট বাজার করিব। কড়ী কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন, কৈও মোরে তখনি আনিব॥ কড়ী ফট্‌কা চিড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়ীতে বাঘের দুধ মিলে। কড়ীতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া, কুলবধূ ভুলে কড়ী দিলে। এ তোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা, আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ, কামের কামিনী আনি ছলে॥ রায় বলে তুমি মাসী, হীরা বলে আমি দাসী, মাসী বল আপনার গুণে; হরি কাল হরিবারে,

মা বলিলা যশোদারে, পুরাণে পুরাণ লোকে শুনে॥ শুনি তুষ্ট কবি রায়, দশ টাকা দিলা তায়, দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ। টাকা পেয়ে মুটাভরা, হীরা পর-ধনহরা, বুঝিল এ মেনে আজবোজ॥ সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি, রাঙ্গ তামা বারি করি, হাটে যায় বেসাতির তরে। চলে দিয়া হাত নাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া, দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥ ভাঙ্গাইয়া আড় কাট, এমনি লাগায় ঠাট, বলে শালা আলা টাকা মোর। যদি দেখে আঁটা আঁটি, কান্দিয়া তিতায় মাটী, সাধু হয়্যে বেণে হয় চোর॥ রাঙ্গ তামা মেকী মেলে, রাশিতে মিশায়ে ফেলে. বলে বেটা নিলি বদলিয়া। কান্দি কহে কোটালেরে, বাণিয়ারে ফেলে ফেরে, কড়ী লয় দুহাতে গণিয়া॥ দর করে এক মূলে, জুঁখে লয় দুনা তুলে, ঝকড়ায় ঝড়ের আকার। পণে বুড়ি নিরূপণ, কাহনেতে চারি পণ, টাকাটায় শিকার স্বীকার॥ এরূপে করিয়া হাট, ঘরে গিয়া আর নাট, বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা। সুন্দর গুলান বোজা, তবু নহে মুখ সোজা, যাবত না চোকে লেখা-জোখা॥ দিয়াছে যে কড়ী যার, দ্বিগুণ শুনায় তার, সুন্দর রাখিতে নারে হাসি। ভারত হাসিয়া কয়, এই সে উচিত হয়, বুনিপোর উপযুক্ত মাসী।

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে। তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥

লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হৈল দায়, এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে। পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি, রসের পসরা গীত নাটে॥ তোমার কথায় টাকা, লয়ে গেনু জানি পাকা, তামা বলি ফিরে দিল সাটে। মুনশীর রাধা তায়, তুমি মোহ পাও যায়, ভারত কি করে সেই ঠাটে॥ ধ্রু॥

বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি। মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥ পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা। যটী টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা॥ যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। এ টাকা মাসীরে কেন মাসী ভোর পায়॥ তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥ সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥ আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥ কত কষ্টে ঘৃত পানু সারাহাট ফিরা। যে টি কয় সে টি লয় নাহি লয় ফিরা॥ দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান। আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥ অবাক হইনু

হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক॥ দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে। আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥ আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি। নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥ খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে। শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে॥ লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী। শেষে পাছে বল মাসী খোয়াইল খড়ী॥ মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥ শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন।

বাজার বেসাতি করি মালিনী আনিল। রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥ মাসি মাসি বলি ডাক দিলা মালিনীরে। ভোজনের পরে হীরা আইল ধীরে ধীরে॥ শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে। রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥ নিত্য নিত্য যাও মাসি রাজদরবার। কহ শুনি রাজার বাড়ীর সমাচার॥ রাজার বয়স কত রাণী কয় জন। কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন॥ হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি। পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥ বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে। আমার মাথার

কিরা চাতুরী না করে ॥ রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে। ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে ॥ শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর। গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর॥ সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়। এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয় ॥ শীহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়। অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥ বাপধন বাছা রে বালাই যা(উ)ক দূর। দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥ কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে। এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥ এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির। রাজার সকল জানি অন্দর বাহির ॥ অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী। পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি। এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার। তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥ লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়। দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয় ॥ দেখিতে কহিতে তবু পারে কি না পারে। যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে ॥ অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর। শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

বিদ্যার রূপবর্ণন।

নবনাগরী নাগরমোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥

শারদ পার্ব্বণ, শীধুধরানন, পঙ্কজকানন মোদি-

নী। কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জন গঞ্জিনী॥ কোকিলনাদিনী, গীঃপরিবাদিনী, হ্রীপরিবাদবিধায়িনী। ভারত মানস, মানস সারস, রাস বিনোদ বিনোদিনী॥ ধু॥

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥ কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদ নখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥ কিছারু মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥ কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে॥ কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটি২ কালকূট কম॥ কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার॥ দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া। ভয়ে বিধি তার মুখে থুলা লুকাইয়া॥ পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়িছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥ কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥ নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥ কত সরু ডমরু কেশরি মধ্যখান। হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ॥ কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক যে আঁখি ধরে

বিদ্যার মাজায়॥ মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দে-খিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥ করি কর রামরম্ভা দেখি তার উরু। সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥ যে জন না দেখি-য়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ। অনলে পুড়িছে করি তারে দরশন॥ রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত্। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত্॥ বসন ভুষণ পরি যদি বেশ করে। রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥ ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কো-কিলারে॥ কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখেছি যেমন। গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥ সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়। যে জন বিচারে জিনে বরি-বেক তায়॥ দেশে২ এই কথা লয়ে গেল দূত। আ-সিয়া হারিয়া গেল কত রাজ সুত॥ ইথে বুঝি রূপ-সম নিরুপমা গুণে। আসে যায় রাজপুত্র যে যেখা-নে শুনে॥ সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ। ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥ বৎসর পনের ষোল হৈল বয়ঃক্রম। লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম॥ রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে। বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥ যদি কহ কহি রাজা

রাণীর সাক্ষাৎ। রায় বলে কেন মাসি বাড়াও উৎপাত॥ দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়। কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥ নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও। এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥ মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা। বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥ বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম। বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম॥ ভাল বলি হাস্য মুখে হীরা দিল সায়। গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥ বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে। ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধূমে॥ কৃষ্ণ চন্দ্র আজ্ঞায় ভারত চন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি মঙ্গলবারের দিবা পালা।

মাল্য রচনা।

কি এ মনোহর, দেখিতে সুন্দর, গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা। গাঁথে বিনা গুণে, শোভে নানা গুণে, কাম-মধু ব্রত পালিকা॥ ধু॥

মালিনী আনিল ফুলের ভার, আনন্দ নন্দন বনের সার, বিবিধ বন্ধন জানে কুমার, সহায় হইলা কালিকা॥ কুসুম আকর কিঙ্কর তায়, মলয় পবন গুণ যোগায়, ভ্রমর ভ্রমরী গুণগুণায়,

ভুলিবে ভূপতি বালিকা॥ পূজিতে গিরিশ গিরি-
বালা, বেল আমলকী পাতের মালা, নব রবি ছবি
জবা উজ্জালা, কমল কুমুদ মল্লিকা। বান্ধুলী শিউলী
মালতী জাতি, কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনার পাঁতি, গুলাব
সেউতী দেশী বিলাতি, আচু কুরচীর জালিকা॥
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা, চন্দ্র সূর্য্য মুখী অতি
শোভিতা, ভারত রচিল ফুল কবিতা, কবিতা রসের
শালিকা॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে। বনমালি
মেঘমালি কালিয়া রে॥ মোহন মালার ছাঁদে, রতি
কাম পড়ে ফাঁদে, বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়, মোহ করে
প্রেমমধু ঢালিয়া রে॥ নাসা তিলফুল পরে, অঙ্গুলি
চম্পক ধরে, নয়ন কমল কামে টালিয়া রে। দশন
কুন্দের দাপে, অধর বান্ধুলী চাপে, ভারত ভুলিল
ভাল ভালিয়া রে॥

ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি। অন্যের
অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি॥ পাত কৌটা মত কৌটা
কৈল কেয়াফুলে। সাজাইল থরে থরে মল্লিকা
বকুলে॥ তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুল ধনু॥ তার
পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু। গড়িয়া অপরাজিতা

থরে কৈল চুল। মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল॥ তিল ফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী। চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী॥ নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া। মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া। কনক চম্পক তনু সকল গড়িয়া। গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥ গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর। বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর॥ ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ। দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান॥ থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি। ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি॥ চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে। নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে॥

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দ জাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

লোকে যদি কোন লোক মন্দ জাতি হয়। বসুহেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥ করিসুত শুণ্ড সম উরু বর শোভা। রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥ লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার। দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ দুইবার॥ একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে। অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥ শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়। কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥ বেলা হৈল উচুর প্রচুর

ভয়মনে। ফুল লয়্যে গেল হীরা রাজার ভবনে॥ নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে। সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥ বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে। ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে॥

মালিনীকে তিরস্কার।

শুন লো মালিনি কি তোর রীতি। কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥ এত বেলা হৈল পূজা না করি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রাঁড় হয়্যে যেন ষাঁড়ের নাট॥ রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম। এত ক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥ দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥ কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে কহিয়া শিখাব কালি॥ হীরা থর২ কাঁপিছে ডরে। ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥ কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥ চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাযে কি আমার হেলা॥ বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ॥ ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা হৈল ঘুচিল ভ্রম॥ বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। অন্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।

এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল। কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল। হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥ নহে ক্ষীণ মাজা কুচকঠোর। কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর॥ ছাড় আইবলা জানি সকল। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥ কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥ বিদ্যা খোলে কৌটা কন্দ ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল॥ শীহরিল ধনী দেখিয়া কল। শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল॥ ডগমগ তনু রসের ভরে। ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে॥

মালিনীকে বিনয়।

কহ ও লো হীরা, তোরে মোর কিরা, বিকল করিলি কলে। গড়িল যে জন, সে জন কেমন, বিশেষ কহনা ছলে॥ হীরা কহে শুন, কেনপুনঃ২, হান সোহাগেরশূল। কহিয়া কি ফল, বুঝিনু সকল, আপন বুদ্ধির ভুল॥ এ রূপ তোমার, যৌবনের ভার, অদ্যাপি না হৈল বিয়া। কোথা পাব বর, ভাবি নিরন্তর, বিদরে আমার হিয়া॥ যে জিনে বিচারে, বরিবে তাহারে, কোন্ মেয়ে হেন কহে। যে তোমা হারাবে, তারে কবে পাবে, যৌবন তাহে কি রহে॥ যৌবনে রমণ, নহিল

ঘটন, বুড়াইলে পাবে ভালে। নিদাঘ জ্বালায়, তরু জ্বলে যায়, কি করে বরিষাকালে ॥ দেখিয়া তোমায়, এই ভাবনায়, নাহি রুচে অন্ন জল। পাইয়া সুজন, রাজার নন্দন, রাখিনু করিয়া ছল ॥ কাঞ্চীপুর ধাম, গুণসিন্ধু নাম, মহারাজ রাজেশ্বর। তাঁহার তনয়, ভুবন বিজয়, সুকবি নাম সুন্দর ॥ বঞ্চি বাপ মায়, একেলা বেড়ায়, করিয়া দিগ্বিজয়। পথে দেখা পেয়ে, রেখেছি ভুলায়ে, স্নেহে মাসী মাসী কয় ॥ অশেষ প্রকারে, কহিনু তাহারে, তোমার পণের মর্ম্ম। শুনিয়া হাসিল, ইঙ্গিতে ভাষিল, নারীজিনা কোন কর্ম্ম ॥ বুঝিতে তোমার, আচার বিচার, সে কৈল এ ফুলখেলা। নিজ পরিচয়, শ্লোক চিত্রময়, লিখিতে বাড়িল বেলা ॥ তোমার লাগিয়া, নাগর রাখিয়া, গালি লাভ হৈল মোর। যাহার লাগিয়া, চুরিকরে গিয়া, সেইজন কহে চোর ॥ হীরা এতবলি, ছলে যায় চলি, আঁচলে ধরিল ধনী। মাথার কিরায়, হীরায় ফিরায়, মণি ধরে যেন ফণী ॥ থাক বঁধু লয়ে, এই কথা কয়ে, অপরাধ হৈল মোর। কৈতে পারি যেই, কহিয়াছি তেঁই, আমি লো নাতিনী তোর ॥ কামানল জ্বেলে, যেতে চাহ টেলে, নাতিনী খাতিনী বুড়ী। কেমনে পা চলে, মা ভাল মা বলে, বাপার ভাল শাশুড়ী ॥ এস বৈস এয়ো, ছোঁক মেনে যেয়ো, বল সে কেমন জন। কি কথা কহিলে, কি

ফেরে ফেলিলে, উড়ু২ করে মনঃ॥ দেখিয়া কাতরা, হীরা মনোহরা, কহিছে কাণের কাছে। রূপের নাগর, গুণের সাগর, আর কি তেমন আছে॥ বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষদ্ গোঁফের রেখা। বিকচ কমলে, যেন কুতূহলে, ভ্রমর পাঁতির দেখা॥ গৃধিনী গঞ্জিত, মুকুতারঞ্জিত, রতিপতি শ্রুতিমূলে। ফাঁস জড়াইয়া, গুণ গুড়াইয়া, থুলা ভুরু ধনু হুলে॥ অধরবিম্বুর, খাই-তে মধুর, চঞ্চল খঞ্জন আঁখি। মধ্যে দিয়া থাক, বাড়া-ইল নাক, মদনের শুকপাখী॥ আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, কামের কনক আশা। রসের আলয়, কপাট হৃদয়, ফণিমণি পরকাশা॥ যুবতীর মন, সফরীজীবন, নাভিসরোবর তার। ত্রিবলি বন্ধন, দেখয়ে যে জন, তার কি মোচন আর॥ দেখিয়া সে ঠাম, জীয়ে মোর কাম, এত যে হৈয়াছি বুড়া। মাসী বলে সেই, রক্ষা হেতু এই, ভারত রসের চূড়া॥

বিদ্যা সুন্দরের দর্শন।

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল। রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥

শীহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর, হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল। তেয়াগিয়া লোক লাজ, কুলের মাথায় বাজ, ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ো চলচল॥ রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,

চিত না ধৈরজ ধরে, পিক কল কল॥ দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গাপায়, ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল॥ ধু।

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে। কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে॥ অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি। হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি॥ যত গুলা এসেছিল করি মোর আশা। রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা॥ সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার। বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার॥ জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই। বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥ ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া। কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া॥ এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল। ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥ হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার। বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার॥ কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়। ভাবহ মালিনি আই তাহার উপায়॥ মোর বালাখানার সমুখে রথ আছে। দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥ তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার। সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার॥ পুষ্পময় রতি কাম দিয়াছিলা রায়। কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায়॥ কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী। রতি-

দানে ছলে তারে পাঠাইলা রতি॥ চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি। বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

সবিতা পদ্যাম্বুজানাং ভুবি তে নাদ্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

কবিতাকমলে রবি তুমি মহাশয়। নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥ লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তাঁর। দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার॥ তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে। অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥ এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়। বড় ভক্তি ভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥ পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর। দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ। দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥ সুগন্ধ সুগন্ধিমালা দেবীগলে দিতে। বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥ দেবীপ্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ। আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন। ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে। আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥ পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়। সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥ আকাশবাণীতে হাতে পাইল আকাশ। বুঝিলা কালিকা মোর পূরাইলা আশ। ওথায় মালিনী

গিয়া আপনার ঘরে। কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥ শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে। কহিল সঙ্কেত স্থান রথের নিকটে॥ এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়। রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥ আথিবিথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়। অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা দুঁহারে দেখায়॥ অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ। বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ। শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে। কে জানে সে জানাজানি সুজনে সুজনে॥ বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব। ঊর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদ বান্ধব॥ দুহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে। দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥ মনে মনে মনমালা বদল করিয়া। ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥ আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল। ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

সুন্দর সমাগমের পরামর্শ॥

প্রভাতে কুসুম লয়ে, হীরা গেল দ্রুত হয়ে, সুন্দর রহিল পথ চেয়ে। বিদ্যার পোহায় রাতি, ঐ কথা নানা জাতি, পুরুষের আটগুণ মেয়ে॥ হীরা বলে ঠাকুরাণি, কিবা কর কানাকানি, শুভ কর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল। আপনি সচেষ্ট হও, রাজারে রাণীরে কও, আন্ধার ঘরেতে কর আল॥ বিদ্যা বলে চুপ২,

যদি ইহা শুনে ভূপ, তবে বিয়া হয় কি না হয়। গুণসিন্ধু মহারাজ, তাঁর পুত্র হেন সাজ, বাপার না হইবে প্রত্যয়॥ তাঁহারে আনিতে ভাট, গিয়াছে তাঁহার পাট, তিনি এলে আসিত সে ভাট। লস্কর আসিত সঙ্গে, শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে, হাটেয় দুয়ারে কি কপাট॥ এমনি বুঝিলে বাপা, অমনি রহিবে চাপা, অন্য দেশে যাইবে কুমার। সব কর্ম্ম হবে নট, তুমিত সুবুদ্ধি বট, তবে বল কি হবে আমার॥ তেঁই বলি চুপে২, বিয়া হয় কোন রূপে, শেষে কালী যা করে তা হবে। হীরা কহে শীহরিয়া, লুকায়ে করিবে বিয়া, একি কথা ছাপাত না রবে॥ ঠক ফিরে পায়২, রাণী বাঘিনীর প্রায়, নরপতি প্রলয়ের কাল। কোতোয়াল ধূমকেতু, কেবল অনর্থ হেতু, তিলে-কেতে পাড়িবে জঞ্জাল॥ তোমার টুটিবে মান, মোর যাবে জাতি প্রাণ, দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে। সখীরা ঠেকিবে দায়, তুমি কি কহিবে মায়, ভাব দেখি কেমন ঘটিবে। দ্বারী আছে দ্বারে২, কেমনে আনিবে তারে, ভাবি কিছু না পাই উপায়। লোকে হবে জানাজানি, আমা লয়ে টানাটানি, মজাইবে পরের বাছায়॥ এই সহচরীগণ, এক ধিঙ্গী এক জন, উদ্দেশেতে করি নমস্কার। মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার, ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার॥

বিদ্যা বলে কেন হীরা, ইহা কহ ফিরা২, সখীগণে তোমার কি ভয়। মোর খায় মোর পরে, যাহা বলি তাহা করে, মোর মত ছাড়া কভু নয়॥ যত সখীগণ কয়, কেন হীরা কর ভয়, দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া। বিরহিণী ঠাকুরাণী, ঠাকুর মিলাবে আনি, কিবা সুখ ইহা হইতে বাড়া॥ কেবা দুই মাথা ধরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে, ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী। সলিল চন্দন চুয়া, কুসুম তাম্বূল গুয়া, যোগাইব এই মাত্র জানি॥ বিদ্যা বলে চল চল, বুঝাইয়া গিয়া বল, তিনি ভাবিবেন পথ তার। কালী ফুলাইবে যবে, ঘটনা হইবে তবে, নারীকেলে জলের সঞ্চার॥ কৈও কৈও কবিবরে, কোন রূপে মোর ঘরে, আসিতে পারেন যদি তিনি। তবে পণে আমি হারি হইব তাহার নারী, কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী॥ বেষ্টিত ভূপতি জাল, বর আইল শিশুপাল, পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্ট ছিল। রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন, শূন্য হৈতে নারায়ণ, হরিলেন তেঁই সে হইল। তেমনি আমার মন, তাঁহে চাহে অনুক্ষণ, ভয়করি বাপ ভাই মায়। রুক্মিনীর মত করি, হরি হয়ে লউন হরি, এই নিবেদন তাঁর পায়॥ এত বলি চারুশীলা, হীরারে বিদায় দিলা, হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল। রায় বলে একি কথা, কেমনে যাইব তথা, ভারতের ভাবনা হইল॥

সন্ধি খনন।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চা-মুণ্ডে। করকলিতাসি বরাভয় মুণ্ডে॥ লক্ লক্ রসনে, কড়মড় দশনে, রণভূমি খণ্ডিত সুররিপু মুণ্ডে॥ অট অট হাসে, কটমট ভাষে, নখর বিদা-রিত রিপু করি শুণ্ডে। লটপট কেশে, সুবিকট বেশে, হুত দনুজাহুতি মুখ শিখি কুণ্ডে॥ কলিমল মথনং, হরি গুণ কথনং, বিরচয় ভারত কবিবর তুণ্ডে॥ ধু॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া। যাইব বি-দ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥ কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে। পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে॥ আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়। কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায়॥ মনোনীত মা-লিনী যোগায় উপহার। পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার॥ কালের কামিনী কালী কপাল মালিকা। কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা॥ ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া। ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥ স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া। সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥ তাম্রপত্রে সন্ধি মন্ত্র বিশেষ লিখিয়া। শূন্য হৈতে সিঁধকাটি দিলা ফেলাইয়া॥ পূজা করি সিধকাঠি লইলেন

রায়। মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়॥ অরে২ কাঠি তোরে বিশাই গড়িল। সিঁধ কাটি বিঁধ কর কালিকা কহিল॥ আথর পাথর কাট কেটে ফেল হাড়। ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড়॥ বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে। মাটি কাটি পথ কর অনাদ্যার বরে॥ সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়। হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞায়॥ কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ। মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥ ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার। স্থলে২ মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥ সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল। অন্নদা মঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল॥

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি।

বিদ্যার নিবাস, যাইতে উল্লাস, সুন্দর সুন্দর সাজে। কি কহিব শোভা, রতি মনো লোভা, মদন মোহিত লাজে॥ চলিল সুন্দর, রূপ মনোহর, ধরিয়া বরের বেশ। নবীন নাগর, প্রেমের সাগর, রসিক রসের শেষ॥ উরু গুরু গুরু, হিয়া দুরু দুরু, কাঁপয়ে আবেশ রসে। ক্ষণে আগে যায়, ক্ষণে পাছে চায়, অবশ অঙ্গ অলসে॥ ক্ষণেক চমকে, ক্ষণেক থমকে, না জানি কি হবে গেলে। চোরের আচার, দেখিয়া আমার, না জানি কি খেলা খেলে॥ ওথায় সুন্দরী

লয়ে সহচরী, ভাবয়ে মন আকুল। করিয়া কেমন, আসিবে সে জন, ঘুচিবে দুঃখের শূল॥ দুয়ার যতেক, দুয়ারী ততেক, পাখি এড়াইতে নারে। আকাশ বিমানে, যদি কেহ আনে, কি জানি নারে কি পারে॥ কি করি বল না, আলো সুলোচনা, কেমনে আনিবে তারে। তারে না দেখিয়া, বিদরয়ে হিয়া, যে দুঃখ তা কব কারে॥ চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল, চন্দন আগুন কণা। কর্পূর তাম্বূল, লাগে যেন শূল, গীত নাট ঝনঝনা॥ ফুলের মালায়, সূঁচের জ্বালায়, তনু হৈল জর জর। মন্দ মন্দ বায়, বজ্জরের ঘায়, অঙ্গ কাঁপে থর থর॥ কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, কাণে হানে যেন তীর। যত অলঙ্কার, জ্বলন্ত অঙ্গার, পোড়ায় মোর শরীর॥ এনীল কাপড়, হানিছে কামড়, যেমন কাল সাপিনী। শয্যা হৈল শাল, সজ্জা হৈল কাল, কেমনে জীবে পাপিনী॥ রজনী বাড়িছে, যে পোড়া পুড়িছে, কি ছার বিছার জ্বালা। বৎসর তি- লেকে, প্রলয় পলকে, কেমনে বাঁচিবে বালা॥ ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়, ক্ষণেক সখীর কোলে। ক্ষণে মোহ যায়, সখীরা জাগায়, বঁধু এল এই বোলে॥ এরূপে কামিনী, কাটিছে যামিনী, সুন্দর হেন সময়। সুড়ঙ্গ হুইতে, উঠিলা ত্বরিতে, ভূমিতে চাঁদ উদয়। দেখি সখীগণ, চমকিত মন,

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিত।

বিদ্যার হইল ভয়। হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়॥ একি লো একি লো, একি একি দেখি লো, এ চাহে উহার পানে। দেব কি দানব, নাগ কি মানব, কেমনে এল এখানে॥ কপাট না নড়ে, গুঁড়াটি না পড়ে, কেমনে আইল নর। ভারত বুঝায়, না চিন ইহায়, সুন্দর বিদ্যার বর॥

সুন্দরের পরিচয়।

এ কি দেখি অপরূপ। দেখ লো সই। ভুবনমোহন রূপ॥

কোন পথ দিয়া, কেমন করিয়া, আইল নাগর ভূপ॥ এ জন যেমন, না দেখি এমন, মদনমোহন কূপ॥ থাকে সব ঠাঁই, কেহ দেখে নাই, বেদেতে কহে অনুপ॥ ভারতের নিধি, মিলাইল বিধি, না কহিও চুপ২॥ ধ্রু।

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়। কে তুমি আইলা এথা দেহ পরিচয়॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর। সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর॥ সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর। দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর॥ কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়। সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়॥ আসি-য়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে। বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে॥ প্রতিজ্ঞার কথা লয়ো গিয়া-

ছিল ভাট। সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট॥ বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার। আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার॥ আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি। শুনি সিংহাসন দিতে কহিলা রূপসী॥ বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার। অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥ তড়িত্ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে। তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে॥ অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ। মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ॥ দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই। দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই॥ কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর। হাসিতে তড়িত্ জিনে পয়োধরে হর॥ জিনিলেক এত জনে যে জন বিচারে। দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥ হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যার। সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥ রতির সহিত দেখা হইবে যখন। কে বা হারে কে বা জিনে বুঝিব তখন॥ অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ। সাক্ষী হৈও সখীগণ কহে যুবরাজ॥ সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর। আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥ উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে। কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥ আমি যদি কথা কহি একে হবে আর। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার॥

কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ। নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥ শুনিয়া ঈষদ্ হাসি কহিছে সুন্দর। বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥ সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে। মন চুরি কৈল চোর সিঁধ দিয়া ঘরে॥ চোরবিদ্যা বিচার আমার নহে পণ। চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন॥ সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে। উলটিয়া চোর গৃহি বান্ধে বুঝি শেষে॥ কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই। মাটি কাটি তপাসিতে চোর বলে সেই॥ চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা। আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা॥ এই রূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি। কি করি দুজনে মনে করে আঁচা-আঁচি॥ হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥ শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল। সখী উপলক্ষমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥ ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি। কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরী॥

বিদ্যাসুন্দরের বিচার।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে সহস্রগোভূষণ-কিঙ্করাণাম্। নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা নদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি। এ শ্লোকে গো শব্দে সিংহ লোচন ধরণি॥ সিংহের মাজার সম মাজার বলন। মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥ সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর। তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥ মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে। পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥ লোচনশ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ। তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥ শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়। বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥ কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ। এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥ পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে। তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥ এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে। না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্যমনে॥ সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন। যত বল তত পারি নূতন রচন॥

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু। তমোঽহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল। তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥ তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ। পর্ব্বত গহ্বরে বিরহির পরমাদ॥ পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ। তাহারে আহার করে

ময়ূর বিহঙ্গ॥ তমঃ অন্ধকার তার অ'র চাঁদ এই। যার পিছে চাঁদছাঁদ ডাকিলেক সেই॥ শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে। ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥ পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ। প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥ ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥ মধ্যবর্ত্তী হইলা মদনপঞ্চানন। যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥ কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয়পবন। ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥ আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর। সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর॥ বিচারের কোটি মনে ছিল লক্ষ লক্ষ। কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥ বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদি তর্ক। মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥ বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে। পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥ সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ। পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মন্ত্র বিজ্ঞ নন॥ শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার। স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥ শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল। মধ্যবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল॥ দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া। মধ্যস্থ মুদাই হয়ো দেয় ভুলাইয়া॥ সুন্দর কহেন রাগা কি হৈল সিদ্ধান্ত। বিদ্যা

বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥ অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটা বন। তত্ত্বন্ত বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥ রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি। বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥ শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা। হরগৌরী সাক্ষি করি দিল বর-মালা॥ ত্রস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়। বিয়া কর বরকন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ।

নব নাগরীনাগর বিহরে।
লাজভয়ে আর কি করে॥

সময় পাইল, মদনে মাতিল, কোকিল কোকিলা কুহরে। রসে গরগর, অধরে অধর, ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥ সখীগণ সঙ্গে, গায় নানা রঙ্গে, অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে। রাধাকৃষ্ণে রাস, হাস পরিহাস, ভারত উল্লাস অন্তরে॥ ধ্রু॥

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। গান্ধর্ব্ব বি-বাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥ কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥ কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন। বাদ্য করে বাদ্য-কর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥ নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়॥ ধিক

ধিক অধিক আছিল সখী তায়। নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায়॥ নয়ন অধর কর জঘন চরণ। ইঁহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥ বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার। ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার॥ পালঙ্কে বসিয়া সুখে যুবক যুবতী। শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি॥ গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী। চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পূরি॥ মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা। রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা॥ ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি। নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥ শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত। পাখা মোরছল শ্বেত চামর ললিত॥ মিঠা পান নিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া। রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া॥ রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল। উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল॥ প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী। সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী॥ কোকিল কোকিলামুখে মুখ আরোপিয়া। কুহুকুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥ মুখে মুখে মধুকর মধুকরবধূ। গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥ চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর। চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥ বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ। আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥ মন্দিরা বাজায় কেহ

বাজায় মৃদঙ্গ। আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥ বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ। বাজাইয়া সপ্ত-স্বরা স্বরের প্রকাশ॥ অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ। সম্ভোগশৃঙ্গার রসে লেগে গেল রঙ্গ॥ প্র-স্তার মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া। সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥ মোহিত সখীর গীতে হারা-ইয়া জ্ঞান। বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥ সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা। মিশায়ে বীণা-র স্বরে গাইতে লাগিলা॥ দুজনের গানেতে মো-হিত দুই জন। আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥ কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে। যন্ত্র তন্ত্র ফে-লায়্যে পলায় সখীগণে॥ লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়। লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়॥

বিহারারম্ভ।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া। পরিধানধুতী প-ড়িছে খসিয়া॥ তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল। নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল॥ মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে। ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে॥ কুচপদ্মকলি করি-রাজ করে। ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে॥ নৃপ-নন্দন পিন্ধন বাস হরে। রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে॥ বিনয়ে কর পদ্ম করে ধরিয়া। কহিছে তরুণী করুণা করিয়া॥ ক্ষম হে পতি হে বঁধ হে প্রিয় হে।

নব যৌবন জোরের যোগ্য নহে॥ রতি কেমন এমন জানি করে। প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে। তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে। করুণা কর না কর পীড়িত হে॥ রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে। বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥ যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু। পর ফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥ রস না হইবে করিলে রগড়া। অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥ নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে। জ্বলিছে রুধিরে দুঃখ নাহি ঘুচে॥ গুণসাগর নাগর আগর হে। নট না কর না কর না কর হে॥ শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে। তনু মোর মনোজ শরে দহিছে॥ তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো। ভয় না কর না কর না কর লো॥ কুচশম্ভু শিরে নখ চন্দ্রকলা। বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥ কুচ হেমঘটে নখরক্তছটা। বলিহারি সুরঙ্গ প্রবাল ঘটা॥ ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে। রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥ বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে। রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥ রতিরঙ্গ রণে মজিলা দুজনে। দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥ ধু॥

বিহার।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।

বিষম কুসুমশর খর শর জর জর তর তর থর থর অঙ্গে॥

রতিমদসাগর, নাগরী নাগর, নিরখি নিরখি দুই ঠাটে। রাখিতে নিজ ঘর, রতি রতিনায়ক, কুল-পিল কুলুপ কপাটে॥ ঝম্পই সঘন, নিতম্বধরাধর, অধর ধরাধরি দন্তে। জঘন জঘনপর, হৃদয়হৃদয় মিলি, মাতিল সমরদুরন্তে॥ ঝন ঝন কঙ্কণ, রণ রণ নূপুর, ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে। লট পট কুন্তল, কুণ্ডল ঝলমল, পুলকিত ললিত কপোলে॥ শ্বাসপবন ঘন, ঘন ঘন খেলই, হেলই সঘন নিতম্বে। দংশই দশন, দশন মধুরাধর, দুহ তনু দুহ অবলম্বে॥ দুহ ভুজ পাশহি, দুহ জন বন্ধন, সম রস অবশ দু অঙ্গে। দুহ তনু ঝম্পন, কম্পন ঘন ঘন, উথলিল মদন তরঙ্গে॥ নববয় নাগর, নাগরী নব-বয়, চিরদিন ভুক পিয়াসা। সমর কড়াকড়, অঝড় ঝাড়াঝড়, তাবত যাবত আশা॥ পুরণআহুতি, অনল নিভায়ল, রতিপতি হোম নিবাড়ে। বরষিল মেঘ, ধরণি ভেল শীতল, ঝড় দল বাদল ছাড়ে॥ চুম্বন চুচুকৃতি, শীৎকৃতি শিহরণ, কোকিল কুহরে গলা-য়ে। সম অবলম্বন, বালিশ আলিশ, মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে॥ অলস অবশ, দুহ অঙ্গ অচেতন, ক্ষণ রহি ক্ষণ রহি চেতন পায়ে। উপজিল হাস, বাস পরি সম্ভ্রম, রসবতী বাহিরে যায়ে॥ সহচরীগণ, যদি স-ন্নিধি আইল, নম্রমুখী, অতি লাজে। ভারতচন্দ্র,

কহে শুন সুন্দরি, লাজ করো কোন কাজে॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা।

শুন শুন সুনাগর রায়। আপনার মণি মন বেচিনু তোমায়॥

তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি, রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়। চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো, সদা এক ভাবে চেয়ো এই রাধিকায়॥ তুমি হে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস, না লইও অপযশঃ বঞ্চিয়া আমায়॥ মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কারো কাছে, ভারত দেখিবে পাছে না ভুলায়ো তায়॥

রসিক রসিকা সুখে যুবক যুবতী। বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি॥ সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধমালায়। মিষ্ট জল পান করি জলপান খায়॥ সহচরী চামর ব্যজন করে অঙ্গে। রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥ আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়। কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥ বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ। পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥ এ নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর। না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥ বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ। রজনীতে করিব ও মুখসুধা পান॥ রায়

বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন। বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥ যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার। তোমার কি আমার কি ভাব আরবার॥ এত বলি বিদায় হইলা থুথি ধরি। মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী॥ পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি। মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি॥ করিয়া প্রভাতক্রিয়া দামোদরতীরে। স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে॥ মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা। রাজবাড়ী গেল সাজাইয়া সাজি ডালা॥ যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার। বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার॥ স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী। নিকটে রাখিয়া মালা বসিল মালিনী। সখীগণে সুন্দরী কহিলা আঁখিঠারে। রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে॥ বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়। ভাবিয়া উত্তরকাল মায়ে পাছে কয়॥ ভবিষ্যত্ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে। প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে॥ বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়॥ আনিতে এথায় তাঁরে কি কৈলা উপায়॥ হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়। কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায়॥ তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে। সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে॥ কোন মতে কোন্ পথে কেমনে আনিবে। কে

দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে॥ কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে। মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে॥ মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়। আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায়॥ বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়। ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায়॥ বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল। পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল॥ রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর। মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর॥ বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া। যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া॥ হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান। কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান॥ হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী। কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরি॥ আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা। মৃগ হয়্যে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা। রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি। চুপে চুপে কোন রূপে আমি ইহা নারি॥ কোন পথে কোন মতে কেবা লয়্যে যাবে। কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে॥ লুকায়ে করিতে কাজ ভুজনারি সাদ। হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ। আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে। কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥ এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়। সুড়ঙ্গ কি রূপে ছাপে ভাবিছেন রায়॥

বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী। বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী ॥ সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল। যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল ॥ বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে। ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে ॥ যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা। এখন দেখাও ভয় জুজু হাপা বিছা ॥ সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥ শেষে ফাকী আগে দিয়া কথার কোলানী। বুঝা গেল ভাল মাসী ভাগিনাভুলানী ॥ মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা। দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা ॥ কুণ্ড কাটিয়াছি মাসী তোমার মন্দিরে। একটি সাধন আছে সাধিব কালীরে ॥ রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান। যাবত সাধন মোর নহে সমাধান ॥ এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া। বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া ॥ বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী। কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী ॥ যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী। সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥ গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মনঃ। মত্ত দেখি দুজনে পলায় সখীগণ ॥ ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈল চোর। সাধু লোক চোর হয় চুরি শুনে তোর ॥

স্থন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় করি, কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি। আজি দিনে দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করি॥ গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে, কুমুদিনী উঠিল আকাশে। সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি, খঞ্জন চকোর মিলি হাসে॥ কি দেখিনু আহা আহা, আর কি দেখিব তাহা, কি জানি ঘটাবে বিধি কবে। তুমি কন্যা এ রাজার, তোমারি এ অধিকার, দেখাও যদ্যপি দেখি তবে॥ বিদ্যা বলে মহাশয়, এ না কি সম্ভব হয়, রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ। এ দুঃখে যদ্যপি তার, এখনি দেখাতে পার, কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥ সুন্দরী বুঝিয়া ছলে, মুচকি হাসিয়া বলে, বড় অসম্ভব মহাশয়। শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়॥ রায় বলে আমি করি, তুমি কমলিনীশ্বরী, বান্ধহ মৃণাল ভুজপাশে। আমি চাঁদ পড়ি ভূমি, ফুলকুমুদিনী তুমি, উঠ মোর হৃদয় আকাশে॥ নয়ন খঞ্জন মোর, নয়নচকোর তোর, দুহে মিলি হাসিবে এখনি। ঘাম ছলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধিরি ধিরি, করি দেখ বুঝিবে তখনি॥ শুনি মনে ধনী, বাখানে নাগর মণি, বিনা মূলে কিনিলে আমারে। অন্তরে না সহে

ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ, এড় মেনে হারিনু তোমারে॥ পুরুষের ভার যাহা, নারী না কি পারে তাহা, তুলিতে আপন ভার ভারি। আজি জানিলাম দড়, পুরুষ নির্লজ্জ বড়, লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি॥ শিখিয়াছ যার কাছে, তাহারি এ গুণ আছে, সে মেনে কেমন মেয়ে বটে। ভাল পড়া পেয়ে ছিল, ভাল পড়া পড়াইল, লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে॥ লাজ নাহি চল চল, কেমনে এমন বল, পুরুষের এত কেন ঠাট। যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে, কে কোথা দেখেছে হেন নাট॥ চেতাইলে বুঝি চেত, যৌবনে অলস এত, বুড়া হৈলে না জানি কি হবে। ক্ষমা কর ধরি পায়, বিফলে রজনী যায়, নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে॥ আমারে বুঝাও ভাবে, এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে, আমি কিছু না পাই ভাবিয়া। হৃদয়ের রাজা হয়ে, চোর হেন হেঁটে রয়ে, কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া॥ করিয়া সুখের নিধি, পুরুষে গড়িল বিধি, দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী। তাহা করি বিপরীত, কেন চাহ বিপরীত, একি বিপরীত কথা শুনি॥ রায় বলে পুন পুন, সাধিলে যদি না শুন, অরণ্যে রোদনে কিবা ফল। কথায় বুঝিনু কাজ, আমা হৈতে প্রিয় লাজ, লাজ লয়ে করহ কৌশল॥ দিয়াছি যে আলিঙ্গন, দিয়াছি সে যে চুম্বন, সে সব

ফিরিয়া মোরে দেহ। কল্যাণ করুন কালী, নাহি দিও গালাগালি, দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ॥ হাসি ঢলে পড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি, ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন। এ কি কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরীত, দায়ে কাটে কুম্ভড়া যেমন॥ না দেখি না শুনি কভু, যদি ইহা হবে প্রভু, না পারিব প্রদীপ থাকিলে। ভারত দিলেন সায়, যে কর্ম্ম করিবে তায়, অপ্রদীপ প্রদীপ করিলে॥

বিপরীত বিহার।

মাতিল বিদ্যা বিপরীতরঙ্গে। সুন্দর পড়িলা প্রেমতরঙ্গে॥ আলুথালু লাজে কবরী খসি। জলদের আড়ে লুকায় শশী॥ লাজের মাথায় হানিয়া বাজ। সাধয়ে রামা বিপরীতকাজ॥ ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে। ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে॥ আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে। মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে॥ ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে। রন রন রন নূপুর গাজে॥ দংশয়ে পতির অধরদলে। কপোত কোকিলা কুহরে গলে॥ উথলিল কামরস জলধি। কত মত সুখ নাহি অবধি॥ ঘন ঘন ভুরু কামান টানে। জর জর করে কটাক্ষবাণে॥ থর থর ধনী আবেশে কাঁপে। অধীরা হইয়া অধর চাপে॥ ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম। কোথায় বসন ভূষণ দাম॥ তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার

মুখে। কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে ॥ অটল আছিল টলিল রসে। অবশ হইয়া পড়ে অলসে ॥ পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর। আহা মরি বলি চুম্বে অধর ॥ অবশ দুহে মুখমধু খেয়ে। উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥ জর জর দুই বীরের ঘায়। রতি লয়ে রতি-পতি পলায় ॥ এইরূপে নিত্য করে বিহার। ভারত ভারতী রসের সার ॥ কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়। হরি বল পালা হইল সায় ॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা।

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন।

বড় রসিয়া নাগর হে। গভীর গুণসাগর হে ॥

কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী, কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী, কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী, অবধূত জটাধর হে। কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী, কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী, কখন লুঠেরা কখন পসারী, কভু চোর কভু চর হে ॥ কখন নাপিত কখন কাঁসারী, কখন সেকরা কখন শাঁখারী, কখন তাম্বুলী তাঁতী মণিহারী, তেলী মালী বাজীকর হে। কখন নাটক কখন চেটক, কখন ঘটক কখন পাঠক, কখন গায়ক কখন গণক, ভারতের মনোহর হে ॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী। কাম-

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন।
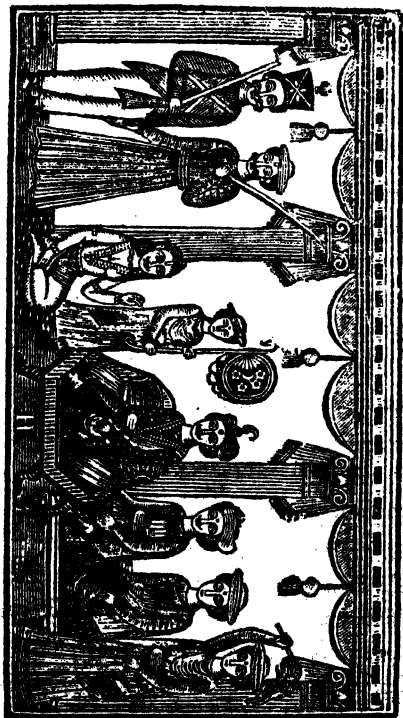
রসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী ॥ কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায় । দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায় ॥ টাকা লয়ে বাজার বেশাতি করে হীরা। লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা ॥ রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া । নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া ॥ আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ। নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ ॥ কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী। বেদে বাজীকর বৈদ্য বেশে ব্রহ্মচারী ॥ রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার। এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥ দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ। আচার বিচার রীত চরিত্র কেমন ॥ সন্ন্যাসির বেশে গেলে আদর পাইব । বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥ সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসির বেশ ধরে । পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে ॥ করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা । বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা ॥ কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস। মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ ॥ উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায়। উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায় ॥ নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবি-রায়। শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায় ॥ আর সবে প্রণমিল লুঠিয়া ধরণী। বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি ॥ সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোসাঁই। কোথা

হৈতে আসন আসন কোন ঠাঁই॥ নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা। জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা॥ সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে। আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥ এদেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ। আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥ রাজার তনয়া না কি বড় বিদ্যাবতী। শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥ করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই। যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই॥ অনেকে আসিয়া না কি গিয়াছে হারিয়া। দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া॥ বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস। নারীর এমন পণ এ কি সর্ব্বনাশ॥ বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি। ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দাস হব তারি। গুরুকাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার। তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥ সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম। সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥ তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়। নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥ ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল। গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥ তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশদেশান্তরে। এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥ কাণাকাণি করে পাত্র মিত্র সভাসদ। রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ॥ তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি

এটা। হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥ হারি-লে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়। গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥ সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥ রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল। করা যাবে যুক্তি-মত কালি যেবা বল॥ সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার। তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার॥ সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া। বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥ হায় কেন মাটী খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়। বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায়॥ যত রাজপুত্র আনি পলায় হারিয়া। অভাগি বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া॥ এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার। হারাইবা হারিবা হইল দুই ভার॥ বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই। এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাঁই॥ সন্ন্যাসির রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ। দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ॥ সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে। প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে॥ প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি। তেজস্বি দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি॥ এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা। বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা॥ ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি। রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোর চূড়ামণি॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য।

নাগরি কেন নাগরে হেলিলে। জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥

আপনি নাগর রায়, সাধিল ধরিয়া পায়, মঙ্গল কলস হায়, চরণে ঠেলিলে। পুরুষ পরশমণি, যারে ছোঁবে সেই ধনী, মণি ছাড়া যেন ফণী, তেমনি ঠেকিলে॥ নলিনী করিয়া হেলা, ভ্রমরে না দেয় খেলা, সে করে কুমুদে মেলা, কি খেলা খেলিলে। মান তারে পরিহার, সাধি আন আরবার, গুমানে কি করে আর, ভারত দেখিলে॥ ধু॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি। আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥ আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে। শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥ রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই। আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাঁই॥ যবে আমি এথা আসি দেখা তার সঙ্গে। হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥ কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়। যে বুঝি চোরের ধন বাট পাড়ে লয়॥ বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাই কাজ। রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ॥ আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর। তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে

মোর॥ পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে। ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥ বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত। নারীর কপাল নহে পুরুষের মত॥ পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন। পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন॥ এ রূপে দুজনে ঠাট কথায়২। কতেক কহিব আর পুথি বেড়ে যায়॥ এই রূপে রজনীতে করিয়া বিহার। প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার। স্নান পূজা হেতু গেলা দামোদর তীরে। ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে॥ সন্ন্যাসির কথা শুনি রাণীর মহলে। আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥ কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরাণি। সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানাজানি॥ কান্দিয়া কহিতে পোড়া মুখে আসে হাসি। বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥ দাড়ী তার তোমার বেণীর নাকি বড়। সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥ আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়। তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥ ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার। দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার॥ কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা। দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥ এতদিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর। দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥ পরাইবে বাঘছাল ছাই

মাখাইবে। লয়্যে যাবে দেশে দেশে সিদ্ধি ঘুটাইবে॥ হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক। হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥ যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার। সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥ ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥ কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি। না কহিয়া বাপ মায় হারাইলা জানি॥ তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই। কি কব তোমারে তারে না দিল গোঁসাই॥ থাকহ সন্ন্যাসি লয়্যে সন্ন্যাসিনী হয়্যে। সে যাউক সন্ন্যাসী হয়্যে হাতে খোলা লয়্যে॥ বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর। এনে ছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥ নিত্য২ বলি বটে আনি দেহ তারে। দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে॥ সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই। সন্ন্যাসির কপালে তোমার মুখে ছাই॥ অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস। মর লো নির্লজ্জ আই তুইত মাসাস॥ আদবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই। পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী জামাই॥ কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়। এত বলি মালিনীরে করিল বিদায়॥ হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল। সুন্দরেরে সমচার কহিতে লাগিল॥ শুন বাপা-শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।

সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥ জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী। আজি কালি লয়ে যাবে তোমা দিয়া ফাকী॥ এমন কামিনী পেয়ে না-রিলে লইতে। তোমারে উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥ তখনি কহিনু রাজারাণীরে কহিতে। কি বুঝে করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥ এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে হয়ে যায়। চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায়॥ সুন্দর বলেন মাসী এ কি বিপরীত। বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত॥ হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে। এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে॥ সুন্দর বলেন মাসী ভাব কেন তবে। এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে॥ ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে। বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে॥

দিবা বিহার ও মান ভঙ্গ।

এক দিন দিবা ভাগে, কবি বিদ্যা অনুরাগে, বি-দ্যার মন্দিরে উপনীত। দুয়ারে কপাট দিয়া, বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া, দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত॥ রজনীর জাগরণে, নিদ্রা যায় অচেতনে, সখীগণ ঘুমায় বা-হিরে। দিবসে ভুঞ্জিতে রতি, সুন্দর চঞ্চলমতি, অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে॥ মত্তহৈলা যুবরাজ, জাগিতে না সহে ব্যাজ, আরম্ভিলা মদনের যাগ।

না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর, কামরসে হয়্যে ভোর, স্বপ্ন বোধে বাড়ে অনুরাগ॥ দিবসে রজনী জ্ঞান, চুম্ব আলিঙ্গন দান, বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান। নিদ্রাবেশে সুখ যত, জাগ্রতে কি হয় তত, বুঝ লোক যে জান সন্ধান॥ সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ, সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ, রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে। বাহিরে আসিয়া ধনী, দেখে আছে দিনমণি, ভাবে এ কি হইল দিবসে॥ আতিবিতি ধরে যায়, সুন্দরে দেখিতে পায়, অভিমানে উপজিল মান। দিবসে নিদ্রার ঘোরে, আলুথালু পেয়ে মোরে, এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥ ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম, নিদারুণ পুরুষের মন। এত ভাবি মনোদুঃখে, মৌন হয়ে হেট মুখে, ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥ সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম, ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম, কেন কৈনু হইয়া পাগল। করিনু সুখের লাগি, হইনু দুঃখের ভাগী, অমৃতে উঠিল হলাহল॥ কি করি ভাবেন কবি, অস্তগিরি গেল রবি, রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়। করিবারে মান ভঙ্গ, কবি করে কত রঙ্গ, ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥ ছল করি কহে কবি, হের যে উদিত রবি, বিফলে রজনী গেল রামা। তোর ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে হের দেখ পোড়াইছে আমা॥ কেবল বিষের ডালি, কোকিল পাড়িছে গালি, ভ্রমর

হুঙ্কার দিছে তায়। সেই কথা দূত হয়ে, ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে, মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥ বৃক্ষ হাসে মোর দুঃখে, সুগন্ধ প্রফুল্লমুখে, সব শত্রু লাগিল বিবাদে। ভরসা তোমার সবে, তুমি না রাখিলে তবে, কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥ অপরাধ করিয়াছি, হজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড। বুকে চাপ কুচগিরি, নখাঘাতে চিরি চিরি, দশনে করহ খণ্ড২॥ আঁটিয়া কুন্তল ধর, নিতম্ব প্রহার কর, আর আর যেবা মনে লয়। কেন রৈলে মৌনী হয়ে, গালি দেহ কটু কয়ে, ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥ এরূপে সুন্দর যত, চাতুরী কহেন কত, বিদ্যা বলে ঠেকে-ছেন দায়। জানেন বিস্তর ঠাট, দেখাইব তার নাট, কথা কব ধরাইয়া পায়॥ ভাবে কবি মহাশয়, লঘু মধ্য মান নয়, সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়। গুরু মান বুঝি ভাবে, চরণে ধরিলে যাবে, দেখি আগে কত দূর যায়॥ চতুর কুমার ভাবে, জীব বাক্যে মান যাবে, হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া। চতুরা কুমারী ভাবে, জীব কৈলে মান যাবে, জীব কব কথা না কহিয়া॥ জীব বুঝাবার তরে, আপন আয়তি ধরে, তুলি পরে কনক কুণ্ডল। দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায়, বা-খানে সুন্দর রায়, পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল॥ হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ, হৃদে যেন কোকনদ, নূপুর ভ্রমর

ধ্বনি করে। ভারত কহিছে সার, বলিহারি যাই তার, হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥

সারী শুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ।

তোমারে ভাল জানি হে নাগর। কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥ যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি, ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর। আগে ভাল বল যারে, পিছে মন্দ বল তারে, এ কথা কহিব কারে, কে বুঝিবে পর ॥ আদর কাজের বেলা, তার পরে অবহেলা, জান কত খেলা দেলা, গুণের সাগর। কথা কহ কত মত, ভুলায়ে রাখিবে কত, তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর ॥ ধু ॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা। নিত্য২ নূতন নূতন রসে খেলা ॥ সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর। কোন বাধা নাহি পথ মাটীর ভিতর ॥ সুন্দর সুড়ঙ্গ পথ দেখায়ে বিদ্যারে। লয়ে গেলা এক দিন হীরার আগারে ॥ কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী। ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী ॥ সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন। বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥ একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী। দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদন বিহারী ॥ সারী শুক বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ। সেই খানে একবার হৈল কাম যাগ ॥ সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি

শুনিতে পাই। সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম্বখণ্ডওয়াই॥ কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়। ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়॥ দুজনে আইলা পুনঃ বিদ্যার আগার। এইরূপে নানা মতে করেন বিহার॥ সুন্দরীর ছিল দিবা সম্ভোগের ক্রোধ। এক দিন মনে কৈল দিব তার শোধ॥ দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়। সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায়॥ নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন। ধীরে২ তার মুখে করিল চুম্বন॥ সিন্দূর চন্দন সতী পতি ভালে দিয়া। দ্রুত গেল চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥ নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ। শীহরিল কলেবর মাতিল অনঙ্গ॥ আতিবিতি গেল রায় বিদ্যার ভবন। দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ॥ সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ। এস২ প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ॥ কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন। নয়নে পাণের পিক দিল কোন জন॥ দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়। দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময়॥ বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস। মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥ নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা। কত দিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা॥ আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু। কেবল কথায় নাকি রাখা যায় বঁধু॥ অনুকূল পতি যদি হয়

প্রতিকূল। ধূর্ত্ত শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥ এবার বৎসর যদি কামে তনু দহে। তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥ পর নারী মুখে মুখ দেয় যেই জন। তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥ পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি। যে তারে পরশ করে সে হয় অ-শুচি॥ সুন্দর কহেন রামা কত ভৎর্স আর। তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥ তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন। তোমারি পাণের পিকে রেঙ্গে-ছে নয়ন॥ এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল। ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥ এমনি তো-মার পাণে রেঙ্গেছি নয়নে। তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে॥ আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডি-তা। লাভে হৈতে হৈল দেখি কলহান্তরিতা॥ ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য২ হও। উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও॥ কখন না হইল করিতে অভিসার। স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে বা সমান তোমার॥ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়। নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥ তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নি-কটে। তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥ তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়। মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়॥ ভাঙ্গিল কন্দল দুহে মাতিল অনঙ্গে। রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥ প্রভাতে হীরার

ঘরে গেলেন কুমার। এইরূপে বহু দিন কয়য়ে বি-
হার॥ বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল। বিয়ামত
পুনর্ব্বিয়া সুন্দর করিল॥ খুদমাগা কাদাখেড়ু না-
রিনু রচিতে। পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর। শ্রীযুত ভারতচন্দ্র
রায় গুণাকর॥

বিদ্যার গর্ব্ভ।

আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে। কি হইল
আমারে॥ যে কয়ে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু, কুল কলঙ্কিনী হৈনু, আকুল
পরাণ মোর অকূল পাথারে॥ সুজন নাগর পেয়ে,
আগু পাছু নাহি চেয়ে, আপনি করিনু প্রীতি কি
দূষিব তারে॥ লোকে হৈল জানাজানি, সখীগণে
কাণাকাণী, আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে॥
যায় যাক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল, ভারতে
সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥ ধু॥

এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর। করিলা বিস্তর
খেলা কহিতে বিস্তর॥ দেখহ কালীর খেলা হইতে
প্রকাশ। গর্ব্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস। উদর
আকাশে সুত চাঁদের উদয়। কমল মুদিল মুখ রজঃ
দূর হয়॥ ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে উচ২। অভি-
মানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ। স্তনে ক্ষীর দেখি নীর

হইল রুধির। কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥ হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে। বরণ পাণ্ডুর বুঝি সগতার তাপে। দোহাই না মানে হাই কথা নাহি তায়। উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥ অধর বান্ধুলি মুখ কমল আশয়। দুই গণ্ডে গণ্ড-গোল অলি মাছী তায়॥ সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল। কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদ অম্বল॥ মাটী খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ। পোড়া মাটী খেতে রুচি সারিতে সে লাজ। জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার। অবিরত নিদ্রা বুঝি সুধিতে সে ধার॥ নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়। আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥ বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস। শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥ গর্ব্ভ দেখি সখীগণ করে কাণাকাণি। কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥ হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু। না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥ ইহার হইল সুখ তার হৈল সুখ। হতভাগী মোসবার ভাগ্যে আছে দুঃখ॥ পূর্ব্বেতে এসব কথা হীরা কয়েছিল। লোচনী লোচনখাগীপ্রমাদ পাড়িল॥ লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়। লোকে বলে পাপ কাপ ক দিন লুকায়॥ চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার। যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার॥ ভারত

কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ। আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥

গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার।

যত সখীগণ, বিরসবদন, রাণীর নিকটে যায়। করি জোড়পাণি, নিবেদয়ে বাণী, প্রণাম করিয়া পায়॥ ঠাকুর কন্যার, যে দেখি আকার, পাণ্ডু বর্ণ পেট ভারি। গর্ভের লক্ষণ, এ ব্যাধি কেমন, ঠাহরিতে কিছু নারি ॥ দেখিলে আপনি, যে হৌক তখনি, সকলি হবে বিদিত। শুনি চমকিয়া, চলে শীহরিয়া, মহিষী যেন তড়িত॥ আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে, উত্তরিলা পাটরাণী। উদর ডাগর, দেখি হৈল ডর, রাণীর না সরে বাণী ॥ প্রণমিতে মারে, বিদ্যা নাহি পারে, লজ্জায় পেটের দায়। কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া, বৈস বৈস বলে মায় ॥ গালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া, অধোমুখে ভাবে রাণী। গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, কহে ভালে কর হানি ॥ ও লো নিঃশঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনী, সাপিনী পাপকারিণী। শাঁখিনীর প্রায়, হরিয়া কাহায়, আনিলি ডাকি ডাকিনী॥ ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে, ইহার ঘটক কেবা। সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সে বা॥ না মিলিল দড়ী, না মিলিল কড়ী, কলসী কিনিতে তোরে। আই মা কি লাজ, কেমনে এ কাজ, করিলি খাইয়া মোরে ॥ রাজা

মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ, কলঙ্ক দেশে বিদেশে। কি ছাই পড়িলি, কি পণ করিলি, প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥ এল কত জন, রাজার নন্দন, বিবাহ করিতে তোরে॥ জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে, শেষে মিটে গেলি চোরে। শুনি তোর পণ, রাজপুত্রগণ, অদ্যাপি আইসে যায়। শুনিলে এমন, হইবে কেমন, বল কি তার উপায়॥ সন্ন্যাসীটা আছে, ভূপতির কাছে, নিত্য আসে তোর পাকে। কি কব রাজায়, না দিল তাহায়, তবে কি এ পাপ থাকে॥ আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা, ধন্য ধন্য সর্ব্বঠাঁই। রূপগুণ-যুত, যোগ্য রাজসুত, হইবে মোর জামাই॥ রাজার ঘরণী, রাজার জননী, রাজার শাশুড়ী হব। যত কৈনু সাধ, সব হৈল বাদ, অপবাদ কত সব। বিদ্যার মা ছলে, যদি কেহ বলে, তখনি খাইব বিষ। প্রবেশিব জলে, কাতী দিব গলে, পৃথিবী বিদার দিস্॥ আ লো সখীগণ, তোরা বা কেমন, রক্ষক আছিলি ভালে। সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া, চূণ কালি দিলি গালে। তোরা ত সঙ্গিনী, এ রঙ্গে রঙ্গিণী, এই রসে ছিলি সবে। ভুলালি আমায়, দানি ভাঁড়া দায়, সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে॥ থাক থাক থাক, কাটাইব নাক, আগেত রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি॥

রাণী যত কহে, বিদ্যা মৌনে রহে, লাজে ভয়ে জড় সড়। ভাবিয়া কান্দিয়া, কহে বিনাইয়া, ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥ নিবেদয়ে ধনী, শুন গো জননি, কত কহ করে ছল। কিছু জানি নাই, জানেন গোসাঁই, ভাল মন্দ ফলাফল॥ চৌদিকে প্রহরী, সঙ্গে সহচরী, বঞ্চি এ বন্দির মত। নাহি কোন ভোগ, মিথ্যা অনুযোগ, মা হইয়া কহ কত॥ রাজার নন্দিনী, চিরবিরহিণী, মোর সমা কেবা আছে। বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে, দাঁড়াইব কার কাছে॥ কি করি বাঁচিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, শুল্ম হৈল বুঝি পেটে। মুখে উঠে জল, অঙ্গে নাহি বল, চাহিতে না পারি হেটে॥ সবে এক জানি, শুন ঠাকুরাণি, প্রত্যহ দেখি স্বপন। একই সুন্দর, দেব কি কিন্নর, বলে করে আলিঙ্গন॥ চোর বলি তারে, চাহি ধরিবারে, তপাসি ঘুমের ঘোরে। নিদ্রাভঙ্গে চাই, দেখিতে না পাই, নিত্য এই জ্বালা মোরে॥ পুরুষে স্বপনে, নারীর ঘটনে, মিথ্যায় সত্যের ভান। দেখে নিদ্রাভঙ্গে, মিথ্যা রতি রঙ্গে, বসনে রেত নিশান॥ তেমনি আমারে, স্বপনবিহারে, পুরুষসহিতে ভেট। মিথ্যা পতিসঙ্গ, মিথ্যা রতিরঙ্গ, সত্য বুঝি হবে পেট॥ বাক্যের কৌশলে, রাণী ক্রোধে জ্বলে, রাজারে কহিতে যায়। ভারত ভাষায়, সকলে হাসায়, ছাঁয়ে ডাঁড়াইল মায়॥

রাজার বিদ্যাগর্ভশ্রবণ।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে, আলু থালু কবরীবন্ধন। চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ডাক, চমকে সকল পুরজন ॥ শয়নমন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়, সহচরী চামর ঢুলায়। রাণী আইল ক্রোধমনে, নূপুরের ঝনঝনে, উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥ রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল, কেন কেন কহ সবিশেষ। রাণী বলে মহা-রাজ, কি কব কহিতে লাজ, কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥ ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে, বিবাহের না ভাব উপায়। অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ, এড়াইলে ঝির বিয়াদায় ॥ কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুন প্রায়, আইবড় এত বড় মেয়ে। কেমনে বিবাহ হবে, লোক ধর্ম্ম কিসে রবে, দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥ উচ্চ মাথা হৈল হেট, বিদ্যার হয়েছে পেট, কালামুখ দেখাইবে কারে। যেমনি আছিল গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব, অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥ বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ, বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে। যৌবনে কামের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা, কথায় রাখি কত ঠেলে ॥ সদা মত্ত থাক রাগে, কোন ভার নাহি

লাগে, উপযুক্ত প্রহরী কোটাল। এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার, আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥ যে জন আপনা বুঝে, পরদুঃখ তারে শুঝে, সকলে আপনভাবে জানে। রাণী গেলা এত বলে, বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে, বার দিল বাহির দেয়ানে॥ কালান্তকালের কাল, ক্রোধে কহে মহীপাল, কে আছে রে আন ত কোটালে। উকীল আছিল যারা, কাঁপে সারা হৈল তারা, কোটালের যে থাকে কপালে॥ হুঙ্কারে হুকুম পায়, শত শত খোজা ধায়, খানেজাদ চেলা চোপদার। কীল লাথি লাঠি হুড়া, চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া, এনে ফেলে মৃতের আকার॥ ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে, জোড় হাতে রহে চেয়ে ভারত কহিছে কহে রায়। যেমন নিমক খালি, হালাল করিলি ভালি, মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়॥

কোটালে শাসন।

রাজা কহে শুন রে কোটাল।

নিমকহারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা, দেখিবি করিব যেই হাল॥ রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার, পাত্র মিত্র গোবরগণেশ। আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্ব্বস্ব হরি, হয়েছিস্ দ্বিতীয় ধনেশ॥ লুঠিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ, তাহে চুরি করিলি আরম্ভ। জানবাচ্চা একখাদে,

গাড়িব হারামজাদে, তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥ তোর জিম্মা মোর পুরী, বিদ্যার মন্দিরে চুরি, কি কহিব কহিতে সরম। মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া, দুর গেল ধরম ভরম॥ প্রাণ রাখিবার হেতু, নিবেদয়ে ধূমকেতু, অবধান কর মহারাজ। সাত দিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে, প্রাণ রাখ গরীবনেয়াজ॥ পাত্র মিত্র দিল সায়, ভাল ভাল বলি রায়, নাজীরের হাবালে করিল। কোটাল বিনয়ে কয়, মহল হাবালে হয়, ভাল বলি রাজা সায় দিল॥ রাজার হুকুম পায়, আগে আগে খোজা ধায়, সমাচার কহিল দোপটে। বিদ্যা সখীগণ লয়ে, বাহির হৈলা দ্রুত হয়ে, রহিলেন রাণীর নিকটে॥ কোটাল বিদ্যার ঘরে, সুরাখ সন্ধান করে, কোন পথে আসে যায় চোর। কি করিব কোথা যাব, কেমনে চোরেরে পাব, কেমনে বাঁচিবে প্রাণ মোর॥ কি জানি কেমন চোর, কাল হয়ে এল মোর, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ। হেন বুঝি অভিপ্রায়, শূন্যে শূন্যে আসে যায়, কেমনে পাইব তার লাগ॥ পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে, জনম ধরণিতলে, কে পারে করিতে অন্যমত। পরে করি গেল সুখ, আমার কপালে দুঃখ, ধন্যারে কোটালি খেজমতঃ॥ রসময়ী রাজকন্যা, রূপ গুণময়ী ধন্যা, চোর বুঝি উপযুক্ত তার।

দুজনে ভুঞ্জিল সুখ, আমার কপালে দুঃখ, এ বড় বিধির অবিচার॥ কুট বুদ্ধি কোটালের, কিছু নাহি পায় টের, ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া। ঘরের ভিতরে গিয়া, শয্যা ফেলে টান দিয়া, দশদিক দেখে নিরখিয়া॥ কপালে আঘাত হানি, পালঙ্ক ফেলিতে টানি, দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ। ভারত সরস ভণে, কোটাল সানন্দমনে, কালী পূরাইলা মনোরথ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান।

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দকিশোর॥ নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে, চিত চুরি কৈল মোর॥ সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে, লম্পট কাল কঠোর॥ ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে, চাঁদের যেন চকোর॥ নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া, ভারতে করিল ভোর॥ ধু॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল। দেখ রে দেখ রে ভাই এ আর জঞ্জাল॥ নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ। পাতালসুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥ নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক। দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥ হরিষ বিষাদে হৈল একত্র মিলন। আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥ না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ। সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥ কেহ বলে ডাক দিয়া

আন সাপুড়িয়া। এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনী গাইয়া॥ কেহ বলে এ কি কথা পাগলের প্রায়। বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি যায়॥ এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন। এত দিনে ধরে খাইত কত লোক জন॥ আর জন বলে ভাই সাপ যেনে নয়। ভূঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥ আর জন বলে বুঝি শেয়ালের গাড়া। ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেই তাড়া॥ তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়। সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥ ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া। মেঝায় দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া॥ যত জনে যত বল মোরে নাহি ভায়। আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥ ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে। আমি এই পথে যাব ধরি খাউক সাপে॥ ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর। রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥ যে মারি খেয়েছি আজি চোরের অধিক। এ ছার চাকরি করি ধিক ধিক ধিক॥ এত বলি কোটাল সুড়ঙ্গে যেতে চায়। ভীমকেতু ছোট ভাই ধরি রাখে তায়॥ যমকেতু নামে তার আর সহোদর। দর্প করি কহে কেন হইলে কাতর॥ সাপ নর কিন্নর গন্ধর্ব্ব যদি হয়। সুরাথ পেয়েছি পান আর কারে ভয়॥ পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য। নারীবেশে থাক সবে

করিয়া রহস্য। লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়। পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥ দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে। নিরাকার ব্রহ্মদেহ ফাঁদে পড়ি কাঁদে॥ সাপ২ বলি যদি মনে ভয় আছে। সাপুড়ে গরুড়মণি আনি রাখ কাছে॥ যেমন থাকিত বিদ্যা সখীগণ লয়ে। নারীবেশে থাক সবে সেই মত হয়ে॥ ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জানা চাই। বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষ ভাই॥ এখন সে চোর নাহি জানে সমাচার। আজি যদি জেনে যায় না আসিবে আর॥ বেলাবেলি আয়োজন করহ ইহার। কালকেতু বলে দাদা এই যুক্তি সার॥ ভারত বিরাট পর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস। এই রূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ।

চল সবে চোর ধরি গিয়া। রমণী মণ্ডল ফাঁদ দিয়া॥ তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ, সে বড় লম্পট কপটিয়া॥ জানে নানামত খেলা, দিবস দুপর বেলা, চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥ সে বটে বর্দন চোরা, তাহারে ধরিয়া মোরা, পীত ধড়া লইব কাড়িয়া॥ সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে, ভারত রহিবে পহরিয়া॥ ধ্রু॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়। মহাবেগে

আট ভাই আট দিকে ধায়॥ নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন। ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥ চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর। সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥ কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে। কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘরাতে॥ সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী। জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥ কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উগ্রী। যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥ ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী। তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপা সুমী॥ বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ। গন্ধ মাল্য উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥ চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে। মণি মন্ত্র মহৌষধি যেবা যত জানে॥ শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়। যার গন্ধে মাথা গুঁজি বাসুকি পলায়॥ এইরূপে তের জন রহে গৃহ মাজে। আর সবে আট দিকে রহে নানা সাজে॥ থানায় থানায় নিয়োজিল হরকরা। হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা॥ সোণারায় রূপারায় নায়েব কোটাল। ফাটকে বসিল যেন কালান্তর কাল॥ হীরু নীলু কাশী বাঁশী চারি জমাদার। আগুলিল সহর পনার চারি দ্বার॥ সাত গড়ে চারি সাতে আটাইশ দ্বার। আঁটিয়া বসিল আটাইশ জমাদার॥ তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল। কাহনে

কাহনে লেখা দেখিতে করাল॥ পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে চতুরঙ্গ দল। ধূলায় দিবসে নিশা ক্ষিতি টল-মল॥ খেদাবাঘ বেড়ায় করিয়া ধূমধাম। খেদাইয়া বাঘ ধরি খেদাবাঘ নাম॥ ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী। এমনি কুহক জানে দিনে হয় নিশি॥ রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে। সিন্দূর কপালভরা খাঁড়া করতলে। এইরূপে তার সঙ্গে সাত শত মেয়ে॥ ঘরে ঘরে নানা বেশে ফিরে চোর চেয়ে। পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে কোটালের চর॥ করিল দারুণ ধূম কাঁপিল সহর॥ উদাসীন বেপারী বিদেশী যারে পায়। লুঠে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায়॥ বিশেষতঃ পড়ো যদি দেখিবারে পায়। খুঙ্গী পুথি লইয়া ফাটকে আটকায়। ক্ষণমাত্রে সহরে হইল হাহাকার। ফাটক হইল জরাসন্ধ কা-রাগার॥ কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বুধবারের দিবা পালা।

চোর ধরা।

আজি ধরাগেল চোরচূড়ামণি। মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥ ভাঙ্গাগেল যত ভূর, চতুরী হই-

না চুর, এড়াইতে নারিবে এমনি। প্রকাশিয়া তারি ভুরি, অনেক করেছ চুরি, আজি ধরি শিখাব তেমনি॥ হৃদি কারাগার ঘোরে, বান্ধিয়া মনের ডোরে, গছাইব পরাণে এখনি॥ সকলেরে ফাঁকি দেহ, ধরিতে না পারে কেহ, ভারত না ছাড়িবে অমনি॥ ধু॥

ওথায় ভাবেন বিদ্যা এ কি পরমাদ। না জানিলা প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥ না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে। হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥ এথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর। সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥ পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ। ধরিতে সুন্দর চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ॥ হাসিয়া২ কবি বসিলেন পাশে। চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে॥ কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া। চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥ কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে! হাতে ধরে পায় ধরে মান ভাঙ্গিবারে॥ আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী। সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি॥ সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার॥ কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর॥ ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধার্ম্মি চায়। সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায়॥ সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে। দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে॥ চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে

ছায়া। বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥ ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা। কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা॥ চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়। কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥ বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল। খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥ কামমদে মত্ত কবি তবু নহে জ্ঞান। সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥ আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর। পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥ তখনি অমনি ধরে আর বার জন। রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥ ধামধুমী বলে শুন ঠাকুরজামাই। হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥ এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা। ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা॥ দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার। মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বারবার। ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া। কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ।

কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে। ধরি বাণ, খরশাণ, হান হান হাঁকে॥ চোর ধরি, হরি হরি শব্দ করি কয়। কে আমারে, আর পারে, আর কারে ভয়॥ জয় কালি, ভাল ভালি, যত ঢালি গাজে। দেই লম্ফ, ভূমিকম্প, জগঝম্প, বাজে।

ডাকে ঠাট, কাট কাট, মালসাট মারে। কম্পমান, বর্দ্ধমান, বলবান্ ভারে,॥ হাঁকে হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ডাকে ডাকে জাগে। ভাই মোর, দায় তোর, পাছে চোর ভাগে॥ করে ধুম, অতি জুম, নাহি ঘুম নেত্রে। হাতকড়ী, পায় দড়ী, মারে ছড়ী, বেত্রে॥ নঠশীল, মারে কীল, লাগে খিল দাঁতে। ভয়ে মূক, কাঁপে বুক, লাগে হুক আঁতে॥ কোন বীর, শোষে তীর, দেখি ধীর কাঁপে। খরধার, তরবার যমধার. দাপে॥ কোতোয়াল, বলে কাল, রাখ জালরূপে। ছাড় শোর, হৈলে ভোর, দিব চোর ভূপে॥ সব দল, মহাবল, খল খল হাসে। গেল দুঃখ, হৈল সুখ, শত মুখ ভাষে॥ সুন্দরেরে, শত ফেরে, সবে ঘেরে জোরে। ভাবে রায়. হায় হায়, এ কি দায় মোরে॥ মরি মেন. লোভে যেন, কৈনু হেন কাজ। স্ত্রীর দায়, প্রাণ যায়, কৈতে পায় লাজ॥ কত বরে, বিয়া করে, কেবা ধরে কারে। কেবা গণে, রোষমনে. কত জনে মারে॥ হরি হরি, মরি মরি. কি বা করি জীয়া। কটু কহে, নাহি সহে, তাপে দহে হিয়া॥ রাজা কালি, দিবে গালি, চূণ কালি গালে। কিবা সেই, মাথা নেই, কিবা দেই শালে॥ দরবার, সব তার, চাব কার পানে। গেলে প্রাণ, পাই ত্রাণ, ভগবান জানে॥ যার লাগি, দুখভাগী, সে অভাগী চায়। এ সময়, কথা কয়, তবু ভয়

যায়॥ তার সমা, নিরুপমা, প্রিয়তমা কেবা। দেখা নৈল, মনেরৈল, যত কৈল সেবা॥ সে আমার, আমি তার, কেবা আর আছে। সেই সার, কেবা আর, যাব কার কাছে॥ দিক দশ, গুণে বশ, মহাযশ দেশে। করিলাম, বদকাম, বদনাম শেষে॥ ছাড়ি বাপ, করি পাপ, পরিতাপ পাই। অহর্নিশ, বিসরিষ, পেলে বিষ খাই॥ এই মত, শত শত, ভাবে কত তাপ। নত শির, যেন ধীর, হড়পীর সাপ॥ ভারতের, গোবিন্দের, চরণের আশ। পরিণাম, হরিনাম, আর কামপাশ॥

সুড়ঙ্গ দর্শন।

সুড়ঙ্গের, লৈতে টের, কোটালের সায়। জন সাতে, ধরি হাতে, নামি তাতে যায়॥ ঘোরতম, নিরুপম, কূপসম, খানা। কেহ ডরে, পাছু সরে, কেহ করে মানা॥ স্থলে স্থলে, মণি জ্বলে, দেখি বলে ভাল। চল ভাই, সবে যাই, দেখা পাই আল॥ পায় পায়, সবে যায়, কাঁপে কায় ডরে। তোলে শির, যত বীর, মালিনীর ঘরে॥ উঠি ঘরে, ধূমকরে, হীরা ডরে জাগে। ধরি তারে, অন্ধকারে, সবে মারে রাগে॥ আল জ্বালি, যত ঢালী, গালাগালি করে। কহে চোর, ঘরে তোর, দে লো মোর ছরে॥ সুড়ঙ্গের, পথে ফের, কোটালের তরঙ্গে। কেহ গিয়া, বার্ত্তা দিয়া,

তুষ্ট হইয়া করে ॥ কোতোয়াল, শুনি ভাল, খাঁড়া ঢালধরে । ছুটে বীর, যেন তীর, মালিনীর ঘরে ॥ আগুসরে, চুলে ধরে, দর্প করি কয় । কথা জোর বল চোর, কেবা তোর হয় ॥ দেই গালি, বলে শালী, কোথা পালি চোরে । কেটা সেটা, কার বেটা, বল কেটা মোরে ॥ ভারতের, রচিতের, অমৃতের ভার । ভাষাগীত, সুললিত, অতুলিত সার ॥

মালিনী নিগ্রহ ।

মালিনী কীল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া । আমারে যেমন, মারিলি তেমন, পাইবি তাহার কিয়া ॥ নষ্টের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাখায়ে চূণ । কি দোষ পাইয়া, অরে কোটালিয়া, মারিয়া করিলি খুন ॥ এ তিন প্রহর রাতি, ডাকিয়া কর ডাকাতি । দোহাই রাজার, লুঠিলি আগার, ধরিয়া খাইলি জাতি ॥ কোটাল হাসিয়া কয়, কহিতে লাজ না হয় । হেদে বুড়ী শালী, বলে জাতি খালি, শুনিয়া লাগয়ে ভয় ॥ হীরা বলে অরে বেটা, তোরে ভয় করে কেটা । তোর গুণপনা, জানে সর্ব্বজনা, পাসরিলি বটে সেটা ॥ কোটাল কহিছে রাগী, কি বলে রে বুড়া মাগী । ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর, এ বড় কুটিনী মাগী ॥ হীরা কহে পুন জোরে, কুটিনী বলিলি মোরে । রাজার মালিনী, বলিলি কুটিনী, কালি

শিখাইব তোরে॥ যুবতী বেটী বহুড়ী, না রাখি আপনি বুড়ী। কার বহূ বেটী, কারে দিনু ভেটী, যে বলে সে হবে কুড়ী॥ লোকের ঝি বৌ লয়ে, সদা থাক মত্ত হয়ে। তোর ঘরে যত, সকলি অসত, আমি দিতে পারি কয়ে॥ ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে, ভূমে পাড়ে ধরি চুলে। কুটিনী গস্তানী, বড় যে মস্তানি, উভেং দিব শূলে॥ আমারে হেন উত্তর, এখন না হয় ডর। রাজার নন্দিনী, হয়েছে গর্ব্বিণী, তুই দিলি চোরা বর॥ হীরারে হইল ভয়, কাণে হাত দিয়া কয়। আমি জানি নাই, জানেন গোসাঁই, যতোধর্ম্মস্ততো জয়॥ শুনিয়া কোটাল টানে, সুড়ঙ্গের কাছে আনে। এই পথ দিয়া, চুরি কৈল গিয়া, মালিনী বলে কে জানে॥ মালিনী বুঝিল মর্ম্ম, কোটালে জানায় ধর্ম্ম। হোমকুণ্ড বলি, বুঝি মোরে ছলি, সুন্দরের এই কর্ম্ম॥ হাতে লোতে ধরিয়াছে, আর কি উপায় আছে। যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ, ইহা কব কার কাছে॥ কোটাল জিজ্ঞাসা করে, হীরার কথা না সরে। চোরের যে ছিল, লুঠিয়া লইল, যে ছিল হীরার ঘরে॥ খুঙ্গি পুথি রত্নভারে, দিতে হবে সরকারে। পিঞ্জর সহিত, লয় হরষিত, পড়া শুক সারিকারে॥ মালিনী অবাক ত্রাসে, কোটাল মুচকি হাসে। সুড়ঙ্গে ফেলি-

য়া, পায়ু ছেঁছুড়িয়া, লইল চোরের পাশে ॥ সুন্দর কহেন হাসি, এস গো মাসী হিতাশী। মালিনী রুষিয়া, বলে গালি দিয়া, কে তুই কে তোর মাসী ॥ কি ছার কপাল মোর, আমি মাসী হব তোর। মাসী মাসী কয়ে, ছিলি বাসা লয়ে, কে জানে সিঁধেল চোর ॥ যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি, সিঁধ কাট সারা রাতি। আই মা কি লাজ, করিলি যে কাজ, ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি॥ যত দিন আর জীব, কাহারে না বাসা দিব। গিয়া তিন কাল, শেষে এই হাল, খত বা নাকে লিখিব ॥ অরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্যহেতু। কটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে, ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু ॥ সুন্দর হাসি আকুল, মাসী সকলের মূল। বিদ্যার মাশাশ, মোর আইশাশ, পড়ি দিয়াছিল ভুল ॥ কৌতুক না বুঝে হীরা, পুনঃ পুনঃ করে কিরা। কি বলে ডেগরা, বড় যে চেঁগরা, ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥ কোটাল কহে এ নয়, ছুহারে থাকিতে হয়। রাজার নিকটে, যাহার যে ঘটে, ভারত উচিত কয় ॥

বিদ্যার আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী। সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি করি ॥ কাঁদে বিদ্যা আকুলকুন্তলা ভিতে নয়নের জলে। কপালে কঙ্কণ হানে,

অধীর রুধিরবানে, কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥ হায় রে বিধাতা নিদারুণ, কোন দোষে হইলি বিগুণ। আগে দিয়া নানা দুঃখ, মধ্যে দিন কত সুখ, শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥ রমণীর রমণ পরাণ, তাহা বিনা কেবা আছে আন। সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়ে, ধিক ধিক তাহার পরাণ॥ হায় হায় কি কব বিধিরে, সম্পদ ঘটায় ধিরে ধিরে। শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের, দিয়া লয় সুখের নিধি-রে॥ কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া, শ্বাস বহে অনল জিনিয়া। ইহা কব কারকাছে, এখনো পরাণ আছে, বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥ প্রভু মোর গুণের সাগর, রস-ময় রূপের নাগর। রসিকের শিরোমণি, বিলাসধনের ধনী, নৃত্য গীত বাদ্যের আকর॥ জননী ডাকিনী হৈল মোর, মোর প্রাণনাথে বলে চোর। বাপ অন-র্থের হেতু, ধূমকেতু ধূমকেতু, বিধাতার হৃদয় কঠো-র॥ চোর ধরা গেল শুনি রাণী, অন্তঃপুরে করে কা-ণাকাণি। দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে, কাঁন্দে দেখি চোরের মুখানি॥ রাণী বলে কাহার বাছনি, মরে যাই লইয়া নিছনি। কিবা অপরূপ রূপ, মদনমোহন কূপ, ধন্য ধন্য ইহার জননী॥ কি কহিব বিদ্যার কপাল, পেয়ে ছিল মনোমত ভাল। আপ-নার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে, তবে কেন

হইবে জঞ্জাল ॥ হায় হায় হায় রে গোসাঁই, পেয়েছিনু সুন্দর জামাই। রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ, এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥ এই রূপে পুরবধূগণ, সুন্দরে বাখানে জনে জন। কোটাল সত্বর হয়ে, চলিল দুজনে লয়ে, ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥ চোর লয়ে কোতোয়াল যায়, দেখিতে সকল লোক ধায়। বালক যুবক জরা, কাণা খোঁড়া করে ত্বরা, গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥ কেহ বলে এ চোর কেমন, এখনি করিল চুরি মনঃ। বিদ্যারে কে মন্দ বলে, ভারত কহিছে ছলে, পতি নিন্দে আপন আপন ॥

নারীগণের পতিনিন্দা।

কারে কব লো যে দুঃখ আমার। সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥

বাধা আছি কুলফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে, না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার ॥ ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়, পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর ॥ শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি, পোড়া লোক পাপমতি, না বুঝে বিচার ॥ পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥ ধু ॥

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি। আহা

ধরি চোরের বালাই লয়ে মরি ॥ কিবা বুক কিম্বা মুখ কিবা নাক কাণ। কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥ ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায় দড়ী। কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ী ॥ দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার। হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥ এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন। দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মনঃ ॥ বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা। ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥ দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি। মনোগত পতি নহে সহিতে না পারি ॥ আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া। পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ এক রামা বলে সই শুন মোর দুঃখ। আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥ সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত। কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত ॥ বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে। আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে ॥ নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন। রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥ আর রামা বলে সই এতবরং সুখ। মোর দুঃখ শুনিলে পলাবে তোর দুঃখ ॥ মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল। গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল ॥ ভরাপূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য। আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥ আর রামা বলে

সই এ মাথার চূড়া। আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥ বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত। সে মুখ-চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত্॥ আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়। ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥ ঝাঁপনে কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত। অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥ গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়। কাজের মাথায় বাজ বাঁচাই-তে দায়॥ আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর। মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥ কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেট। মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥ অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মনঃ। একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন॥ বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে। আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥ একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর। ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥ আর রামা বলে ইতে না বলিহ মন্দ। না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥ বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায়। তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥ তাপেতে হইনু জরা না পূরিল সাদ। হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥ আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুঃখ। কোলশোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ॥ রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে। ভোজনের কালে

মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥ নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ। আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥ চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়। বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায় ॥ আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে। নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে ॥ রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত। না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥ ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ। তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥ আর রামা বলে হৌক তথাপি পণ্ডিত। বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত ॥ অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার। বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার ॥ পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা। অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা॥ সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে। তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥ আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়। পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥ পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি। দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥ কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার। দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার ॥ আর রামা বলে সই ভালত মুনশী। বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥ কিঞ্চিত্ কশুর নাহি কশুর কাটিতে। বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে॥ পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে।

ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে ॥ ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাকিফুকি লেখে। কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥ আর রামা বলে সই এত গুণ বড়। উকীল আমার পতি কীল খেতে দড় ॥ স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে। সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥ আর রামা বলে সই এত ভাল শুনি। আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী ॥ আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে। বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে ॥ আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদির মিশালে। করিতে না পারে নিসা টালে টোলে টালে ॥ আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম। খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম ॥ চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লয়। গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয় ॥ পরধন পরে দিতে যার এই হাল। তার ঠাঁই পানিফোটা পাইতে জঞ্জাল ॥ কহে আর রসবতী গালভরা পান। পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান ॥ কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন। চিনির বলদ সবে একখানি গুণ॥ আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া। সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥ আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর। অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর॥ শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে। খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥

গোঁজাবিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা। নিকা-
শে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা॥ আর রামা
বলে সই এ বটে গভীর। অভাগীর পতি নিকাশের
মুহরীর॥ মফঃসল সরবরা কেমন না জানে। অধিক
যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে॥ জমা লেখে বাকী
দেখে খরচেতে ভয়। পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু
কয়॥ আর রামা বলে সই এ বড় রসিক। অভাগীর
পতি বাজেজমার মালিক॥ যম সম ধরিতে পরের
বাজেজমা। নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে। বঁধু এলে তার
ডরে কেহ নাহি ধরে॥ আর রামা বলে সই এত বড়
গুণ। দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন॥ সদা
ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়। পড়াভাগ্য নিজে
নাহি অন্যেরে পড়ায়॥ হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে
হাতড়ায়। পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥
আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল। ঘড়েল পতির
জ্বালে আমি হৈনু কাল॥ রাত্রি দিন আট পর ঘড়ী
পিটে মরে। তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে॥
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়। আপনি না
পারে আরো বন্ধুরে খেদায়॥ আর রামা বলে আমি
কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই। বয়স বুঝিলে

তার বড়দিদী হই॥ বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে। পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥ বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি। জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥ দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥ সূতাবেচা কড়ী যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥ তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী। অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥ মহাকবি মোর পতি কত রস জানে। কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥ পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে। চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে॥ কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার। কত মতে করে রতি বলিহারি তার॥ শাঁখা সোণা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু। কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥ ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে। তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥ গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত। সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত॥ দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল। ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল॥

রাজসভায় চোর আনয়ন।

কি শোভা কংসের সভায়। আইলা নাগর শ্যামরায়॥ কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায়

তারা, বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়॥ বীরগণ আছে যত, বলে কংস হৌক হত, হেন জনে বধিবারে চায়॥ ধীরগণ মনে ভাবে, পাপ তাপ আজি যাবে, লুঠিব এ চরণ ধূলায়॥ ভারত কহিছে কংস, কৃষ্ণের প্রধান অংশ, শত্রুভাবে মিত্রপদ পায়॥

বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়। পাত্র মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়॥ ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল। গোলাম গর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥ পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত॥ পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাই পুত্র দশ। ভাগিনী জামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ॥ জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল। জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল॥ সম্মুখে সেফাই সব কাতার কাতার। যোড় হাতে বুকে ধরে ঢাল তলবার॥ ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী। সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী॥ মুশাহেব বসিয়া সকল বরাবর। আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর॥ মুনসী বখশী বৈদ্য কানগোই কাজি। আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজি॥ রবাব তম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ। নটী কালোয়াত গান গায় নানা রঙ্গ॥ ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়। নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়॥ উজ্জ্বল কজ্জল

বাস.হাবসী জল্লাদ। আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ॥ সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার। মাহুত হাতির কাঁধে জানায় জোয়ার॥ রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল। হেন কালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল॥ সারী শুক খুঙ্গি পুথি মালিনী সহিত। হাজীর করিল চোরে নাজীরবিদিত॥ নারীবেশে দশ.ভাই করে দণ্ডবত্। নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥ নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার। শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার॥ হেটমুখে আড় চক্ষে চোরে দেখে রায়। রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায়॥ বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর। কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥ কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব। কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥ সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা। যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা॥ হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল। এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল॥ হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর। পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর॥ সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়। কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥ বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়। ছেলে বলি ভাল বাসি মাসী মাসী কয়॥ বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।

মাটী খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যাবিদ্যমানে॥ চাহিয়াছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে। আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে॥ কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা। আনিতে কহেন চুপে কার সাধ্য আনা॥ ইহা বই জানি যদি তোমারি দোহাই। মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই॥ তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে। কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে॥ না জানি কুটিনীপনা দুঃখিনী মালিনী। চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী॥ নষ্ট নই নষ্টসঙ্গে হয়েছে মিলন। রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥ ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়। বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়॥ রাজার হইল দয়া হীরার কথায়। ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

লোকে মোরে বলে মিছা চোর। বুঝিবে কেবা এ ঘোর॥ সবে চোর হয়ে, মোরে ধরি লয়ে, চোরবাদ দেই মোর॥ দেখিয়া কঠোর, প্রাণ কাঁদে মোর, আমারে বলে কঠোর॥ সবে করে পাপ, ভুঞ্জিবারে তাপ, মোর পদে দেয় ডোর॥ কে মোরে জানিবে, কে মোরে চিনিবে, ভারত ভাবিয়া ভোর॥ ধু॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে। অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে॥ দূর কর কুটিনীরে

মাথা মুড়াইয়া। গঙ্গা পার কর গালে চূণ কালি দিয়া॥ ঢেঁকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়। ধুতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়॥ রাজার হীরার বাক্যে হইল সংশয়। আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয়॥ জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর। কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর॥ চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল। কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥ তুমিত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে। নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥ চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে। উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥ তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ। তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥ দেমাগ দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়। বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥ বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ। মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥ চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ। নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥ মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী। মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুনসী॥ চোর বলে মুনশীজী তুমি সে বুঝিবে। জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥ বখশী জিজ্ঞাসে আমি বখশী রাজার। মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার॥ চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়। পাই-

বা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়। চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥ বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা। জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥ এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে। বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥ শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়। ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয়।

কহে বীরসিংহ রায়, কহে বীরসিংহ রায়। কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছে মায়ায়॥ কহ তোমার কি নাম, কহ তোমার কি নাম। কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম॥ কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়। মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥ শুনি কহিছে সুন্দর, শুনি কহিছে সুন্দর। কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিত্ নাহি ডর॥ শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়। চোরের কথায় কোথা, কে করে প্রত্যয়॥ আমি রাজার কুমার, আমি রাজার কুমার। কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥ বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম। বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥ শুন শ্বশুরঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর। আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥ তুমি ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম অবতার। অবিচারে চোর বল

এ কোন বিচার ॥ বিদ্যা করেছিল পণ, বিদ্যা করে-
ছিল পণ। সেইপতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
পণে জাতি কে বা চায়, পণে জাতি কে বা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥ দেখ পুরাণ
প্রসঙ্গ. দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ। যথা যথা পণ তথা তথা
এই রঙ্গ ॥ তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে, তুমি জিজ্ঞাস
বিদ্যারে। বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে ॥
আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই,। জিনি-
য়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥ মোর বিদ্যা মোরে
দেহ, মোর বিদ্যা মোরে দেহ। জাতি লয়ে থাক
তুমি আমি যাই গেহ ॥ বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ,
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ। তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন
ধ্যান জ্ঞান ॥ ক্রোধে কহে মহীপাল, ক্রোধে কহে
মহীপাল। নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥
চোর তবু কহে ছল, চোর তবু কহে ছল। বিদ্যা না
পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥ আমি বিদ্যার লাগিয়া,
আমি বিদ্যার লাগিয়া। আসিয়াছি ঘর ছাড়ি
সন্ন্যাসী হইয়া ॥ আমি তোমার সভায়, আমি তো-
মার সভায়। নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আ-
মায় ॥ তুমি নাহি দিলা যেই, তুমি নাহি দিলা যেই।
সুড়ঙ্গ করিয়া আমি গিয়াছিনু তেঁই ॥ শুনি সভাজন
কয়, শুনি সভাজন কয়। সেই বটে এই চোর মানুষ-

তো নয়॥ চাহে কাটিতে কোটাল, চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপালী॥ চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া। পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া॥ শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক। কহিছে ভারত চন্দ্র পঞ্চাশত-শ্লোক॥ ইতি বুধবারের নিশাপালা।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোক পাঠ।

মোর পরাণ পুতলি রাধা। সুতনু তনুর আধা॥ দেখিতে রাধায়, মন সদা ধায়, নাহি মানে কোন বাধা॥ রাধা সে আমার, আমি সে রাধার, আর যত সব ধাঁধা॥ রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান, রাধা সে মনের সাধা॥ ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে, রাধাকৃষ্ণ পদে বাঁধা॥ ধু॥

চোরপঞ্চাশৎ।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং ফুল্লার-বিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্। সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং বিদ্যাং প্রমাদগলিতা-মিব চিন্তয়ামি॥ ১॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন। তথাপি

বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ॥ সুবর্ণ চম্পক দাম তুল্যরূপ তার। গৌরাঙ্গ তেমতি শোভা তব তনয়ার॥ অরুণ উদয়ে যেন প্রফুল্ল কমল। বিদ্যার বদন শোভা তেমতি বিমল॥ গৌর দেহে কিবা শোভে কৃষ্ণ লোমাবলী। সিন্দূরের বিন্দু মাঝে অলকাআবলী। যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ। কামরসে বিহ্বল লালস হয় অঙ্গ॥ প্রমাদেতে পড়ে আমি পরাণ হারাই। মুহূর্ত্তেক বিদ্যা রূপ চিন্তা করে যাই॥ কৃপা করে ক্ষণেক বিলম্ব নরবর। স্তুতি করে কালিকা সুন্দর অতঃপর॥ ১॥

সুন্দরের ছল বাক্য শুনিয়া রাজন। জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতের হবন॥ নৃপতি ভুজঙ্গ সম কোপে কম্পমান। এখনি ইহার মুণ্ড কর খান২॥ সুন্দর রাজার বোলে না ভাবে অন্তরে। পুনরর্থে কালিকার স্তুতিবাদ করে॥

সভাসদ মধ্যে বিদ্যা পক্ষে অর্থ করে। বিদ্যার বর্ণন কথা বুঝে নৃপবরে॥ কি ছার বিদ্যার তব কন্যার কথন। মনে২ মহাবিদ্যা করেছি স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

কনকচম্পকদাম মুদ্রা দক্ষ করে। আশীর্ব্বাদ বরাভয় যুক্ত সব্যে ধরে॥ যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া। নিজগুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া॥

অগৌরী শব্দেতে মহামেঘ প্রভা জানি। নীলপদ্ম প্রকাশিত বদন বাখানি॥ শিবের বচনে যোগতন্ত্র মতে বলি। নাভি দেশে আছে তব নীললোমাবলী॥ সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন। তস্যোপরি দিগম্বরী কর আরোহণ॥ কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পুরাণে। উপস্থিত হল কাম শিব সন্নিধানে॥ ভ্রূকুটি লোচনে ভস্ম হইল মদন। মদন বিহ্বল নাম হইল তখন॥ তাঁহার সহিত যেবা লালসিত অঙ্গ। প্রমাদেতে পড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ॥ বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা। তন্ত্রসারে আগে যাঁরে করেছে গণনা॥ কাতর দেখিয়া মোরে যদি কৃপা কর। তবে করি দেহ নৃপে দয়ার সাগর॥ কি জানি কপাল গুণে নাহি দেহ মন। তথাপিহ কালী বলে ত্যজিব জীবন॥ ১॥

প্রথম শ্লোকেতে স্তুতি করি অভয়ার। রাজার সাক্ষাতে পুনঃ কহে আরবার॥ শুন নরপতি তুমি দয়ার ঠাকুর। ক্ষণেক বিলম্ব কর দুঃখ করি দূর॥ অন্তকালে না রাখিব অন্তরে বেদন। সংপ্রতি প্রার্থনা মোর শুন সভাজন॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নব যৌবনাঢ্যং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং

পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি অশেষ ক্লেশ রজ্জুর বন্ধনে। বিশেষতঃ শরানলে দহিছে মদনে ॥ এতাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা। নব যৌবনেতে পূর্ণচন্দ্র নিভাননা ॥ তাহে উচ্চ স্তন ভার গৌরবর্ণ কান্তি। কামবাণে পীড়িতের সুমঙ্গল শান্তি ॥ এখন বারেক যদি পাই দরশন। সকল শরীরে হয় সুধা বরিষণ ॥ কি করিব মহারাজ কি আছে উপায়। আজ্ঞা যদি কর তবে বাঞ্ছা সিদ্ধি পায় ॥ ২ ॥

সুন্দরের বাক্যে জ্বলি কহে মহীপাল। ঝটিতি মশানে চোরে লওরে কোটাল ॥ রাজার কথায় কবি নাহি ভয় পায়। অর্থান্তরে পুনঃ স্তুতি করে কালিকায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

যেমন আমারে পূর্ব্বে করেছিলে দয়া। অদ্যাপি সেরূপ যদি দেখি গো অভয়া। কিবা রূপ চন্দ্র তুল্য আস্য শোভে যাঁর। শশিমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর ॥ আর বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে। চন্দ্র-মুখে চন্দ্র বিন্দু তন্ত্রের কথনে। উপমার কথা শুন এক মত নয়। কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয় ॥

পুনরপি শ্যামরূপ করে বিবেচনা। চিরকাল বিদ্যমান নূতন যৌবনা॥ পীন শব্দে উচ্চ আর স্তন শব্দে রব। বড় ঘোর শব্দযুক্তে বুঝায় ভৈরব॥ অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়। সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয়॥ সেই দেবকান্ত যাঁর নাম গৌরকান্তি। কৃপা করি মাহেশ্বরি মোরে কর শান্তি॥ দেব আদি সবাকার হরে লয়ে মন। তাহাতে মন্মথ নাম ধরিল মদন॥ মন্মথের শর করে শর শব্দে নাশ। হইল মন্মথ শর নামের প্রকাশ॥ সেই নামে শক্তি হয় অগ্নি রূপ যাঁর। এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর॥ সেরূপ সংপ্রতি যদি পাই দরশন। সুশীতল তনু তবে করি এইক্ষণ॥ ২॥

সুন্দর কহিছে পুনঃ রাজা বিদ্যমান। এক নিবেদন মোর কর অবধান॥ তব বাক্য রক্ষা হেতু প্রাণে যদি যাব। অন্তকালে উদর পূরিয়া আগে খাব॥ যে দ্রব্য ভোজনে বড় হয়েছে প্রয়াস। অদ্যাপি যাহার লাগি মনে করি আশ॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাং।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্র-
মুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টং॥ ৩॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

যে সুখেতে এতকাল সুখী ছিল মন। অদ্যাপি মরণ কালে হতেছে স্মরণ॥ পুনরপি পাই যদি কমল লোচনী। ইহ জন্ম মত সাধ সাধিব এখনি॥ কিবা উচ্চ পয়োধর ভারে দেহ ক্ষীণ। তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবি ভিন॥ সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময়। সংপীড়নে সুখী তবে বাহু যুগ হয়॥ তার মুখ পদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে। পূরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে॥ উন্মত্ত অলিতে বহু করে অন্বেষণ। সম্মুখেতে পায় যদি কমল কানন॥ যেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান। উদর পূরিয়ে অলি করে মধু পান॥ তেমতি, হরিষ যুক্ত হয় মোর মন। মরণ কালেতে সুধা করিব ভোজন॥ ৩॥

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ অতি মনোহর। নৃপতির রোষ বৃদ্ধি করিয়া সুন্দর॥ পরিহাস শুনে করে ভর্ৎসনা রাজন। তখন করিল মনে অভয়া চরণ॥ ওই শ্লোকে অর্থ কবি করিছে আবার। বিধি বিষ্ণু আদি যাঁর পদ করে সার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

যাঁর লীলা পূর্ব্বকালে পাষাণ তনয়া। অদ্যাপি উদয় মনে সেরূপে অভয়া॥ অবোধ তনয়ে কৃপা করো গো প্রকাশ। সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস॥

প্রফুল্ল কমল তুল্য চক্ষু যাঁর জানি। কমলায়-তাক্ষী বলে তাঁহারে বাখানি ॥ কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী। সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি। দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ। সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ ॥ পুরাণেতে উক্ত আছে হর পূজে হরি। সহস্রেক পদ্ম তাহে নিরূপণ করি ॥ এক দিন হরি ভক্তি পরীক্ষা কারণে। যোগে-শ্বর এক পদ্ম রাখিলা গোপনে ॥ পূজাকালে এক পদ্ম অমিলন হৈল। উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল। কমলাক্ষ নামে শিব হইল তখনি। কমলায়তাক্ষী কালী তাঁহার রমণী ॥ পীবর শব্দে-তে পুষ্ট পয়োধর তাঁর। মহামেঘ সম প্রভা হই-য়াছে যাঁর ॥ অদ্য যদি সেই রূপ পাই দরশন। এ-সঙ্কটে হয় তবে সফল জনম ॥ সংপীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম। যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম ॥ সং শব্দেতে সমুদায় পীড়ার জনন। সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন। তাহাতে সং পীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি। সংপীড়িতা হয় নাম পাষাণ কুমারী ॥ অ শব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত। বাহুযুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত ॥ বি-ষ্ণুর জননী রূপে যথা বিষ্ণু মুখে। অতিস্নেহে চুম্বন করিল মহা সুখে। বালকের অতিশয় স্নেহের কা-

রণে। অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে॥ সেই রূপ ক্রূপা যদি করগো জননী। গর্ব্ভধারিণীর রূপ ধর মা আপনি॥ ৩॥

তৃতীয় শ্লোকেতে স্তুতি করি গুণাকর। নিবেদন করে পুনঃ শুন অতঃপর॥ যা ছিল প্রাক্তনে মোর ললাটের ফল। আসন্ন কালেতে হৈল হীন বুদ্ধি বল॥ নিশ্চয় জানিয়া তবু স্থির নহে প্রাণ। চতুর্থ শ্লোকেতে করে বিদ্যার সন্ধান॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গী
মাপাণ্ডু গণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীং।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্তরপাবয়ন্তীং
কণ্ঠাবসক্ত মৃদুবাহুলতাং স্মরামি॥ ৪॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

নিধুবন শব্দে রতি বিহার বুঝায়। তাহার যে ক্লম ক্লেশ সয়্যাছেন তায়॥ আর এক শোভা তার কিবা মনোহর। অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর॥ তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ। কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ॥ তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার। খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি দেখেছি তাহার॥ পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা। অনিবার প্রেম রসে ছিল যে যাতনা॥ বিদ্যার সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে। ছন্নং হয়্যা পাপ পলায়

তরাসে ॥ সুকোমল বাহুলতা বন্ধ ভুজপাশে। কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে ॥ এখন বাঁধিবে যদি জীবন আমার। সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার ॥ ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি। বিদ্যার স্মরণে আমি স্থির করি মতি ॥ ৪ ॥

শুনি ক্রোধে মার মার করে নৃপরায়। মনেং স্তুতি কবি করে কালিকায় ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালী পক্ষে।

অদ্ভুত শৃঙ্গারে যথা নিধুবন জানি। তাহার যে ক্রম ক্লেশ সহে শূলপাণি ॥ বিপরীত রতাতুর হইয়া মহেশ। অধতে পুরুষ ঊর্দ্ধে নারী তেঁই ক্লেশ ॥ এমন শিবের সহ হয়েছে অর্দ্ধাঙ্গী। তাহাতে শ্যামার নাম ক্রমনিঃ সহাঙ্গী ॥ কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব। পাণ্ডুবর্ণ আভা পদতলে পড়ে শিব ॥ বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ শরণাভিলাষে। আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামা পদ পাশে ॥ সেই যে পতিত কেশ শিব গণ্ডে শোভে। মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধু লোভে ॥ ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা আবলী। সেই কেশ হতে মাকে মুক্তকেশী বলি ॥ শ্বেত কৃষ্ণ মধ্যে দেখ অরুণ বরণ। কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন ॥ এমন শিবের নারী হয়েছেন যিনি। ইহাতে অলকাবলি কুন্তলাক্ষী তিনি ॥ অন্তরের যত পাপ করেন প্রণাশ।

সে দেবে আচ্ছন্ন করি করিছেন রাস ॥ কণ্ঠে আভরণ শব মুণ্ডমালা পরি। অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী ॥ অসুরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে। কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিণী রূপ সাজে ॥ এমন জননী যার ত্রিভুবন মাজে। কি করিতে পারে তার বীরসিংহ রাজে ॥ ৪ ॥

চতুর্থেতে নতি স্তুতি করে সমর্পণ। নৃপতি নিকটে পুনঃ করিছে বর্ণন ॥ কবি কয় মহাশয় কি কব বিশেষ। লজ্জা ভয় পরিত্যাগি ছাড়িয়াছি দেশ॥ যে গুণে বন্ধন আমি হয়েছি বিদ্যার। শুন মহারাজ কিছু কহি আর বার ॥

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাং
তির্য্যগ্‌গলত্তরলতারকমাবহন্তীং।
শৃঙ্গারসারকমলাকর রাজহংসীং
ব্রীড়াবনম্রবদনা মুরসি স্মরামি ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যা পক্ষে।

যে যাতে অপূর্ব্ব রত সেইত সুরত। সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত॥ নিদ্রাবেশে কাম রসে হয়ে পতিপ্রাণা। এই হেতু সুরত জাগর ঘূর্ণমনা ॥ কামোল্লাসে প্রেম রসে হয়ে বিবসনা। সচঞ্চল ঝলমল সুহাস্য বদনা॥ সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা। গ্রাসমান শশী যেন হয় মধু লোভা॥ ভালে সিন্দূ-

রের বিন্দু বিজলি খেলায়। বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায়॥ কমল শব্দেতে জন্ম স্থান পদ্মাকর। এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর॥ শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর মাজে। রাজহংসী রূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে। কামিনী স্বভাব ধর্ম্ম সলজ্জিতা হয়। মধু দান দিয়া অধোবদনেতে রয়॥ আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন। অতুল সঙ্কটে তবু না ভুলিল মন॥ নরপতি শীঘ্র গতি কর কৃপালেশ। তব তনয়ার আমি দেখিব সে বেশ॥ ৫॥

মহীপাল যেন কাল বিকট বদনে। সুন্দরে সংহার আজ্ঞা দিল ততক্ষণে॥ শুনিয়া সভয় বাণী করে উপ-হাস। অর্থান্তরে করে পুনঃ কালী পদ আশ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালী পক্ষে

সুরত শব্দেতে জেনো এ সব সংসার। তাহার সংহার রূপে জাগরণ যাঁর॥ সুরত জাগর রূপ ধারণ মহেশ। তাঁহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ॥ বিপরীত রতাতুরা হয়েছে শিবানী অতিব্যস্ত রূপা তেঁই ঘূর্ণমনা জানি॥ বিমানেতে মহামেঘ ঘটা মধ্য ভাগে। তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে॥ বক্র গতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন। সিন্দুর বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন॥ উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের। হয়েছে শৃঙ্গার সার নাম মদ-

নের॥ তাহার কমলাকর কান্তি যে শোভার। সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার॥ তথাপি শৃঙ্গার সার করি ত্রিলোচন। ক্রীড়া পক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন॥ অকথ্য ঐশ্বর্য্য যাঁর কে করে গণনা। অশেষ বিশেষ রূপে করে বিবেচনা॥ লজ্জামাত্র লজ্জা পায়ে করেছে পয়ান। দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান॥ সেই শিবে অবলম্ব বদন যাঁহার। এমন শ্যামার পদ যুগ করে সার॥ অন্তকালে অন্ত-রীক্ষে ভবানীকে ভাবে। সুন্দর ভবের ভয় কিছু নাহি পাবে॥ ৫॥

পঞ্চম শ্লোকের অর্থ করে বিবরণ। বিদ্যার বন্দনা আর অভয়া চরণ॥ যোড় করে কবিবর কহে আর বার। এ জঞ্জাল হলো কাল কেবল বিদ্যার॥ নাহি জানি কিছু আমি ছিল শুদ্ধ মতি। কি গুণে ভুলালে তব কন্যা বিদ্যাবতী॥ এত বলি কৃতাঞ্জলি করে কবিরাজ। আরম্ভিল ষষ্ঠ শ্লোক নৃপে দিতে লাজ॥

অদ্যাপি তাং সুরত তাণ্ডব সূত্রধারীং
পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখীং মদবিহ্বলাঙ্গীং।
তন্বীং বিশাল জঘনাং স্তনভার নম্রাং
ব্যালোল কুন্তল কলাপবতীং স্মরামি॥ ৬॥

অস্যার্থঃ বিদ্যা পক্ষে।

কন্দর্পের লীলা ছল কত কব আর। গীত বাদ্য

নাট্য আদি নানা রস তার॥ পৌর্ণমাসী শশিমুখী মন বিহারিণী। কামরস নর্ত্তনের সূত্র বিধায়িনী॥ স্থূলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর। সুশোভনা কৃষ্ণ কেশী মধ্য ক্ষীণতর॥ এইরূপ শুন ভূপ দেখিয়া বিদ্যারে। আকুল হয়েছে প্রাণ অকূল পাথারে এখন আমারে কর লক্ষ অপমান। বিদ্যার কারণে হয় সুখ সম জ্ঞান॥ ৬॥

অতি মৃদুভাষে কয় সুমিষ্ট বচন। নৃপতি শরীরে হয় বিষ বরিষণ॥ কোপে কম্পমান রাজা কহেন তখন। ঐ শ্লোকে কালীপদ করয়ে স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালী পক্ষে।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি লীলা। ভ্রুকুটী ভঙ্গিমা করে নৃত্য আরম্ভিলা॥ পদাঘাতে মহী তাতে যায় রসাতল। ইন্দ্র আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল॥ নর্ত্তনের মূল সূত্র বিধি কয়ে দিয়া। অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া॥ তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনী। ধরিয়া মোহিনী রূপ হর মনোমোহিনী॥ ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তকর। সুশোভনা মধ্যক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর॥ আলুয়ে পড়েছে কেশ আপাদ অবধি। কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি॥ এবেশে মহেশে স্থির করেছ অমনি। বন্ধুহীনে অকিঞ্চনে তার গো জননী॥ অদ্যাপি আশায়

করি শুন মহামায়া। বিপদে পড়েছি মাগো দেহ পদ ছায়া ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ কবিতার পূর্ণ করি কবিবর। নৃপ সন্নিধানে করে হাস্য মনোহর॥ দৈবাধীন এক দিন কুমারী তোমার। চাতুরী করিল ধনী কৌশলে প্রচার॥ জনে জনে দাসীগণে বারণ করিল। আঙ্গিনার দ্বার দেশে শয়নেতে ছিল॥ পৌর্ণমাসী শশী দিব্য জ্যোৎস্নার জালে। গোপনে রাখিল তনু শুভ্রের মিশালে॥ সেই কথা মনে করে সুকবি সুন্দর। করিল সপ্তম শ্লোক নৃপতি গোচর॥

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দন চর্চ্চিতাঙ্গীং
কস্তূরিকা পরিমলেন বিসর্পিগন্ধাং।
অল্লেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং
মুগ্ধাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যা পক্ষে।

সুচারু চন্দন সর্ব্ব দেহে লিপ্ত করে। কুঙ্কুম কস্তূরী গন্ধ আদি যুক্ত পরে॥ চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ। শুভ্র মল্লিকার মাল্য গলেতে শোভন॥ শুক্লবর্ণে সর্ব্বগাত্র রাখে মিশাইয়া। মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শয়ন করিয়া॥ লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে। আমাকে দর্শন দিল বহু অন্বেষণে॥ সেই দিন সেই রূপ হল চমৎকার। অদ্যাপি স্মরণে মনে

হয় বারে বার ॥ এমন সুন্দর লীলা করেছে যে জন। পাসরিতে পারি তারে করিয়া কেমন ॥ ৭০॥

রাজা বলে মহীতলে বৃথা জন্মে ছিলে। জন্ম মাত্রে বিষ পানে কেন না মরিলে ॥ চোর হয়ে সাধু ভাষা কোন্ অহঙ্কারে। থাক২ প্রতিফল দিতেছি তোমারে ॥ রাজার কথায় রায় ভয় নাহি করে। শ্লোকার্থ করিয়া পুনঃ ভদ্রকালী স্মরে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালী পক্ষে।

এক দিন ভক্তি ভাব পরীক্ষার তরে। ছল করে আসি ছিলে ছদ্ম বেশ ধরে ॥ কালী রূপে ভাবে মোরে সতত কুমার। অন্য রূপ আজি দেখি কি ভাব তাহার ॥ সে দিন যে রূপ মোরে দিলা দরশন। এ সঙ্কটে সেই রূপ করিয়ে ভাবন ॥ এত বলি আর বার করুণা করণ। কালী পদে কবি তার অর্থ নিরূপণ ॥ মেঘ কাদম্বিনী রূপ করিতে উত্ত্যক্ত। অগোর চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত ॥ কস্তুরী কল্লোল আদি লেপন করিয়া। কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপনে রাখিয়া ॥ ভালে অর্দ্ধ শশী ভাল হইল উদিত। মালতী শিরীষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত ॥ শঙ্করের সতত জানিবে সমাচার। অতিশয় তেঁই অতি বাম নাম তাঁর ॥ অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন। মুগ্ধ হয় এই বাম নয়না লক্ষণ ॥ পুনর্ব্বার বলি

আর তন্ত্রের লিখন। সেই শিবোপরি যাঁর হয়েছে শয়ন॥ শিব শক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে। শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে ॥ ৭ ॥

শুনিয়া সপ্তম শ্লোক কহিছে রাজন। পিপীড়ার পাখা উঠে মৃত্যুর কারণ ॥ চলিল মশানে লয়ে মাথা কাটিবার। তিলার্দ্ধ বিলম্ব নাই বলে আর বার॥ সুন্দর কহিছে সত্য শুনগো ঠাকুর। সুধাপানে মৃত্যুভয় সব গেছে দূর ॥ মৃত্যুজয়ী হই আমি যেই সুধাপানে। শ্লোকাষ্টমে কহি তাহা বিশেষ বাখানে ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং
নীচাম্বরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীং।
কাশ্মীরকন্দমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং
কর্পূর পুগ পরিপূর্ণ মুখীং স্মরামি ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ বিদ্যা পক্ষে।

তব কন্যা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে। মধুপান পাত্রী হয়ে তোষে মধু দানে॥ পুনরপি সেই কালে তোমার যে সুতা। পানে অতি স্বাদুবতী হলো রসযুক্তা॥ মদনের মত্ত গজ শাসনের তরে। অপূর্ব্ব অঙ্কুশ চিহ্ন তনু শোভা করে ॥ চঞ্চল খঞ্জন আঁখি বিজলির প্রায়। মেঘ সম শোভা করে কজ্জল তাহায়॥ মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ যাহার। কপূরা-

দি পূর্ণমুখী সুধার আধার॥ তারে মধুপানে মোর না হবে মরণ। তেঞি করি এ সঙ্কটে তাহারে স্মরণ॥৮॥

ত্যক্ত হয়ে নৃপবর না শুনে বচন। অর্থান্তরে করে কবি কালীর ভজন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

নিধুবন বলি সর্ব শৃঙ্গার বিধান। মধুপান পাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান॥ মধুপান ব্যক্ত আছে তন্ত্রের বচনে। তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে॥ সর্ব্ব দেব তেজোময় হন যে সময়। দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয়॥ মধুপান পাত্র দিল কুবের যখন। মহিষ মর্দ্দনে মধুপান যুক্ত হন॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদয়। সেই হেতু মধুপান পাত্রী বলে কয়॥ অতিশয় আস্বাদনে হইয়া নিযুক্ত। মুখে হতে বাহ্যে জিহ্বা করে পরিমুক্ত॥ বরাঙ্গনা সুবদনা পিঙ্গল লোচনী। কাশ্মীর কন্দল আদি সুগন্ধ মোহনী। লবঙ্গ কর্পূর পূগ মিলিত তাম্বূল। পরিপূর্ণ মুখে আভা হতেছে অতুল॥ সেই মুখশশি চিন্তা করি বারে বারে। অন্তকালে যেন শ্যামা নিস্তার আমারে॥ ৮ ॥

কহিয়া অষ্টম শ্লোক বিলম্ব না করে। পুনরপি নব শ্লোক আরম্ভিল পরে॥

অদ্যাপি তৎ ক্রমপতন্মদিরাপরাগ
প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদ বিলোল নেত্রং
রাহূপরাগপরিমুক্তমুখং স্মরামি॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

ক্রমে ক্রমে যার, সুধা মধু সার, ধারা পতনের শোভা। যেন ইন্দু কণা, শোভে সুবদনা, চকোরের মনোলোভা॥ রাহু মুক্ত শশী, বদন হরষি, লোচনের কি ভঙ্গিমা। যার দেখা তরে, রতি খেদ করে, রূপের নাহিক সীমা॥ এই অন্তকালে, যা থাকে কপালে, প্রাণ চায় দেখিবারে। শুনে নরবর, কম্পে কলেবর, রায় ভাবে কালিকারে ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

সুধাপানে যত, ক্রমাগত তত, হতেছে কত পতন। ধারা সম করে, সুধা বিন্দু ঝরে, ইন্দু খণ্ড সুবদন॥ শরদিন্দু মত, সে বদনে কত, কিবা শোভা সুলোচনে। রতি অভিলাষ, করে সর্ব্বনাশ, মহেশে রাখে মোহনে॥ মুখ ইন্দীবর, নিন্দি সুধাকর, স্মরণে মরণ যায়। কাল সম রায়, বধে বা আমায়, না দেখি কোন উপায়॥ ৯ ॥

সুন্দর যতেক বলে, রাজা শুনে কোপে জ্বলে, বলে বেটা এত অহঙ্কার। রাজা কহে নিশাচরে,

মশানেতে চোরে ধরে, শীঘ্রগতি দেহ যমাগার॥ রাজাজ্ঞাতে ধূমকেতু, ধরে মারিবার হেতু, সদা বলে চল রে এখন। আমার জিম্মায় পুরী, সেই ঘরে কর চুরি, আর তুমি কহ কুবচন॥ বিলম্ব নাহিক আর, পাঠাবো শমনাগার, মরণ কালেতে কর রঙ্গ॥ কোটালের কটূত্তর, শুনি করে প্রত্যুত্তর, করে পুনঃ শ্লোকের প্রসঙ্গ॥

এক দিবসের কথা, অপরূপ সেই প্রথা, ই জন্মে ভুলিতে কি পারি। তাহার বুদ্ধির গুণ, হৃদে জাগে পুনঃ২, ব্যবহার শুনহ তাহারি॥ ইতি মধ্যে এক দিবা, আহা মরি২ কিবা, সেই গুণবতীর সহিতে। কথায় বিবাদ করে, হইল প্রমাদ পরে, প্রাণ কাঁদে বিশেষ কহিতে॥

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমৃনালপত্র্যা॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

মানে মৌনী হয়ে দুঃখী, বিরসেতে শশিমুখী, একা বসিয়াছে ক্রোধাগারে। মান করি অতি ভার, ত্যজে নিজ অলঙ্কার, সখীগণ প্রবোধিতে নারে॥ আলুথালু করে কেশ, হয়ে অতি ছিন্ন বেশ, অর্দ্ধ

অঙ্গে আছয়ে বসন। হয়ে অতি অভিমানী, গণ্ডে দিয়া সব্য পাণি, নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন॥ এ বেশে দেখিয়া তায়, ভাবি কত ভাবনায়, কখন না দেখি যে এমন। আমি বলি একি ধনী, সেতো নাহি করে ধ্বনি, তাহাতে দুঃখিত মোর মনঃ॥ যত বলি অপরাধ, তত ঘটে পরমাদ, কটাক্ষ দর্শনে নাহি চায়। হেট করি রহে মুণ্ড, বিধৃত হয়েছে তুণ্ড, বিচ্ছেদ অনল জ্বলে তায়॥ আমি নহি অপরাধী, মিথ্যা মানে কর বাদী, ক্ষমা কর নিজ দাস বলে। হলে তব মতে মত, নহে কোন অন্য মত, প্রতিফল তারি মত ফলে॥ যার সঙ্গে বারোমাস, করি একত্তরে বাস, তার সনে বিরোধে বারেক। তাহাতে না কবে কথা, আমি যাব যথা তথা, প্রাতে উঠি ধরে কোন ভেক॥ এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে, সাধিলাম কত কয়ে, মৌনে রয় হয়্যা অভিমানী॥ তবে আমি সে সময়ে, নাসিকাতে তৃণ লয়ে, হাঁচিলাম বলিবারে বাণী॥ ক্ষুৎপতন জৃম্ভ সব, জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলী রব, ব্রহ্ম বধ পাপ না বলিলে। না কহিল সে বচন, ত্যজে ছিল আভরণ. কর্ণফুল কর্ণমূলে দিলে॥ দেখিলাম বিধিমতে, পতির কল্যাণ হতে, জীব বলা হইল প্রকারে। বুদ্ধির এরূপ যার, তারে মোর পরিহার, কি কহিব মান ভাঙ্গিবারে॥ ১০॥

শুনে সুকৌশল বাণী, নৃপ নাহি কহে বাণী, অধোমুখে ভাবে মৌনী হয়ে। করিতেছে যে চাতুরী, মোর ঘরে করে চুরি, তেঁই বলি মাথা কাট লয়ে॥ সভাসদ মাঝে রয়, তবু পুনঃ কটু কয়, তাহে লোক-লজ্জার কারণ। এই শ্লোকে কবিরায়, পুনরপি কালিকায়, ধ্যান করে হয়ে পরায়ণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালী পক্ষে।

কৃতাঞ্জলি করে কই, নাহি জানি তোমা বই, ছাড়িলে কি সে সকল মায়া। বাঞ্ছাকল্পতরু বলে, পূর্ব্বেতে সদয় হলে, সে দয়া লুকালে মহামায়া॥ কৃপা দৃষ্টি আমাপানে, তখন এ সব স্থানে, মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ। এক দিন রাত্রিভাগে, শ্মশানে প্রকট আগে, ক্রোধ বেশে করি কৃপা লেশ॥ অতি-শয় প্রয়োজনে, প্রাণপণ আবাহনে, ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী। না আইলে শীঘ্রগতি, ভ্রান্ত হল মোর মতি, ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি॥ তখনি অমনি দেখা, ভালে শশি খণ্ড রেখা, কালান্তক বিকট দশন। করালবদনী ভীতি, পদ ভরে কাঁপে ক্ষিতি, কোকনদ ছবি ত্রিনয়ন॥ ভয়ে জ্ঞান পরিহরি, ভাবি কি উপায় করি, বিধি হর হরি পরিহারে। এক যুক্তি সে সময়, মনেতে উদয় হয়, আশীর্ব্বাদ লইব প্র-কারে॥ শুনি লোক ব্যবহারে, শাস্ত্রমত অনুসারে,

যে কৰ্ম্মেতে জীব বাক্য বলে। ফুৎকার করিনু পর, না করিলে প্রত্যুত্তর, আশীর্ব্বাদ করিলে মা ছলে ॥ তার মূল কথা বলি, কর্ণে ছিল যে পুতলি, ভূতলে ত্যজিলে তায় রাগে। পতিত সে শিশু দ্বয়, কৃপা দৃষ্টি পুনঃ হয়, উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে ॥ শিশু সবে দয়া করে, দেখাইয়া মায়া পরে, আমাকে করিলা কৃপা শেষে। শঙ্কিত হই শঙ্করী, এত দিন রক্ষা করি, পরাণ কি হারাব বিদেশে ॥ অদ্যাপি আমার মনঃ, না ভুলিবে ও চরণ, যা কর মা তোমার উচিত। সুন্দর সুরস ভাষে, থাকি কালী পদ আশে, মায়া বশে হয়েছি মোহিত ॥ ১০ ॥

কবি কহিয়া দশম, কবি কহিয়া দশম। বিদ্যার বুদ্ধির করে গৌরব বিষম ॥ পুনঃ কৌতুকের তরে, পুনঃ কৌতুকের তরে। একাদশ আরম্ভিল রাজার গোচরে ॥

অদ্যাপি তৎ কনক কুণ্ডল ঘৃষ্ট মাল্যং
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলন শ্রমজল স্ফুট সান্দ্র বিন্দু
মুক্তাফল প্রচয় বিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

শুন ওগো মহারাজ, শুন ওগো মহারাজ। এক দিবসের কথা কহি ত্যজে লাজ ॥ তব তনয়া আপনি,

তব তনয়া আপনি। আমারে কহিল আজি সাজহ রমণী॥ আমি পুরুষ হইয়া, আমি পুরুষ হইয়া। রমণ করিব ভাল রমণী করিয়া॥ আমি শুনিয়া অমনি, আমি শুনিয়া অমনি। ছাড়িয়া পুরুষ বেশ সাজিনু রমণী॥ সে যে পুরুষ হইয়ে, সে যে পুরুষ হইয়ে। কৌতুক করিল কত আমারে লইয়ে। আমি নারী রূপ হয়ে, আমি নারীরূপ হয়ে। সে করে ইঙ্গিত আমি সব থাকি সয়ে॥ নারী মুখে নরভাষ, নারী মুখে নর ভাষ। শুনিয়া কৌতুক বড় বাড়িল উল্লাস। আমি হয়ে সীমন্তিনী, আমি হয়ে সীমন্তিনী। মৃদুভাষে কথা কহি যেন বিনোদিনী॥ শুন অপূর্ব্ব কথন, শুন অপূর্ব্ব কথন। রমণ করয়ে মোরে করি আরোহণ॥ সে যে ক্ষণেক রমণে, সে যে ক্ষণেক রমণে। স্বভাবতঃ নারী জাতি শ্বাস বহে ঘনে॥ দোলে কর্ণের কুণ্ডল, দোলে কর্ণের কুণ্ডল। পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥ শোভা কিকব তাহার, শোভা কি কব তাহার। ললাটে ঘর্ম্মের বিন্দু যেন মুক্তাহার॥ সিঁথী আভরণ তায়, সিঁথী আভরণ তায়। ঘর্ম্ম বিন্দু যতি তাহে কিবা শোভা পায়॥ অল্প সিন্দূরের বিন্দু, অল্প সিন্দূরের বিন্দু। মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু॥ সেই প্রেয়সী বদন, সেই প্রেয়সী বদন। অদ্যাপি মরণ দিনে করিগো স্মরণ॥ ১১॥

শুনি বীরসিংহ রায়, শুনি বীরসিংহ রায়। কোপেতে দ্বিগুণ জ্বলে অনলের প্রায়॥ তবে সুন্দর তখন, তবে সুন্দর তখন। মনে মনে স্তুতি করে অভয়া চরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

আমি নিধনের কালে, আমি নিধনের কালে॥ কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে॥ যোগ তন্ত্রেতে শুনেছি, যোগ তন্ত্রেতে শুনেছি। কালিকা পুরাণ মত ধ্যানেতে দেখেছি॥ যথা পুরুষ প্রকৃতি, যথা পুরুষ প্রকৃতি। পুরুষে উত্থিত নারী রমণ বিকৃতি॥ বিপরীত রতি কালে, বিপরীত রতি কালে। কিবা শোভা সালঙ্কার সাজিয়াছে ভালে॥ আরো কর্ণের কুণ্ডল, আরো কর্ণের কুণ্ডল। দোলন ঘর্ষণে মুখ করেছে উজ্জ্বল॥ কিবা কবরী বন্ধন, কিবা কবরী বন্ধন। মণি মুক্তা যুক্ত তাহে সিঁথী আভরণ॥ আছে সীমন্ত মাঝারে, আছে সীমন্ত মাঝারে। সিন্দূরের বিন্দু যেন ইন্দু নিন্দিবারে॥ আর দেখ তার পাশে, আর দেখ তার পাশে। চন্দনের কণা যেন চাঁদা প্রকাশে॥ রতি আন্দোলন শ্রমে, রতি আন্দোলন শ্রমে। প্রতি লোমে ঘর্ম্ম দেখা দিল ক্রমে ক্রমে॥ ভালে অর্দ্ধ খণ্ড শশী, ভালে অর্দ্ধ খণ্ড শশী। ঈষৎ মিশালে ঘর্ম্ম মুক্তা শ্রেণী বসি। দেখ কি কব শোভা-

র, দেখ কি কব শোভার। অদ্যাপি জাগিছে সদা অন্তরে আমার ॥ আমি ডাকি অকিঞ্চনে, আমি ডাকি অকিঞ্চনে। করুণা করিয়া রাখ এ ঘোর বন্ধনে ॥ শুন সুন্দরের বাণী, শুন সুন্দরের বাণী। কৃপা করি ভব ভয়ে নিস্তার ভবানী ॥ ১১ ॥

সুন্দর বলিছে পুনঃ করি নিবেদন। আর যে বিদ্যার চারি শোভা নিরূপণ। যে দেখেছি বারবার না ভুলে অন্তরে। জীবন মরণে কিম্বা বিপদ সাগরে ॥ সে শোভার বিবরণ মনে করি আশ। কহিছে দ্বাদশ শ্লোক করিতে প্রকাশ ॥

অদ্যাপি তৎ প্রণয়ভঙ্গুর দৃষ্টি পাতং
তস্যাঃ স্মরামি পরিবিভ্রম গাত্রভঙ্গং।
বস্ত্রাঞ্চলেন পরিধর্ষি পয়োধরান্তং
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডনমণ্ডনঞ্চ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যা পক্ষে।

কিবা তার চমৎকার নয়ন ভঙ্গিমা। কুটিল ভ্রূকুটি যার দিতে নাই সীমা॥ সজল জলদ তুল্য কজ্জল তাহায়। কন্দর্পের ধনুঃ যেন ভ্রূর শোভা পায় ॥ দশন কুন্দের পাঁতি ইন্দুর কিরণ। নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন ॥ সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত। বল বুদ্ধি হীন হয় যেন অকস্মাৎ॥ কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ যেন শরজালে জ্বরে। এক দৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের

উপরে॥ কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন। যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস ভঞ্জন॥ পুনর্ব্বার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ। যখন করেন তিনি আলস্য মোক্ষণ॥ গাত্র ভঙ্গ হলে হয় তনু দীর্ঘাকার। কটি কণ্ঠ জানু ঈষদ্বক্রের আকার॥ সে কালীন ভুজ দ্বয় ঊর্দ্ধে অবসরে। অল্প উন্মীলন চক্ষু পার্শ্বে দৃষ্টি করে॥ বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা। ঘন ঘন উঠে মুখে জৃম্ভণের ঘটা॥ নাসাগ্রেতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি। এলকেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি॥ তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ। সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন॥ হেমাদি জড়িত চিত্র বিচিত্র বরণ। কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন॥ হৃদিপরে উচ্চ কুচ কাঁচলি উপরে। বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে॥ আর এক স্বভাব স্ত্রীলোক গাত্রে আছে। তাম্বূল ভোজন করি দেখে তার পাছে॥ জিহ্বা মোর রক্তবর্ণ কিম্বা আছে ভিন্ন। খদিরাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন॥ সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিগে রয়। মধ্য দেশে কিবা শোভা করে দন্তচয়॥ সিন্দূর বরণ সব মেঘের মাঝারে। চন্দ্রের মণ্ডল তাহে লাজে পরিহারে॥ এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ। অদ্যাপি আমার মন করয়ে চিন্তন॥ ১২ ॥

শুনে নরপতি বলে লজ্জা নাই তোর। আরো

কি করিতে যদি না হইতে চোর ॥ সুন্দর বলেন আমি স্বরূপ কহিব। চোর যদি হই তবে শপথ করিব ॥ নৃপ বলে চোরের কি ধর্ম্ম অধিকার। সুন্দর ভাবিয়া স্তুতি করে কালিকার ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমা পানে। কৃপা সিন্ধু শুকাবে না কণা মাত্র দানে ॥ ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এ বার। এ সঙ্কটে ভবজায়া কর গো নিস্তার ॥ কিবা চারি শোভা দেহে আছয়ে বিদিত। দিবা নিশি সেইরূপ অন্তরে গ্রথিত ॥ প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাখানি। তারে ভঙ্গ করে তব দৃষ্টিপাত জানি ॥ ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাঙ্গা ত্রি নয়ন। শশী ভানু কৃশানুকে করিছ সৃজন ॥ প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে। সুরাসুর সুনির্ম্মল যেই দৃষ্টিপাতে ॥ সদা সশঙ্কিত প্রভা দর্শনেতে যাঁর। অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিন্তি বারেবার ॥ দনুজ দলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে। আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ পায়ে ॥ গাত্র ভঙ্গে কি ভঙ্গিমা লাঞ্ছিত চন্দ্রিমা। ঈষৎ বক্রেতে দেহ রূপ নাহি সীমা ॥ নয়নের কোণে কর কটাক্ষ দর্শন। পরিভ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ ॥ চালন সকল তব হয় অলঙ্কার। তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎ-কার ॥ সরোজে বিকট মূর্ত্তি মুখের আভাস। রিপু

বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ॥ অরুণ উদয় দিকে প্রভা কিবা হয়। সেই দিগ্বসনে সবে দিগম্বরী কয় ॥ দিগ্বসন বিশেষতঃ হৃদয় উপর। বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর ॥ আর এক শোভা বড় দেখিছি শ্যামার। মুখ হৈতে মুক্ত জিহ্বা হয়েছে তাঁহার ॥ বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি। নখরেন্দু কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি। কিবা শোভা কালী পদে রক্ত ইন্দীবরে। মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে ॥ দন্তচয় রিপুক্ষয় করে অজস্রয়। অদ্যাপি চিন্তনে শ্যামা দিবেন অভয় ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ শ্লোকের অর্থ করি সমাপন। পুনরপি সুন্দর করিছে নিবেদন। সরোষেতে নরনাথ নাহি শুনে বাণী। স্তুতি নতি করে রায় বিশেষ বাখানি ॥ আমি কি করিব মোর প্রাণ নহে স্থির। বিদ্যার কারণে সদা চক্ষে বহে নীর ॥ সবিস্ময় রূপ তার দেখ অনুমানে। ত্রয়োদশ শ্লোক তবে কহে নৃপ স্থানে ॥

অদ্যাপ্যশোক নবপল্লব রক্ত হস্তাং
মুক্তা ফল প্রচয় চুম্বিত চূচকাগ্রাং।
অন্তঃস্মিতেন্দু সিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং
তাং বল্লভাং রহসি সম্বলিতাং স্মরামি ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

অশোক পল্লব নব সম পাণিতলে। চূচকাগ্রে শো-

ভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥ অন্তরে ঈষদ্ হাস গণ্ডে বিকশিত। শরদের চন্দ্র যেন ত্রিলোক মোহিত॥ নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা। প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥ তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন। বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥ ১৩॥

শুনে নরপতি কহে মৃদুং ভাষ। উন্মাদ বচনে যেন করে পরিহাস॥ ক্ষিতিপতি বলে মূঢ় ত্যজ কুবচন। ঐ শ্লোকে করে রায় কালিকা ভজন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

রুধির খর্পর হস্তে দিবা নিশি যাঁর। রক্ত বর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার। উচ্চ পয়োধরোপরে নিবদ্ধ কাঁচলী। হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥ অন্তরে গম্ভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কাশে কিরণে আচ্ছন্ন গণ্ড পাণ্ডু বর্ণ ভাসে। অন্তর যাগেতে দেখি আলোকে বিরাজে। কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাজে। স্ববল্লভ সম্বলিতা বিশ্বের কারিণী। নিদানে নির্জনে স্মরি তার গো তারিণি॥ ১৩॥

এইরূপে ত্রয়োদশ অর্থ কবিতার। সঙ্কটে প্রার্থনা কবি করে বারবার॥

আমার বিনতি শুন হে নৃপতি। প্রকারে প্রহারে মরি শীঘ্রগতি॥ তাড়নে বন্ধনে রেখেছে কোটালে। তাহে প্রাণ জ্বলে স্মর শর জালে॥ তৃষি-

ত চাতক সম মরি৽ প্রাণে। কাতরে করুণা কর বারি দানে॥ আবার তোমার ভর্ৎসিত বচনে। শুনে ব্যঙ্গ করে সভাসদ জনে॥ চৌদিগে কৌতুকে সবে মন্দ কহে। পরিহাস করে প্রাণে নাহি সহে॥ বিশেষে বিদেশে আমি বন্ধু হীনে। কাতরে কে করে দয়া দেখি দীনে॥ মরি তাই খেদ নাই নহে দুঃখী। যদি দেখা পাই সেই বিধুমুখী॥ স্মরণ কারণ যেহেতু আমার। কবিতা করিয়া বলি আর বার॥

অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণুসুগন্ধিমিশ্রং
ন্যস্তং স্মরামি নখরক্ষতলক্ষ্ম তস্যাঃ।
আকৃষ্ট হেমরুচিরাম্বর মুখিতায়াঃ
লজ্জাবশাৎ কর ধৃতং কুটিলং ব্রজন্ত্যাঃ॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

শুনহে শুনহে বিচ্ছেদ বিরহে। বসনে বদন আবৃত করহে॥ সরমে ভরম জানায়ে আমারে। শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে। কি কব বিভব বসনের কত। মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত। চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধিত প্রখরা। কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা॥ এমন বসন ললাট হইতে। ধনী টান দিলে মুখ আচ্ছাদিতে॥ বায়ু বেগে আসি ধরে দক্ষ করে। নখাঘাতে ক্ষত হলো বস্ত্রোপরে॥ চলে ধীরে২ অতি লাজ ভয়ে। মুখে বাক্য হরি মৌন ব্রত করে॥ মুখ

পদ্ম দেশে নখ ছিন্ন বাসে। মাণিকের ছটা যেন ধ্বান্ত নাশে॥ একে প্রেম জ্বরা অভিমানে ভরা। তাহে লজ্জাকরা শশি কান্তি হরা॥ পদ নাহি চলে চলে শীঘ্র তরে। দেখে ফিরে ফিরে জ্বলে প্রেম জ্বরে॥ পদযুগ্ম ভরে রেণু নাহি সরে। রাজহংস শ্রেণী যেন কেলি করে॥ নীরবেতে ধনী চলে প্রেম ভাবে। অজানত মত যেন চৌর্য্য ভাবে॥ বলি শুন ধনি আমি জুড়ি পাণি। ছাড় ছদ্ম বেশ ভাষ রস বাণী॥ শুনে মান বাড়ে আর দীর্ঘাকারে। চলে রোষ ভরে বলে কেবা কারে॥ পরিহার মানি আমি পায় ধরে। বাঁধা তার গুণে জীবনের তরে॥ সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে। এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে॥ ১৪॥

শুনে পৃথ্বীপতি কোটালের প্রতি। হয়ে ক্রোধ মতি বলে শীঘ্রগতি॥ অরে ধূমকেতু কর কর ত্বরা। রুধিরের ধারা নাহি জানে ধরা॥ অবিলম্বে হত কর শস্ত্রাঘাতে। আনি দেহ মোরে কাটি চোর মাথে॥ সুকুমার শুনে তাকে তুচ্ছ মানে। কবিতার্থ করে কবি দিব্য জ্ঞানে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

অগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালি উমা। পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমা॥ পট্ট বস্ত্র পরা রবি দীপ্তি হরা। মণি

মুক্তা যুতা নানা চিত্র করা ॥ জিনি সূর্য্য লোকে ঠেকে মৌলি তম। গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব ॥ অতি উচ্চতর ধর ভীম কায়া। ত্রিলোকী বিজয়ী মহা মোহ মায়া॥ বাম হস্তে ধৃত শব মুণ্ড নত। হয়ে আন্দোলিত নখ চিহ্ন ক্ষত॥ শ্মশানেতে সদা গতি যুক্ত রত। কর দৈত্য কত অনায়াসে হত॥ হয়ে লজ্জা যুত আছে মোর মতি। নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি॥ রতি সঙ্গ করে বাঁধা যুগ্ম করে! মোরে চোর করে শেষে প্রাণ হরে ।। ক্রিয়া দোষী আমি পড়ি চৌর্য্য দোষে। নাহি কোন গতি অতি ভূপ রোষে॥ তবে আছে শুনা তন্ত্র সারে জানা। বিনা মাতৃ যোনি নাহি আর মানা॥ সে যে অর্থ আর লেখে তন্ত্রসার। যোগি মতে মত নাহি ব্যবহার। শ্যামা লজ্জা বীজে আছ তার মাজে। যদি মন মজে সেই মন্ত্র রাজে। কর মোরে দয়া তবে যোগমায়া। পদ যুগ্ম ছায়া দিবে ভব জায়া।। করি সেই আশা বর্দ্ধমানে আসা। মুখে কালী বিনা নাহি অন্য ভাষা।। ১৪ ॥

কবিরায় কবিতা করিছে নানা আশে। সাবকাশে মৃদু২ কালী২ ভাষে। বীরসিংহ রায় বলে কোথা তোর কালী। কালী সখা তবে কেন কুলে দিলি কালি॥ সভাসদ জন কহে শুন নৃপ রায়। যত চোরে চুরি করে পূজে কালিকায়॥ সিঁদালেতে সিঁধ

দেয় কালিকা প্রভাবে। কামরূপী বিদ্যা যত কালী মন্ত্রে পাবে॥ কালীকে কি জ্ঞান কর তাঁর নানা গতি। রক্ষা হেতু চোর সাধু সকলের প্রতি॥ গুণ-সিন্ধু সুত বলে জোড় করি পাণি। কালী ব্রহ্ম সনাতনী আমি কিবা জানি॥ তবে যে সর্ব্বদা মুখে কালী২ কই। কাল ভয় নিবারিতে নাহি কালী বই॥ দেখেছি যে বারে বারে কালিমা বরণ। কজ্জলে আবৃত আছে বিদ্যার নয়ন॥ যেন কাদম্বিনীছটা ভীরু কেশ কাল। আলুয়েছে মুর্দ্ধদেশ শোভা করে ভাল॥ সেই রূপে অন্তর হয়েছে মোর কালি। সেই হতে নিরন্তর বলি কালী কালী॥ কালীরূপে কজ্জল করিয়া উপাখ্যান। পঞ্চদশ কবিতার করিল ব্যাখ্যান॥

অদ্যাপি তাং কজ্জল লোল নেত্রাং
পৃথ্বী প্রভিন্ন কুসুমাকুল কেশপাশাং।
সিন্দূর বিন্দু কৃত মৌক্তিক চক্র মিশ্রাং
প্রাবদ্ধ হেম কটিকাং রহসি স্মরামি॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

কজ্জল কিরণে শোভা করেছে নয়ন। মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ॥ কেশ তার ক্ষিতি তলে হইয়া পতন। অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ॥

অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে। এলো কেশ মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে॥ বিমানে বিদ্যুৎ যথা হয় চমকিত। হেম চন্দ্র হারে তার নিতম্ব শোভিত॥ সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ। অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন॥ ত্যজে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা ভাবি মনে। দিবা নিশি সেই রূপ ভাবি হে গোপনে॥ ১৫॥

বিরক্ত হইল তবে শুনে নরবর। ঐ শ্লোকে স্তুতি বাদ করিছে সুন্দর।

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

কালিকা খর্পর ধরা কজ্জল নয়নী। পৃষ্ঠদেশ ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী॥ কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু। দশদিক্ করে আলো পৌর্ণমাসী ইন্দু॥ কাঞ্চন কিঙ্কিণী কটিদেশ শোভা করে। অদ্যাপি সেরূপ আমি ভাবি নিরন্তরে॥ আলোকে অচিন্ত্য রূপ দেখি নিরবধি। ঘুচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি॥ তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত। পঞ্চদশ শ্লোক অর্থ হইল সমাপ্ত॥ ১৫॥

শুনে কয় নৃপরায় তোরে বাম বিধি। আপনার দোষে তুই হারাইলি নিধি॥ রায় বলে নরপতি শুনহ বিশেষ। কোন দোষী নহি আমি মিছে কর দ্বেষ॥ সকল দোষের দোষী তোমার নন্দিনী। দোষ শুনে

অবকাশ করেছেন তিনি।। তার মনে মোর মন তার প্রাণে প্রাণ। একেবারে তাহারে করেছি আমি দান॥ পঞ্চভূত আত্মাতে আছয়ে দেহ ধরে। সে আছে বিদ্যার দেহ আকর্ষণ করে।। বাহ্যে যে ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ হস্তপাদ। তারাসব বিদ্যা লাগি করিছে বিষাদ।। কিবা দোষী কিবা গুণী হব আমি এতে। বিদ্যা যার জাগিতেছে হৃদয় মাঝেতে।। না হলে মরণে কেন করিগো চিন্তন। পুনশ্চ ষোড়শ শ্লোক করে আরম্ভণ।।

অদ্যাপি তাং ধবল বেশ্মনি রত্নদীপ
মালাময়ূখ পটলৈগলিতান্ধকারাং।
সুপ্তোত্থিতাং রহসি হাস্য মুখীং প্রসন্নাং
লজ্জা বিনম্র নয়নাং পরিচিন্তয়ামি ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

প্রজ্বলিত স্বর্ণ দীপ অট্টালিকা মাঝে। অন্ধকার ধ্বংস করে অদ্ভুত বিরাজে।। তাহার সমান শোভা তোমার কন্যার। বিদ্যার রূপের কথা কহা কিছু তার।। সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে।। অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে॥ সুপ্রসন্না হাস্য মুখী প্রফুল্ল বদনা। লজ্জাভরে নম্র হয়ে লজ্জিত নয়না॥ তন্ত্রমন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা সেই রূপ। সত্যকথা কহি রাজা নহি অন্য রূপ ।। ১৬॥

বীরসিংহ বলে বেটা বড় দাগাবাজ। কহিছে সাধুর ন্যায় কিছু নাহি লাজ॥ যত কয় সন্নিধানে চতুরতা সার। পাকে প্রকারেতে গুণ কহিছে বিদ্যার॥ একে রাখা উচিত না হয় দুই দণ্ড। করাতে ইহার মুণ্ড কর খণ্ড খণ্ড॥ ভর্ৎসন বচন নাহি শুনে কোনমতে। মনে মনে বলে কিবা হবে তোমা হতে॥ ঐ শ্লোকে স্মরি আমি পাষাণ নন্দিনী। ইহকাল পর কাল তরাবেন তিনি॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি। তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপাণি॥ রজত পর্ব্বত আভা ধ্যানেতে বাখানে। তাহার বসতি হয় নিয়ত শ্মশানে। শিবের সহিত বাস করে কত্যায়নী। তেঁই তাঁর চিন্তা করি ধবল বেশ্মনী॥ মাণিক্যের দীপমালা প্রজ্বলিত হলে। তিমির বিনাশ যেন রবির মণ্ডলে॥ হৃদপদ্ম মাঝে থাকি চৈতন্য রূপিণী।অশেষ তিমিরনাশে মহেশ মোহিনী॥ শয়নে আছেন শিব তাহে ত্রিলোচনা। প্রসন্না বদনী কালী ভৈরবী ভীষণা॥ লজ্জা যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানে। লজ্জা তার নাম ধরে তন্ত্রের বিধানে॥ লজ্জাভরে শিব হেরে বিনম্র নয়না। কালিকাকে বুঝা যায় দেখ বিবেচনা॥ এমন জননী যার আছেন ভুবনে। নিজ সুতে দুঃখ তিনি

দেখেম কেমনে।। কৃপাকরি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি। দেশে চলে যাই কালী করি এই উক্তি।। ১৬।।

বারে২ শুনে রাজা বিদ্যার বর্ণন। সভাসদ সম্বোধনে কহিছে বচন॥ রূপে গুণে দেখে আগে এই ছিল জ্ঞান। চোর বুঝি হবে কোন বিশিষ্ট-সন্তান। বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান হীন দেখিয়া এখন। অতি বড় লঘু বলে করি নিরূপণ।। সুন্দর কহিছে তবে যুড়ে দুই করে। ইদানী হয়েছি লঘু লঘু কর্ম্ম করে।। শুন২ তাহার বৃত্তান্ত যে আপনি। বিচার করিয়া দেখ নৃপ চূড়ামণি।। নারী জাতি নানা গতি নহে এক রূপ। সর্ব্ব গুণে আকর্ষিত হয় রস কূপ॥ রাত্রি বাসে অনায়াসে করে ব্যবহার। পরের উচ্ছিষ্ট অন্ন যে করে আহার॥ তাহার অধর সুধা পানে যেবা মত্ত। নাহি থাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণাগুণ তত্ত্ব।। সেই রসে রসিক হয়েছে যেই জন। দিবানিশি বসি ভাবে তাহার কারণ॥

অদ্যাপি তাং গলিত বন্ধন কেশ পাশাৎ
স্রস্তস্রজং স্মিতসুধামধুরাধরোষ্ঠীং।
পীনোন্নত স্তনযুগোপরিচারু চুম্ব।
মুক্তাবলিং রহসি পদ্মমুখীং স্মরামি।। ১৭॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

কৃষ্ণকেশ শোভা করে ত্যজিয়া বন্ধন। পুরাণাদি

গ্রন্থ যার শুনেছে শ্রবণ ॥ সমুদ্র মন্থন সুধা অধিকতা পায়। দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায়॥ মুক্তা বলি শোভে পুষ্ট পয়োধরোপরি। কমল নয়নী বিদ্যা বিপদেতে স্মরি ॥ ১৭ ॥

শুনে মহারাজ তাহে করে অপমান। ঐ শ্লোকে কবি করে কালিকার ধ্যান ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে ॥

অভয়া চরণে কিছু করি নিবেদন। যে চরণ মহিমা জানেন ত্রিলোচন॥ বিধি বিষ্ণু আদি যাঁকে সর্ব্বদা ধ্যায়ায়। বেদান্ত বেদেতে যাঁর মহিমা জানায় ॥ ও পদ পাবার লাগি করিয়া যতন। মস্তক হইতে কেশ ত্যজিল বন্ধন। গলিত বন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ। আগম নিগম গ্রন্থ তোমার শ্রবণ॥ সর্ব্ব বিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কয়। সেই হেতু গ্রন্থ যত তব কর্ণ হয় ॥ সুধা ধারা রসে আদ্র ওষ্ঠ হয় যাঁর। বদন মাঝারে আছে সুমধুর সার ॥ উচ্চ কুচ যুগোপরে শোভে মতিহার। ললিত নয়নী কালী চিন্তি বারে বার ॥ ১৭ ॥

নৃপমন্ত্রী বলে চোর শুনহ বচন। যত বর্ণ সকলি বিফল অকারণ॥ অভিপ্রায় হয় যেন পণ্ডিতের মত। বুদ্ধিমান হয়ে কেন হও জ্ঞান হত ॥ নৃপতির অনুমতি হয়েছে যখন। মশানে সংহার তব বিধির

লিখন ।। জন্মিলে মরণ আছে ছাড়াবার নয়। মৃত্যু-কালে কেবা কোথা পরিহাস কয়॥ শ্রীগুরু চরণ পদ্ম ভাব এই কালে। মশানেতে যাও ভাল হবে পর-কালে॥ সুন্দর কহিছে ভাল কহিলে দেয়ান। সভা-সদ গণ মধ্যে তুমি বুদ্ধিমান॥ একাদশ ইন্দ্রিয় দেহে-তে নিরূপণ। সে সকল মধ্যেতে প্রধান আছে মন॥ মনকে মথন সদা করেন মদন। সকল ইন্দ্রিয় সেই করে অচেতন।। তাহার সহিত কিছু আছে বহ্নি যোগ। জ্বালায় মোহিত করে জানহ সে রোগ॥ শঙ্কেত বচন কিছু মন্ত্রিকে জানায়। সেই মত অষ্টা-দশ শ্লোক করে রায়॥

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈক পাত্রীং।
নানা বিচিত্র কৃত মণ্ডনমাবহন্তীং
তাং রাজহংস গমনাং সুদতীং স্মরামি॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।।

বিরহ অনল সম সকলেতে বলে। অধিকতা গুণ আছে বিরহ অনলে॥ অনল প্রবেশে ভস্ম করে একেবারে। তখনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে॥ বাড়বানলের মত বিরহ আগুন। তার সনে চিন্তা-নল বাড়ায়ে দ্বিগুণ॥ চিন্তানলে ক্ষুধানল অনুগত হয়ে। প্রভাকরে একেবারে একত্তরে রয়ে॥ এমন

যখন যার কি কব তুলনা। যে জান ইহার ভাব কর বিবেচনা॥ বিরহ বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর। সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে সুস্থির॥ তনু কৃশা মধ্য ক্ষীণা বিশাল নয়না। মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা॥ নানা চিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার। রাজ হংস মত গতি হইয়াছে তার। শতদল পদ্ম মাঝে সূক্ষ্ম দল সাজে॥ বিদ্যা মুখপদ্মে দন্ত তেমনি বিরাজে॥ যে দেখেছি বারে বার না ভুলি তিলেক। অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ॥ ১৮॥

শুনে বীরসিংহ বলে একি সৃষ্টিছাড়া। পৃথিবীতে গালি নাই মরণের বাড়া॥ সে মরণে যায় তবু শুন এর বাণী। ভরসা কাহার করে কিছুই না জানি॥ মনে২ করে রায় ভরসা যাঁহার। ঐ শ্লোকে স্তুতিবাদ করিছে তাঁহার॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

বিরহ অনল রূপ হতেছে মদন। তাহার পীড়ন কর্ত্তা দেব ত্রিলোচন॥ সে দেবে সর্ব্বদা যাঁর অঙ্গ শোভা করে। এমন শ্যামার পদ চিন্তিত অন্তরে॥ গুরু ভার জঘনেতে ক্ষীণ দেহ তায়। সভৈরব ঘোর ভাষা মুখে শোভা পায়॥ বিচিত্র মণ্ডল শোভা কুরঙ্গ নয়না। গমনেতে দেখ রাজ হংসের তুলনা॥ রাজহংস গমনের অর্থ শুন আর। সংক্ষেপে গোপন অর্থ

লেখে তন্ত্র সার॥ ভূতশুদ্ধি সময়ে জানিবে ব্রহ্ম পুরে। সহস্র কমল দল কর্ণিকা ভিতরে॥ চতুর্ব্বিং-শতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন। সর্ব্ব দেহ ভস্মরাশি করি-লে তখন॥ পুনর্ব্বার সেই দেহ করিয়া নির্ম্মাণ। যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ॥ সেই যে মন্ত্রের নাম শুনি রাজহংস। অধিষ্ঠাত্রী রূপেতে বিরাজে যেই অংশ॥ সর্ব্বজীবে গতি উক্তি মন্ত্র আরোহণা। অতএব কালী রাজহংস সুগমনা॥ দিবা নিশি স্নিগ্ধ রস করেন ভোজন। সে রসে মগন থাকে সতত দশন॥ শ্রীকালী পুরাণে শীতল দন্ত কয়। মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয়॥ রুধির সং-যোগ আর কৃষ্ণ রেখা লেশ। শ্বেত বর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ॥ মতান্তে দন্তুরা বলি শ্যামাকে ব-র্ণনে। সেই পদ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে॥১৮॥

বীরসিংহ রায় শুনে অষ্টাদশ শ্লোক। সম্বো-ধনে বলে শুন সভাসদ লোক॥ পুনঃপুনঃ বলে কেন মিথ্যা অপভাষা। কিবা জাতি কুল এর করহ জিজ্ঞাসা॥ সুন্দর বলেন আমি বিদ্যা ব্যবসায়ী। দিবা নিশি সদা আমি বিদ্যাকে ধেয়াই॥ অল্প কাল হতে করি বিদ্যার সন্ধান। জাতি কুল সব মোর বিদ্যা বিদ্যমান॥ বিদ্যা উপাখ্যানে দেয় নিজ পরিচয়। তার মধ্যে কবিতা রচিল পুনশ্চয়॥

অদ্যাপি তাং বিহ্বসিতাং কুচভারনম্রাং
মুক্তা কলাপ বিমলীকৃত কণ্ঠদেশাং।
তৎকেলি মন্দির গতাং কুসুমায়ুধস্য
কান্তাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বল ধূমকেতুং ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্না বদনী। উচ্চ কুচ ভারে সদা নম্র সেই ধনী॥ মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠ দেশে। প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্ম্মলতা বেশে॥ শয়ন মন্দিরে দেখি শোভা অতিশয়। রতি কেলি স্থল বলি সদা ভ্রম হয়॥ শ্বেত বর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে। ধূমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আ-কাশে॥ এমন সুন্দরী মোর বিবাহিতা নারী। সঙ্ক-টেতে পড়ে আমি চিন্তা করি তারি॥ ১৯॥

শুনে সভাসদ গণে হাসে মনে মনে। বাপ মায় জানে নাই বিবাহ কেমনে॥ কে হল ঘটক তার কেবা পুরোহিত। কেবা দিল ফুলমালা কে হল না-পিত॥ চোর হয়ে সিঁধ কাটি আসি গৃহ মাঝ। বিবাহ হয়েছে বলে নাহি পায় লাজ॥ রাজা বলে চোর হলে কত কথা কয়। নষ্টস্য কান্যাগতি কি লব পরি-চয়॥ প্রাণ রক্ষা হেতু করে কতেক সন্ধান। কবি বলে ভবে করি কালী পদ ধ্যান॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

দেবদেব বরে ইন্দ্র হল বেত্রাসুর। স্বর্গ হতে দেবাদিকে করিলেক দূর॥ মর্ত্ত্যে আসি দেব দেবী করেন ভ্রমণ। শিব বীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি কারণ॥ ঘোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন। কি রূপে হই-বে তাঁর তপস্যা ভঞ্জন॥ যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায়। কোপ দৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্ম কায়॥ মদন মন্দিরে রতি বসি একা রয়। লোক মুখে শুনে কাম হৈল ভস্ম ময়॥ আকুলা হইলা অতি ধৈরয না ধরে। কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে॥ উচ্চ রবে ডাকে তবে অভীষ্ট দেবতা। আত্ম কার্য্য সাধিয়া ঘুচালে পতিব্রতা॥ রতির রোদন বড় দেখি ভগবতী। তৎকেলি মন্দিরে কালী করিলেন গতি॥ রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি। কিছু কাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি॥ বহু কাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান। আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্ধান॥ রক্ত জিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয়। কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয়॥ ত্রিলোচন কোপানলে মারা গেছে মার। এখন কি হবে বল কয়ে যুক্তি সার॥ দয়া করি দয়াময়ি বরদাত্রী হলে। আনন্দ রূপেতে কাম রাখিল কুশলে॥ শব্দার্থ প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে। ইহার গোপন অর্থ আছে গোপনেতে॥ বীজ

মাত্র আছে যত জাগ্রত রূপিণী। তদ্রূপে বসতি তাতে করগো তারিণী॥ বীজ নাম ধর তুমি জীবে দিতে জ্ঞান। কাম বীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান॥ সেই হেতু কাম কেলি মন্দির সঙ্গতা। তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা॥ কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ। নাদ বিন্দু যুক্ত হলে বীজের কারণ॥ রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আর। কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার॥ কুচ কুম্ভ ভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায়। সুপ্রসঙ্গে হাস্যমুখী বিহার তাহায়॥ কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাখানে॥ ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি। সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি॥ আর এক শুনিয়াছি কালিকা পুরাণে। ধূম্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে॥ স্থানে২ বহু রূপা কাম রূপা কালী। অদ্যাপি সঙ্কটে ত্রাণ কর মুণ্ডমালী॥ ১৯॥

সুন্দর যতেক বলে, শুনে রাজা ক্রোধে জ্বলে, সদা বলে হানরে কোটাল। যত লোকে বলে হিত, তাকে করে বিপরীত, বিষম ঘটিল এ জঞ্জাল॥ আমি বীরসিংহ রায়, সম্মুখেতে না দাঁড়ায়, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি আর। এ বুঝি তাহার বাড়া, যে দেখি কথায় দাঁড়া, চোর হৈয়ে কথা হীরা ধার॥ শিখেছে অনেক

কথা, ঘুচায়ে মনের ব্যথা, কহে গিয়া শমনের সনে। মিছা কয় মোর কাছে, কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে বিধির লিখনে॥ সুন্দর মধুর ভাষে, কথা কয় অনায়াসে, শুন নৃপ করে মন স্থির। রাজা হয়ে অবিচার, কর কেন বারে বার, হও তুমি পণ্ডিত সুধীর॥ নানা শাস্ত্রে হলে জ্ঞান, কথা কয় নৃপ স্থান, সর্ব্বকাল বাড়াতে সম্মান। যে যেমন বিদ্যা যার, কৃপা লেশে সারদার, হয় তার তেমতি বিধান॥ যে যাহা ব্যাবসা মত, তাহার সন্ধানে রত, না হরে সে দ্রব্য হরা হয়। যদিবা পণ্ডিত জনে, চুরি করে বিদ্যা ধনে, এই ধারা থাকিবে নিশ্চয়॥ মুখে সদা বিদ্যা ধ্বনি, শশী মুখী বিদ্যা ধনী, এক দিন দেখি মুখ-ম্লান। সে কথা করিয়া মনে, বিংশতি শ্লোকেতে ভণে, নৃপতির সভা বিদ্যমান॥

অদ্যাপি চাটুবচনোল্লসিতস্মিতর্ণং
তস্যাঃ স্মরামি সুরত ক্লম বিহ্বলায়াঃ।
অব্যাজনিস্তমিতি কাতর কাকুকণ্ঠ
সংকীর্ণ বর্ণ রুচিরং বদনং প্রিয়ায়াঃ॥ ২০॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

কামেতে বিহ্বল প্রায়, সুশোভন রত হায়, সম্ভোগ দিলেন নৃপসুতা। মদনে হরেছে জ্ঞান, না দেখিয়া অনুষ্ঠান, সহে ক্লেশ হয়ে দুঃখ যুতা॥ মিথ্যা

বাক্য প্রিয় করে, শুনিয়া উল্লাস ভরে, যথা হয় সুহাস্য বদন। তেমতি ছিল বয়ান, ক্লেশ পেয়ে হল ম্লান, শুন বলি উপমা যেমন॥ অকস্মাৎ মেঘরব, শুনিয়া সভয় সব, বজ্রাঘাতে মরিবার তরে। হইয়া ব্যাকুল মনে, স্থানে২ পলায়নে, পরস্পরে কাকুর্বাদ করে॥ কেহ হয়ে গলাগলি, শ্রীহরির নামাবলি, স্মরণ করিছে একেবারে। কেহ কহে রাম২, কেহ বা জৈমিনি নাম, কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে॥ সবে জান সে সময়, বদন যেমন হয়, তদ্রূপ বিদ্যার মুখ শশী। যেমন আকাশে আসি, পেয়ে রাহু পৌর্ণমাসী, গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী। মনে হলে সেই মুখ, অদ্যাপি বিদরে বুক, দেখা হলে করি উপকার। ইহ জনমের মত, মনে রৈল শত শত, বিধি কৃত না হল আমার॥ ২০॥

নৃপ কয় ক্রোধমনে, শুন সভাসদ জনে, আবার কি বলে লজ্জা খায়ে। যারে বিধি হয় বাম, এই তার মনস্কাম, নাহি রোচে ভাল কথা পায়ে। হৃদে ভাবি কালী পদ, তুচ্ছ করে ব্রহ্ম পদ, নৃপে দেখে তৃণের সমান। ঐ শ্লোকে পুনর্ব্বার, স্তুতি করে কালিকার, শুন বলি তাহার ব্যাখ্যান॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে॥

শিব উক্তি তন্ত্রসার, ধ্যানেতে প্রকাশ তার,

বিপরীত রতাতুরা বলে। সুরত শব্দেতে শিব, কি তার উপমা দিব, সম্ভোগ করিলে কিবা ছলে॥ সম্ভোগেতে বহু সুখী পরে হলে ম্লানমুখী, সে মুখের নাহিক তুলনা। ঈষৎ যে ছিল হাস, ক্লেশেতে করিল নাশ, হলে যেন বিরস বদনা। ভূমিকম্পে উল্কাপাতে, কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে, ম্লান মুখ যেন হয় প্রাণী। সে ভাব কে জানে আর, কেবল সে সারাৎসার, যে হয় জানেন শূলপাণি॥ দেখিবারে সে বদন, অদ্যাপি আমার মন, মরণেতে চিন্তা সদা করি। যদি না নিস্তারো তারা, নিস্তারিণী ভবদারা, নামের গুণেতে ভবে তরি॥ অপাঙ্গে বারেক তারা, দেখ চায়ে ভবদারা, তব দাস মশানেতে মরে। শুনিয়াছি বেদাগমে, কাল নাহি কোন ক্রমে, কালী নামে ভবসিন্ধু তরে॥ ২০ ॥

বিংশতি শ্লোকের অর্থ শুনে নরবর। রোষভরে নীরব হইল অতঃপর॥ সুন্দর কহিছে নৃপে সুমধুর বাণী। কৃপা করি শুন, শ্লোক না হইবে হানি॥ নিতান্ত গমন করি কৃতান্ত ভবনে। অবশেষ বলি কিছু সঙ্কেত বচনে॥ পৃথিবীর যতেক বিচার হিতাহিত। ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্য মিথ্যা সকলি বিদিত॥ বিবেচনা করে দেখ আপনার মনে। মিছা কর সত্য হয় শুনে দশ জনে॥ কলঙ্ক বাড়াও কেন ধর্ম্ম অবতার।

হয়ে বয়ে গেছে ভেবে কিবা হবে আর ॥ এখন ভাবিলে বল আর কিবা হয়। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা সময় ॥ কি ফল পাঠায়ে মোরে দক্ষিণ মশান। দেখ কিবা যশে পূর্ণ হবে বর্দ্ধমান ॥ পুনরপি তনয়ার বিবাহের দায়। ভাট মুখে পত্রাবলি লিখিবে কাহায় ॥ দেশে দেশে আরো তাহে বাড়িবে সম্মান। তাহাতে হইলে তব কন্যার সন্তান ॥ অধিকন্তু আর কিছু করি নিবেদন। যার যে মুখের গ্রাস ছাড়ে কি কখন ॥ ভুজঙ্গমে ভেক যদি করে গ্রাসমান। নাহি ত্যজে দেহে তার থাকিতে পরাণ। এতেক বচনে যদি করিবে বিবাদ। দেশান্তরে তবে আমি সাধিব সে সাদ ॥ তবে শুন আমার মনেতে আছে পণ। পরিচয়ে কবি করে শ্লোক আরম্ভন ॥

অদ্যাপি তাং সুরত ঘূর্ণ নিমী লতাক্ষীং
স্রস্তাঙ্গ যষ্টি বসনং কুশকেশ নম্রাং।
শৃঙ্গার বারি কমলাম্বুজ রাজহংসীং
জন্মান্তরে নিধুবনে প্যনুচিন্তয়ামি ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

কামরসে উন্মীলন ঘূর্ণিত নয়ন। কুশের সদৃশ কেশ জলদ বরণ ॥ শৃঙ্গারের জল মধ্যে কমল মাঝারে। রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহারে ॥ হাতে নিধি দিয়া বিধি ঘুচালে আমারে। দেহান্তরে নিধু-

বনে লইব তাহারে॥ সে শরীরে মন প্রাণ করে সমর্পণ। দণ্ডচারী আসি যেন করিয়া ভ্রমণ॥ অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখ শশী। জন্মান্তরে মম আশা পূরাইব বসি॥ ২১॥

শুনে কয় নৃপরায় কি করি ইহার। এ রোগের নাহি দেখি কোন প্রতীকার॥ না হয় লজ্জিত নাই মরণের ভয়। কোন লাজে সভা মাঝে পরিহাস কয়॥ সে কথা শুনিয়া রায়নাহি দেন মন। ঐ শ্লোকে করে কবি অভয়া কীর্ত্তন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

পাষাণ নন্দিনী তুমি হয়েছ পাষাণী॥ তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি॥ জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে। তদবধি রমণের অভিলাষ থাকে॥ অতএব জন্মান্তর শব্দে নিধুবন। শিবের সহিত যথা করেন ক্রীড়ন। সুরত শব্দেতে জেনো দেব ত্রিলোচন। তাতে নিমীলিত যাঁর ঘূর্ণিত নয়ন॥ কুশব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন। কুশ ইতি নাম শিবে হল নিরূপণ॥ তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন। পদতলে শিব অঙ্গে কেশের পতন॥ শৃঙ্গ শব্দে পরভাষা শিঙ্গা বলে যাকে। তাতে রব করে ভব সদা মুখে থাকে॥ তাহাতে শৃঙ্গার রব হয় তাঁর নাম। সে

দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম॥ তাহার ক্রীড়ন স্থান হৃদপদ্মে সাজে। তাতে রাজহংসী রূপা কলিকা বিরাজে॥ অদ্যাপি শ্যামার পদ চিন্তা করি সার।এঘোর সঙ্কটে কালী কর গো নিস্তার॥২১॥

কবিতা শব্দের ছটা শুনিয়া শ্রবণে। অপো বদনেতে রয় সুপণ্ডিত গণে॥ কেহ কিছু নাহি বলে নীরবেতে রয়। পুনর্ব্বার শ্লোক আর কবিরায় কয়॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
পীযূষ পূর্ণ কুচকুম্ভ যুগং বহন্তীং।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসনে
স্বর্গাপবর্গ নররাজ্য সুখং ত্যজামি॥২২॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী। মৃগসাব চক্ষু খঞ্জরীট জিনি॥ পীযূষ পূর্ণিত কুচকুম্ভ য়িনী।এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি॥ যদিবা পাই দিবসাবসানে। স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব তুচ্ছ জ্ঞানে॥ অদ্যাপি আমার মনে হয়েছে সতত বিদ্যার লাগি করিছে কামনা॥২২॥

।বলে চোর লয়ে কাটরে সত্বর। পাগলের হ না দিবে উত্তর॥ অবকাশে রায় করে জন। ঐ শ্লোকে মহাবিদ্যা করে বিব-

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় করে বলে। প্রণয় জননী তেঞি প্রণয়িনী হলে॥ কুরঙ্গ নয়না কালী ব্রহ্মাণ্ড কারিণী। সুধা পরিপূর্ণ কুচকুম্ভ বিধায়িনী॥ দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন। স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সুখে নাহি প্রয়োজন॥ অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয়। তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয়॥ ২২॥

আপনার মন্ত্রি সহ যুক্তি করে সার। জিজ্ঞাসিলে জাতি কুল না কহিবে আর॥ প্রমাদ ঘটায় তবে কোটালের হাতে। পরিচয় দিবে ভয়ে প্রাণের মায়াতে॥ ইসারাতে কয় নৃপ কোটালের স্থানে। ধাক্কা মারি ধূমকেতু দড়ি ধরে টানে॥ হেথা আয় সারা দিন কি কায এখানে। এত বলে লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে॥ ততক্ষণে কবিরায় ভাবে মনে মনে। মাতালের হাতে পড়ে তরিব কেমনে॥ এবড় বিস্ময় বুদ্ধি হতেছে আমার। বুঝি বা নিতান্ত রুষ্ট হলেন এবার॥ রুষ্ট হও তুষ্ট হও যথেচ্ছা তোমার। পাশরণ না হইবে তিলার্দ্ধ আমার॥ তথাপি আবার শ্লোক আরম্ভিল রায়। বিদ্যার বর্ণনা আর স্তুতি কালিকায়॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নং
প্রৌঢ় প্রতাপমদনানল তপ্ত দেহাং।

বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়াং
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং নহি বিস্মরামি ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন অনল। তার দেহ প্রভাবে না হয় সুশীতল॥ সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী। আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী॥ স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জল মধ্যে থাকে। বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমনি আমাকে॥ অতুলনা নিরুপমা কি বলিব আর। যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার॥ প্রাণের অধিক প্রিয়াদয়াযুক্তা তায়। ক্ষণে২ বিস্মরণে মরি হায় হায়॥ ২৩॥

মরণে বিলম্ব নাই ধূমকেতু কয়। কালেতে ঘেরেছে কাল তোমারে নিশ্চয়। রায় বলে কালী বুঝি কাল পুরাইল। কালিকার স্তুতি তবে আরম্ভ করিল॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

ত্রিজগত্ তপ্তকারী হয় যে মদন। তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন॥ সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয়। তাহার রূপের আর শুন পরিচয়॥ স্তিমিত শব্দেতে সন্ধ বস্তু উপাসনে। কৃত্তিবাসে দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে॥ তাঁহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে। দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার ভিতরে॥

অদ্বিতীয়া দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী। ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি॥ অদ্যাপি আমার মনঃ করিছে ঘোষণ। প্রাণ বিমোচনে যেন পাই ও চরণ॥ ২৩॥

কিঞ্চিত্ দক্ষিণে আসি নৃপ সন্নিধানে। নিশাচর সুন্দরের রজ্জু ধরে টানে॥ কবিরায় বলে শুন অরে নিশাচর। ক্ষণেক বিলম্ব কর না হও তৎপর॥ অবশেষ কথা অল্প বাকি কিছু আছে। সেই কথা কয়ে যাব নৃপতির কাছে॥ সুন্দরের বাক্য তবে শুনে ধূমকেতু। স্বর্গে যেন গর্জে ঘন বর্ষণের হেতু॥ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তখন। সুন্দরে চাহিয়া বলে কুৎসিত বচন॥ সিঁদ কেটে মাটি ফুটে উঠিয়াছ ঘরে। অভ্যাস হয়েছে ভাল চুরি করে২॥ লাজ নাই কেন কথা কহ মুখ নাড়ি। চৌকীদারি করে আমি পাকায়েছি দাড়ি॥ এখানেতে এসে বেটা পণ্ডিত হইল। হাতে হতে সিঁদ কাঠি কোথা ফেলে দিলি॥ যে বিদ্যা জানিস তুই দেখা দেখি মোরে। পণ্ডিতাই দেখাইব ভাল করে তোরে॥ তোমার পণ্ডিত পনা আজি মোর হাত। রায় বলে ভাল কালী দিলেন উৎপাত॥ না শুনে কোটাল বাণী সভামধ্যে ভাষে। বিদ্যার প্রসঙ্গ আরো করে অনায়াসে॥ বিদ্যার যে রূপ গুণ করে নিরূপণ। চতুর্থ বিংশতি শ্লোক করিল রচন॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতয়া প্রথমৈক রেখাং
সংসার নাটক রসোত্তম রত্নপাত্রীং
কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধ বাণখিন্নাং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে॥

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী। একেং সবজনে গণনাকে করি॥ বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাগে। সে কথা সর্ব্বদা মোর হৃদি মাঝে জাগে॥ সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে। নর্ত্তন করেন সব হৃদি মাঝে রয়ে॥ সংসার নাটক তেঁঞি কন্দর্প বুঝায়। তাহাতে উত্তম রস হয় অভি-প্রায়॥ যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব। পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব॥ সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র। সৃজন করেছে বিধি জানি সেই মাত্র॥ পুষ্প ধনু সহ পঞ্চবাণ অনুপম। কুসুম আয়ুধ বলে মদনের নাম॥ সেই বাণাঘাতে খিন্ন দেহ হয় যার। এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার ॥ ২৪ ॥

ধূমকেতু বলে বেটার মুখে ফুটে খই। আঁর কিছু বলে নাই অই নাম বই॥ হেথা যে সুন্দর তোর অই অলক্ষণ। রায় করে কালীরূপ গুণের বর্ণন॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয়। ক্ষিতি তল শব্দে তেঞি স্বর্গকে নিশ্চয়॥ ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি। ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি॥ স্বভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতি তলে। ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতি তল বলে॥ একদিন দেব-গণ সকলেতে মিলে। ত্রিভুবন মধ্যে যত সুন্দরী গণিলে॥ ক্রমে ক্রমে একে একে রেখা পাত করে। প্রথম রেখাতে আগে কালীনাম ধরে॥ তার পর আর যত করে নিরূপণ। পুরাণে লিখেছে আমি করেছি শ্রবণ। আর এক শুন বলি শঙ্করের লীলা। উল্লাসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা॥ পদাঘাতে মহী গ্রহে করে টল মল। গেলং শব্দ হলো যায় রসা-তল। বাহুর পসারে যত স্বর্গলোকে ছিল। আলু থালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল॥ পুনরপি মোহ যায় স্বর্গে সে আপনি। জটার তাড়নে কণ্ঠ হইল তখনি॥ উত্তর দিগেতে হলো দক্ষিণের গতি। পশ্চিম দিগে-তে পূর্ব্ব দিগের বসতি॥ চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ে পৃথি-বী তলে। তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে॥ অসুরিক গণ যায় পর্ব্বত গহ্বরে। অন্য জীব পিতা মা বলে উচ্চৈঃস্বরে॥ পাতাল বাসির বড় ঘটিল প্রমাদ। শব্দ মাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ। সে দেবে

সুস্থির তুমি করিলে ভবানী। এ সকল কথা ব্রহ্ম পুরাণেতে জানি॥ সংসার নাটক নাম ধরেন মহেশ। সে দেহে উত্তম রস আছে যে বিশেষ॥ সে রস ধারণে তুমি সুবর্ণ আধার। ব্রহ্মপুর মাঝে আমি চিন্তা করি তাঁর॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণা-ধার। তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার॥ শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর। শিব বরে যুদ্ধে হরে নিব ইন্দ্রপুর॥ দিক্‌পাল দেবতাগণে দিলে দূর করে। সূর্য্যাদি দেবত্ব যত সব নিল হরে। নিজগণ প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে। ভ্রমণ করিছে দূত নাহি কারে মানে॥ বন মধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে। সেখানেতে শুম্ভ দূত দেখিল তৎপরে। রূপেতে করেছ আলো চমকে ভুবন। নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন॥ কহিল যে ইন্দ্র মোর বহু রত্ন যোগী। নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সম্ভোগী॥ সেই হেতু রত্ন পাত্র বলিবারে পারি। কান্তা বলি অভিধান বাখানেছে নারী॥ অদ্যাপি সে পদে মনঃ মজি-য়াছে যার। তথাপি আমাকে দুঃখ কেন বা-স্থার॥ ২৪॥

তর্জ্জন গর্জ্জনে যত নিশাচরে কয়। সে কথায় সুন্দরের কিছু নাহি ভয়॥ তথাপিহ নীচ জাত ভাবে এই মনে। স্নানে অঙ্গ শুদ্ধ হয় যার পরশনে॥

এজনার অপমান কেমনেতে সই। না ঘুচে এ দুঃখ মোর তাঁর চিন্তা বই ॥

অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী মে
স্নেহৈকপাত্রঘটিতাবনিনাথপুত্রী।
হেহে জনা মম বিয়োগহুতাশতাপান্
সোঢুং ন শক্যত ইতি প্রতি চিন্তয়ামি ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

প্রথম কালেতে সেই প্রেয়সী সুন্দরী। স্থাপন করেছে মোরে সযতন করি ॥ নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি। এখন হুতাশে মরি অদর্শনে তারি ॥ তথাপিহ কিছু কাল থাকিতে জীবন। জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচর গণ॥ হেহে মহাশয় সব সভাসদ জন। কোটালিয়া বেটাদিকে কর না বারণ॥ প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ সুকুমার। সকলেতে বলে কয়ে কর না উদ্ধার॥ তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ। দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন। ২৫ ॥

সভাসদ হাসে উঠে দূর বাক্য বলে। সুন্দরের মনঃ কালী চরণ কমলে ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে ॥

বর শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী। আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণি ॥ গিরিরাজ সুকুমারী বর দাতা হয়ে। মরণ কালেতে দেখা না দিলে অভয়ে ॥

না দেখে হুতাশ তাপে না বাঁচি জীবনে। দ্বিগুণ অনল জ্বলে কোটাল বচনে॥ নৃপতির কোপানলে দুঃখিত শরীর। সভাসদ বচনে না হতে দেয় স্থির॥ না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া। কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া॥ হেহে স্বর্গবাসিগণ করি এনিয়োগ। আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ। ২৫॥

তোমাদের কাছে করি কিছু নিবেদন। কৃপাকর যাতে পাই অভয়া চরণ॥ আমি যবে কালী বলে আসি বর্দ্ধমানে। ভরসা দিলেন তিনি শুনেছি বিমানে॥ সেই মত না করিলে না হইলে মায়া। কালী কালী বলে আমি ত্যজিব এ কায়া।

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্ বিহায়
বুদ্ধির্বলাচ্চলতি তৎ কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতি মুহূর্ত্তমিবান্তকালে
কুন্টাতু বল্লবতরে ময়ি সাতিধীরা॥২৬॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

সুন্দর কহিছে বড দেখি বিপরীত। সতত বুদ্ধির মোর হতেছে বিস্মিত॥ জেনে শুনে ভাল মন্দ না করে বিচার। দেবতার প্রতি মতি নাহি থাকে আর॥ যদিবা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায়। তখনি বিদ্যার পানে ধরে লয়ে যায়। ক্ষণেং পলায়ন করে ঘটে

হতে। কি করিব বারণ না হয় কোন মতে॥ প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্ন পায়। তার অতি ক্রোধ মতি হয়েছে বুঝায়॥ কোপের কারণ তার করি অনুমান। গোপনে রোপণ প্রীতি এমতি বিধান॥ সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে। বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে॥ তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি। সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি॥ এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার। গর্ব্বিত ভর্ৎসনে তার প্রাণ বাঁচা ভার॥ প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর। চিন্তানলে বারে বার করিছে অস্থির॥ বাপে মায়ে বন্ধু জনে দিতেছে গঞ্জনা। ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক লাঞ্ছনা॥ বিধবা হইবে বলে বড় পায় ভয়। সন্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয়॥ মরণ না হয় কেন করিনু এমন। পীরিতের দায়ে ঠেকে ভাবিছে এখন॥ এ সকল ভেবে যদি মোরে দেয় দোষ। কি জানি আমাকে যদি করে থাকে রোষ॥ ২৬॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে

মনে মনে করে রায় কালিকা ভজন। কি করিবে নৃপ দূত কি করে শমন॥ কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি। কালী পদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী॥ কালিকা কৃপার কথা কি বলে বর্ণিব।

শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব ॥ ক্ষণেং যত আমি আরাধনা করি। তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরা সুন্দরী ॥ কয়েছেন কত বার আমাকে আপনি। তব হেতু দেবগণ ত্যজিব এখনি ॥ দেবগণে আরাধনে পূজাকরে ছিল। মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল ॥ এমন সময় তুমি পূজিলে আমায়। তখনি ত্যজিয়া সব আইনু হেথায় ॥ আমাকে এমন দয়া ছিল চির দিন। মৃত্যু কালে ত্যজিলেন হয়ে মায়া হীন ॥ নির্দ্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময়। পুর্ব্বমত দয়া মায়া কিছুই কি নয় ॥ তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ। হলে হতে পারে আমি করেছি মা দোষ ॥ ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল গতি। ক্ষম অপরাধ মোর হীন বুদ্ধি অতি ॥ তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে। উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জনে ॥ মনের গমন নাই হয় তত দূরে। শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে ॥ না হবে এমন বুঝি গেছে সেই স্থান। অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সন্ধান ॥ শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী। তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি। সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা। ঘটে হতে গেল যদি হব বুদ্ধি হরা ॥ বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত। তেঞি সকলের কাছে বলি শত শত ॥ ২৬ ॥

সুন্দর যেমন, অতি অভাজন, সভা মধ্যে ফেরে ঘোরে। নিশাচর গণে, কহিছে বচনে, ইসারাতে ঠারে ঠোরে॥ কিছু কর হিত, তাহার বিহিত, তোমার যা হয় দিব। করুণা করিবে, ঘোষণা থাকিবে, যত কাল আমি জীব॥ জনে২ চেয়ে, বিদ্যা গুণ গেয়ে, আপন যন্ত্রণা বলে। অন্তরেতে সার, ভাবে কিছু আর, কালীর পদ কমলে॥ নানা স্থানাদিতে, চোরেরে দেখিতে, এসেছিল যত জনে। সেসকল লোক, হইয়া সশোক, কহিছে আপনাপনে॥ এতো চোর নয়, হবে মহাশয়, অথবা রাজার বেটা। দেব কি কিন্নর, কিম্বা নরবর, চোর বলে এরে কেটা॥ যত নারীগণ, দেখে সে বদন, মগন হইয়া বলে। সেই ভাগ্যবতী, এই যার পতি, পেয়েছিল তপঃ ফলে॥ এ চাঁদ বদনে, সুধা দান সনে, পুরায়েছে মনঃ আশা। গুণের বালাই, লয়ে মরে যাই, কি মুখে মধুর ভাষা॥ যে করেছে ভোগ, ইহা সহ যোগ, না হেরে প্রাণে কি বাঁচে। হয়ে অস্ত্র সারা, জীবনেতে হারা, প্রাণিমাত্র বুঝি আছে॥ শুনে নৃপ তারে, বলে হতে পারে, আমার মনেতে ধরে। সেই চিন্তা করে, ভাবিয়া অন্তরে, আবার কবিতা করে॥

অদ্যাপি তাং গমন মিত্যুদিতং মদীয়ং
শ্রুত্বৈব ভীত হরিণী শিশু চঞ্চলাক্ষীং।

অত্যাকুলাৎ বিগল দশ্রু কলা কুলাক্ষীং
সঞ্চিন্তয়ামি গুরু শোক বিনম্র বক্ত্রাং ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

যেখানে গোপনে, আছেন নির্জ্জনে, সেখানেতে লোকে যায়ে। সুন্দরের কথা, কহিছে সর্ব্বদা, সে কি করে লজ্জা খায়ে॥ শুনে সমাচার, কি বলিব তার, সে যে সহজে অবলা। শিশু মৃগী সমা, নয়ন উপমা, ভীতা আছে সে চঞ্চলা॥ যেন দেখি তারে, সাক্ষাতে আমারে, মনেতে উদয় কত। গোমুরে অন্তরে, অশ্রু ধারা ক্ষরে, ম্লান মুখ অভিরত॥ করে দুঃখ ভোগ, অন্তরে বিয়োগ, অধোমুখে বসি রয়। এমন সুন্দরী তারে চিন্তা করি, মরণে নাহিক ভয়॥ অদ্যাপি আমার, এত দুঃখ সার, তথাপি ভাবিছি তায়। কি করি উপায়, প্রয়োজন তায়, বিধি বাদী হল তায়॥ ২৭॥ শুনে যত নারী, করে বলিহারি, না দেখি এমন আশা। মরণ শয্যায়, বসে আছে রায়, তবু এর শুন ভাষা॥ লোক পরিহাসে, সুন্দর প্রকাশে, সভাসদ লোক সনে। মনেং করি, ত্রিপুরা সুন্দরী, চরণ কমলে ভণে॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে।

মা হয়ে কখন, ত্যজে সুতগণ, এমন না দেখি কারে। যদি কুসন্তান, তথাপি সন্ধান, করেন অবশ্য

তারে ॥ আমার মরণ, শুনে এতক্ষণ, স্নেহের কারণ হয়। অতি ক্লেশে থাকি, শিশু মৃগী আঁখি, নিরবধি চায়ে রয়॥ হয়ে শিশু হারা, নয়নের ধারা, পড়িছে অবনী তল। শোকেতে গম্ভীর, হইয়া অস্থির, অধো-বদনে বিকল॥ আমার এমন, সদা হয় মন, সকরুণা দয়াময়ী। অদ্যাপি আমাকে, যদি দয়া থাকে, স্মর-ণেতে হব জয়ী॥ ২৭॥

সুন্দর কহিছে শুন সভাসদ গণ। বিদ্যার গুণের কত কব বিবরণ॥ এক এক দিন তার দুঃখ পড়ে মনে। বিদ্যা রক্ষা করে ছিল সে বহু যতনে॥ যতনে যে রক্ষা পাই জানাতে বিস্তার। সে প্রসঙ্গে অষ্টা-বিংশ শ্লোক আর বার॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বার ভীষণকরৈর্যমদূত কল্পৈঃ।
কিং কিংতয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং নপার্য্যত ইতি ব্যথতে মনো মে॥ ২৮॥

অস্যার্থ বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন বিদ্যাসহ শয়ন আগারে। স্বপন দে-খিয়া মরি বিপদ পাথারে। সে দিনের স্বপনের কি কব তাহার। প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার॥ বিবরণ শুন তার শুয়ে আছি সুখে। দৈবাধীন পদা-তিক দেখিনু সম্মুখে॥ ভয়ঙ্কর বেশ তার ঘূর্ণিত

নয়ন। অসি চর্ম্মধারী আর বিকট দশন॥ অঙ্গার হইতে আর কাল তার অঙ্গ। ক্ষণেং চায় করে ভ্রূ-কুটি ভ্রূভঙ্গ॥ কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায়। অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায়॥ কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে। বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে॥ তবে তারে ভাল করে করি দরশন। দেখি যেন তার সনে আর কত জন॥ কেহবা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে। দেহবা কতেক জনে রাখিয়াছে বাঁধে॥ কেহবা প্রাণির অস্থি করিছে চর্ব্বণ। কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্ত্তন॥ তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায়। উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায়॥ তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে। কর্ণে মোর কালী নাম শুনালে তৎপরে॥ ব্যাকুল হইয়া তোষে নানা মত রীতে। তাহার তুলনা আমি পারি কিসে দিতে॥ তার সমুচিত করা মনে-তে আছিল। না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল॥ ২৮॥

সভ্যগণ শুনে তবে করে পরিহাস। সুন্দর করি-ছে কালী পদে অভিলাষ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

এক দিন জপ কালে বসিয়া শ্মশানে। বিভীষিকা ভয় পায়ে ছিলাম অজ্ঞানে। মৃত্যু তুল্য হয়ে যেন

শবের আকার। শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আমার ॥ মৃত্যু সম দেহ দেখে মাংস খেতে ধায়। যমদূত সম তারা অনিবার তায় ॥ সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী। অচেতনে হলে যেন চৈতন্য রূপিণী ॥ প্রাণ দান দিলে মোর বহু যতনেতে। সে দিন করেছ রক্ষা ঘোর বিপদেতে ॥ এমন কালীর পদ ভজনা না হয়। হায় বৃথা দিন হল বিফলেতে ক্ষয় ॥ এখন শঙ্করী কিসে হব গো উদ্ধার। প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার ॥ ২৮ ॥

সুন্দর কহিছে পুনঃ সভাসদ গণে। প্রাণ বাঁচা হল ভার বিদ্যার বিহনে ॥ যার অদর্শনে ক্ষণমাত্র বাঁচা ভার। ঊনত্রিংশৎ শ্লোক রচিল আবার ॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণ বিয়োগ নিমীলিতাক্ষীং
শঙ্কে পুনর্বহু তয়ামৃত শোক ধারাং।
মজ্জীব ধারণকরীং মদনালসাঙ্গীং
কিংব্রহ্ম কেশব হরেঃ সুদতীং স্মরামি ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষণমাত্র অদর্শনে মৃত্যুর আকার। মৃত্যু শোক ধারা রূপা হয়েছে বিদ্যার ॥ জীবন ধারণ হেতু সেই সুলোচনা। হরি হর ব্রহ্ম আদি না করি গণনা।

বিদ্যার দর্শন শোভা তুল্য করি কার। অদ্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার॥ ২৯॥

সভ্যগণ মধ্যে থাকি রাজারে বুঝায়। মনে মনে কালীকারে স্তুতি করে রায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

কি হেতু করুণাময়ী ছাড় সব মায়া। ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥ তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শত কোটি বর্ষ। হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিষ্কর্ষ॥ মৃত্যুরূপী মহেশের শোক বিধায়িনী। কালকূট পানে ভবে নিস্তার কারিণী॥ মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী। সঙ্কটেতে স্মরি তেঁই তার গো তারিণী॥ ২৯॥

রায় বলে সেই রূপ পাসরা না যায়। সর্ব্বদা হৃদয়ে আসি চমৎকার পায়। পুনরপি পরিচয়ে কহিছে কুমার। ত্রিংশত্‌ শ্লোকেতে রচে শোভা যে বিদ্যার॥

অদ্যাপি তাং চলচকোর বিলোল নেত্রাং
শীতাংশু মণ্ডলমুখীং কুটিলাগ্রকেশাং।
মত্তেভ কুম্ভসদৃশ স্তনভার নম্রাং
বন্ধুকপুষ্প সদৃশোষ্ঠপুটাং স্মরামি॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

চকোরের কোমল সদৃশ নেত্র যার। চন্দ্রের মণ্ডল শোভা মুখেতে বিদ্যার॥ কি শোভা পেয়েছে তাতে

কুটিলাগ্র কেশে। মত্ত গজ কুম্ভ কুচ ভারে নম্রাবেশে॥ যবা পুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার। এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার॥ ৩০॥

এ বাক্য শুনিয়া বলে সবে ব্যঙ্গ করি। অধঃপাতে গেলে তুমি বিদ্যা বিদ্যা স্মরি॥ শুভক্ষণে এসেছিলে বিদ্যার সন্ধানে। বিদ্যার লাগিয়া অদ্য হারাইলে প্রাণে॥ কি সুখে এমন বিদ্যা করেছ গণনা। কবি-রায় করে তবে কালিকা ভজনা॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে॥

চকোর নয়নী শ্যামা সুধাংশু বয়ানী। করি কুম্ভ সম স্তন ভারে নম্রা জানি॥ অসুর রুধির ধারা পান নিরন্তর। ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥ মৃত্যুকালে সদা তাঁরে চিন্তি বারেবার। এ দুঃখ সাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥ ৩০॥

রায় বলে কি করিবে লোক পরিবাদে। দিবা নিশি দহে প্রাণ বিদ্যার বিষাদে॥ এই মনে করে কবি কহে বিবরণ। একত্রিংশত্ শ্লোক করে আর-ম্ভণ॥

অদ্যাপি সা নিশিদিবা হৃদয়ং দুনোতি
পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখী মম বল্লভা যা।
লাবণ্য নির্জিতমনো গুরুকাম দর্পা
ভূয়ঃ পুনঃ প্রতি মুহূর্নবিলোকতে যত্র॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে ॥

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে। পূর্ণশশী মুখী বিনা হৃদয় বিদরে॥ অতিশয় প্রিয়তরা সম্মোহ কারিণী।পুনঃ পুনঃ কাম রসাক্ষেপ নিবারিণী॥ অ- শ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই। ক্ষণে ক্ষণে সুধা পান পাই যার ঠাঁই॥ এমন বিদ্যারে আমি কি করে ভুলিব। তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব॥ ৩১॥

ধূমকেতু বলে দেখি পতঙ্গের প্রায়। জ্বলন্ত অন- লে আলিঙ্গন দিতে চায়॥ চল চলে সুধাপান করি- বে মশানে। সুন্দর তখনি কালী ডাকে দিব্য জ্ঞানে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখী প্রাণের ঈশ্বরী। দিবা নিশি চিন্তা যাঁর হৃদয়েতে করি॥ জগত বিজয়ী কামে করি দর্প শেষ। কাম দর্পহারি নাম হইল মহেশ॥ তা- হার রমণী যিনি মগেষ্ট দেবতা। সেই পদ চিন্তা করি হয়ে তৎপরতা॥ ৩১॥

সুন্দর কহিছে তবে বিনয় বচনে। বিদ্যা ছাড়া থাকি যদি সহস্র যোজনে॥ নয়নের কোণে তবু দেখিবারে পাই। বিদ্যা বিনা দিবা নিশি কিছু জানি

নাই ॥ ত্রিংশদ্যধিক শ্লোক বলে আরবার। মৃত্যুকালে আমি দেহান্তরে পাব সার ॥

অদ্যাপি তাং মরহিতাং মনসা চ নিত্যং
সং চিন্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাং।
লাবণ্যভোগনবযৌবনভারসারাং
জন্মান্তরেঽপি মম সৈব গতির্যথা স্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

যদি থাকি শত কোটি লক্ষ যোজনেতে। নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে॥ মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে। সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে॥ জন্ম অবসানে মনোযোগ যে সন্ধানে। সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে॥ সেহেতু অধিক চিন্তা বিদ্যা করি সার। দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার॥ ৩২॥

গঞ্জিত বচনে বলে পণ্ডিত সমাজ। কহিতে জঘন্য বাণী নাহি হলো লাজ॥ অন্তকালে ইষ্ট ছাড়ি ভজে উপনারী। কেমন পাপিষ্ঠ লোক বুঝিতে না পারি॥ রায় বলে যত বল যে যার বাসনা। মনে২ করি মহা বিদ্যার সাধনা॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন। মনো মাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ॥ জীবের জীবন তুল্য

আশ্নুরূপ তাতে। সুখ মোক্ষ ভোগ দাতা জীবের যাহাতে॥ পরাণ পয়ান কালে কালী বলে যাই। পুনর্ব্বার দেহে যেন অই গতি পাই॥ ৩২॥

গোপন স্থানেতে বিদ্যা আছেন অন্তরে। দূতগণ অহরহ সমাচার করে॥ সুন্দরের বাণী বিদ্যা শুনিয়া অমনি। আশ্বাসিতে সহচরী পাঠান তখনি॥ সহচরী দেখিয়া সুন্দর মোহ যায়। তৃতীয় ত্রিংশত শ্লোক রচিলেন রায়॥

অদ্যাপি তাং মলয় পঙ্কজগন্ধলব্ধ
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফ চর চুম্বিত গণ্ড দেশাং।
কেশাবধূতকরপল্লব কঙ্কণাঢ্যাং
সংদ্যোতয়ত্যতি তরাং সুরতং মদীয়ং॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

সঙ্কেত বচনে কবি করিছে বর্ণন। সহচরী সহিতে বিদ্যার বিবরণ॥ মলয় পঙ্কজ গন্ধে হয়ে আমোদিত। মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত॥ ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গণ্ডদেশে শোভে। সুধারস গন্ধ পায়ে থাকে মধু লোভে॥ গৌর গণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর। অলকা আবলি যেন হয় শোভাকর॥ কেশের বিন্যাস যবে করে সখীগণ। কর পল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্বন॥ সেই সখীগণ সব কিবা নিরুপমা। রম্ভাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা॥ মদীয় সুরত

চিত্র কঙ্কণের রবে। চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে॥ সাঙ্কেতিক বাক্য শুনি সহচরী গণ। পূর্ব্ব মোহে সর্ব্বজন করিছে রোদন ॥ ৩৩॥

কেহ না জানিতে পারে সুন্দরের মন। ঐ শ্লোকে স্মরে রায় অভয়া চরণ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পূজে দেবি যবে। পুষ্প হতে মকরন্দ গণ্ডদেশে স্রবে॥ সেই মধু লোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ। মলয় পঙ্কজ গন্ধ লোভেতে মগন॥ আর যত দেবিগণ আছে আবরণ। কর পল্লবেতে করে জটা নিবন্ধন॥ যোগিনী যতেক তার কুল্যা আদি যত। তাদের কঙ্কণ রব চমৎকার মত॥ আ-মার হৃদয় তায় সুরত হইয়া। আবরণ দেবীগণ সহিত বন্দিয়া॥ ৩৩॥

অন্য উপাখ্যানে রায় সহচরী প্রতি। সমাচার কন যত বিদ্যার সংহতি॥ মম দোষ ক্ষমে যাতে কবে সমাচার। বিধি বিড়ম্বিত তাতে কি কহিব আর॥ দোষ খণ্ডনের কথা কবি রায় বলে। চতুস্ত্রিংশদর্থ শ্লোক কহে সভা স্থলে॥

অদ্যাপি তৎ নখপদং স্তনমণ্ডলেষু
দত্তং ময়ৈব মধুপান বিমোহিতেন।

উদ্ভিন্নরোম পুলকৈর্ব্বহুভিঃ সমস্তা
জাগর্ত্তি রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

মদন মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত। সেই কালে নাহি রয় গুণাগুণ তত্ত্ব॥ কর প্রদানেতে হল কুচে নখাঘাত। সুখ ভোগ ছাড়ি দেখ দুঃখ অকস্মাৎ॥ বিদ্যার শরীরে হল কোপের উদয়। লোমহর্ষ তন্ত্রে তায় তথা মৌনে রয়॥ আমার কুকর্ম্ম হতে রসহীন হয়। দীন হীন স্বভাবেতে থাকিনু নিশ্চয়॥ সে দুঃখ বদন মোর হেরে সুলোচনা। তৎক্ষণে আমার প্রতি করে বিবেচনা॥ পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ। সমতা করিল সব ত্যাজ্য করে মান॥ সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে। যে রূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে॥ এই নিবেদন মোর কবে তার ঠাঁই। সে সকল মনে যেন কিছু করে নাই॥ ৩৪॥

রাজ সন্নিধানে সহচরী সভয়েতে। কিছুই কহিতে নারে লোক সমীপেতে॥ কবিরায় ইসারাতে এই কথা কয়ে। ভবানী ভজন করে ভক্তি ভাব হয়ে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

শ্মশানেতে প্রতি দিন জপ করি তাঁর। উপহার নাহি কিছু মানসোপচার॥ খপদ নামেতে শূন্য তাও নাই দান। স্তনের মণ্ডল কিবা বাক্যের বি-

ধান॥ বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে। পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে॥ তন্ত্রের লিখন আছে যে যার পূজক। তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক॥ অতএব দেখি পূজা ভক্ষহীন হয়ে। কুপিত করুণাময়ী অবোধ তনয়ে॥ দেহে লোমাবলি যত ঊর্দ্ধ মুখ হয়। করিয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয়॥ করিলা আমারে রক্ষা অনেক যতনে। অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া চরণে॥ ৩৪॥

সুন্দর কহিছে মনে করে অভিপ্রায়। যে রূপেতে সহচরী বিদ্যারে জানায়॥ যে সব কয়েছি পূর্ব্বে মদন গৌরবে। বিদ্যাকে জানাবে মোর দোষ নাহি লবে॥ শুন এক দিবসের অপরাধ বাণী। পঞ্চম ত্রিংশত শ্লোক কহিছে বাখানি॥

অদ্যাপি সা শশি মুখী কৃতরাগ ভারা
সোচ্চৈর্বচঃ প্রতি দদাতি যদৈব নক্তং।
চুম্বামি রোদিমি ভৃশং পতিতোস্মি পাদে
দাস স্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি॥ ৩৫॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে, বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে, শয়নে ছিলেন রসবতী। নিশি করে জাগরণ, রতি রঙ্গ ক্লেশ মন, ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি॥ সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে, আমি উপস্থিত গিয়ে, একাকী শয়নে দেখে

তারে। কাছে নাই দাসীগণ, নিদ্রাবশে বিবসন, হস্ত পদ পালঙ্কে পসারে॥ সে রূপে হরিল মন, দেখিলাম অচেতন, মদনের যাগ আরম্ভিনু। নিদ্রা- বশে রতি সঙ্গে, সুখেতে পরম রঙ্গে, শেষে কিছু লজ্জিত হইনু॥ রতি রঙ্গ রাগ ভরে, নিদ্রা হতে উঠে পরে, রাগে করে গর্ব্বিত ভর্ৎসন। দেখি কোপে কম্পমান, ত্যজিলাম সেই স্থান, সিঁদ পথে করিনু গমন॥ পুনরপি রাত্রি যোগে, আইলাম কোন যোগে, তবু দেখি তেমতি কুপিত। পায়ে পড়ি দাস মত, রোদন করিনু কত, প্রিয়তমা না ছাড় নিশ্চিত॥ চুম্বনাদি আলিঙ্গন, কত মান বিমর্দ্দন, করিলাম না হয় গণন। তবে বিধুমুখী তায়, আহা মরি হায়ং, অদ্যাপিহ হয় যে স্মরণ॥ ৩৫॥

শুনি বাণী নরবরে, মার মার শব্দ করে, তিলার্দ্ধ না রাখ এর প্রাণ। সুন্দর চৌদিগে চায়, মিত্রগণ নাহি পায়, তবে করে কালী পদে ধ্যান॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে, প্রয়োজনে শ্মশানেতে, ভক্তিভাবে বসিনু পূজাতে। সে সময় যোগমায়া, ভব সঙ্গে ভব জায়া, আছিলেন রহস্য কথাতে॥ পাইয়া আমার ধ্যান, করিবারে অপমান, ক্রোধ মুখে আগমন করে। কোপ যুক্তা উচ্চ ভাষে, প্রথমে

শুনিয়ে ত্রাসে, পলায়ন করিনু অন্তরে॥ অস্ত গেল দিবাকর, হইলাম সকাতর, অপরাধ ভঞ্জন কারণে। পড়িলাম পদতলে, যা কর মা দাস বলে, দুঃখ লেশ জানাই রোদনে॥ চুম্ব যে কুম্ভক ন্যাস, ব্রহ্ম তত্ত্ব অভিলাষ, বাঁধিলাম রক্ষা করিবারে। বিধুমুখী অতঃপরে, কৃপাকরি দেখি পরে, অপরাধ নিস্তারে আমারে॥ অদ্যাপি আমার মন, করিতেছে সুস্মরণ, দিবা নিশি না ভুলি অন্তরে। হয়েছি জননী হারা, কোথা ভুলে আছ তারা, প্রাণ যায় পড়ে দেশান্তরে॥ ৩৫॥

সুন্দর কহিছে তরে নৃপ সন্নিধান। যে কিছু ভৎর্সন বৃথা কর অপমান॥ আমারো মানস নয় তবু ধায় মন। ষষ্ঠ ত্রিংশত শ্লোক করিল রচন॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি
সার্দ্ধং সখীভিরিতি বাস গৃহে সুকান্তে।
কান্তাসুগীত পরিহাস বিচিত্র বাদ্য
ক্রীড়া সুখৈরিহ তু যাতু মদীয় কালঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জা ভয় নাই। সতত ধাবন মনঃ বিদ্যা যেই ঠাই॥ কি করিতে পারি মনঃ ধৈরজ না ধরে। বিদ্যার বসতি গৃহে সদা বাস করে॥ যেমন সম্পদ সুখে পূর্ব্বে সুখী ছিল। সখী সহ গীত

বাদ্যে রজনী বঞ্চিল ॥ সে সকল সুখ লেশ না ভুলি কখন। পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন ॥ যে সুখ বঞ্চিয়া মন হয়েছে পাগল। আমি কি করিব তেঁই সতত চঞ্চল ॥ ৩৬ ॥

শুনে নরবর তবে দেয় গালাগালি। তখনি সুন্দর মনে ভজে কালী কালী ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

রতি শব্দে মহাদেব তাঁহার ভবনে। শ্মশানে বসতি অষ্ট নায়িকার সনে ॥ সেই খানে বেদধ্বনি মঙ্গল গায়ন। করতালি নূপুরাদি কিঙ্কিণী বাদন ॥ তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন। চিত্ত মোর শ্যামা পদে হয়েছে মগন ॥ অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট সাগরে। তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে ॥ হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি। নিস্তার করুণাময়ী ভবে হয়ে তরি ॥ ৩৬ ॥

সুন্দরের বাণী শুনে বীরসিংহ রায়। বিষণ্ন বদনে ধূমকেতু পানে চায় ॥ এ বেটা কোথায় ছিল কাহার তনয়। নিশাচর বলে থাকে মালিনী আলয় ॥ তবেত সকল কথা হীরা জানিয়াছে। মালিনী বেটীকে বাঁধে আন মোর কাছে ॥ ধূমকেতু সনে রাজা থাকে অন্য মন। অবকাশে কবি করে কালিকা

ভজন ॥ বিদ্যা উপাখ্যান মাত্র কালিকা সাধন। পুনর্ব্বার করে কবি কবিতা বর্ণন ॥

অদ্যাপি তাং ন খলু বেদ্মি কিমীশপত্নী
সা বা শচী সুরপতে রথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ।
ধাত্রৈব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়
সৃষ্টা কুলে যুবতিরাজিদিদৃক্ষয়ৈব ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে ॥

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন। অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন ॥ কি কব রূপের কথা না হয় উপমা। মহেশ মহিষী হবে কিম্বা হবে রমা ॥ ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী। এসব হইতে রূপ অধিক বাখানি ॥ ত্রিজগত মোহ যায় মুনি মন টলে ॥ এমন যুবতী আমি না দেখি ভূতলে ॥ অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী। রূপে গুণে নিরুপমা তোমার নন্দিনী ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

দিবা নিশি কালী বলে করি স্তুতি নতি। নাহি জানি কালী রূপ কালীর বসতি ॥ কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে। ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হইছে মোর চিতে ॥ মহেশ মোহিনী কিম্বা শক্রের রমণী। বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের ঘরণী ॥ কভু জানি বিধাতার সাবিত্রী বাহন। ভুবন মোহিনী রূপে জগত মোহন ॥

কখন অভেদ রূপ পুরুষ প্রকৃতি। জগত জননী চির-যৌবনা আকৃতি॥ দিগম্বরী বেশ কিন্তু লজ্জা রূপা তিনি। সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষাণ নন্দিনী॥ অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা ভার। হরিহর ব্রহ্মা আদি পদভাবে যার॥ ৩৫॥

রাজ আজ্ঞা পায়ে তবে ধূমকেতু শেষে। সত্বরে ধরিল হীরা মালিনীর কেশে॥ যত পুরবাসি দেখি কহে পরস্পরে। হীরাকে আনিল তবে সভার ভিতরে॥ নৃপ সন্নিধানেতে আসিয়া হীরা কয়। দোহাই না জানি কিছু রাজা মহাশয়॥ সভ্যগণে হীরাকে করিছে নিরীক্ষণ। শুনেছি হীরার নাম হীরা বা কেমন॥ সদাই দ্বন্দ্বজ প্রিয় জন্ম কড়্যা রাঁড়ী। কথায় হীরার ধার পরে সাদা সাড়ী॥ সভা মাঝে যুব রাজে দেখিল বন্ধন। লুকাইতে চাহে মুখ ঢাকিয়া বসন॥ সুন্দর সঙ্কটে তবু মুখে আনে হাসি। তত্ত্ব করিবারে মোর আসিয়াছে মাসী॥ এসং মাসী মোর দুঃখ দূরে যায়। ভাল কথা হল বলে বীরসিংহ রায়॥ নৃপ বলে হীরা তোর ভগিনীর ছেলে। হীরা কহে ওমুখে আগুণ দেই জ্বেলে॥ কি জাতি কোথায় থাকে নাহি জানি কেটা। মাসী মাসী বলিয়া সম্ভাষ করে বেটা॥ কোথা ঘর সিঁদ চোর কিছু জানি নাই। স্বপনেতে জানি, যদি দুটি চক্ষু খাই॥ ঠাকুর

কন্যার মোর পুরুষে বিদ্বেষ। অকলঙ্ক শশী যেন নাহি দোষ লেশ॥ সর্ব্বনেশে সে কুলেতে দিয়াছে যে কালি। অঙ্গুলি মটকান দিয়া দেয় গালাগালি॥ রায় বলে বল বল শুনগো হিতাশী। বিদ্যার কি গুণ আরো কহ দেখি মাসী॥ বিদ্যার যে রূপ গুণ কহা কিছু ভার। এত বলে সেই কালে শ্লোক রচে আর॥

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোপি
শক্নোত্যদৃষ্টসদৃশপ্রতিরূপলক্ষ্মীং।
দৃষ্টং তথা সদৃশ রূপমনুক্ষণং চেৎ
শক্তো ভবেদপি স এব পরো নচান্যঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে। নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে॥ স্থূল মূল যদি কিছু করয়ে বর্ণন। অদৃষ্ট সমান প্রতি রূপের লক্ষণ॥ তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে। চির দিন সেই রূপ সতত চিন্তয়ে॥ নতুবা অন্যের কর্ম্ম কোন মতে নয়। সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাহার বিষয়॥ ৩৮॥

নৃপ বলে শুন এর কথার বিচার। হতেছে কি কথা তাতে কথা কয় আর॥ এ বেটা পাগল বই কি বলি ইহারে। সে সময় কবিরায় স্মরে কালিকারে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার। বিধি বিষ্ণু আদি যাঁরে মানে পরিহার॥ স্তুতিবাদে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে। আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে॥ যথার্থ কি রূপ গুণ গগণ মণ্ডল। কে করিবে নিরূপণ অবস্তু সকল॥ আর যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা। শুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা॥ এই রূপ অনুমানে যে যত বাখানে। তবে তার তুলা যদি থাকে কোন স্থানে॥ বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে। অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে॥ ৩৮॥

বিদ্যা বিবরণ কথা রায় মুখে শুনে। জ্বলে মরে হীরা যেন দ্বিগুণ আগুনে॥ হাত নাড়া দিয়া বলে রাজার সাক্ষাৎ। কেন নাহি এর মাথে পড়ে বজ্রাঘাত॥ জানিতাম আগে যদি তুই যে এমন। ভাল করে তোমাকে হইত বাছাধন॥ রায় বলে আমার মাসীর দেখ গুণ। আগেতে হিতাশি হয়ে পাছে করে খুন॥ সুন্দর বলিছে মাসী হয়ে বয়ে গেছে। এখন উপায় বল নৃপতি ধরেছে॥ ভূপতিকে বলে কয়ে পূরাও বাসনা। বিদ্যাকে বারেক দেখি মনের কামনা॥ মুনি মনঃ টলে যাতে দেখে সে বদন। মৃত্যুতে সম্বল লই সে মুখ চুম্বন॥ নৃপ স্থানে মাসী

সনে করিতে প্রার্থনা। কবিরাজ শ্লোক আর করিল বর্ণনা॥

অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশি গৌরকান্তিং
চেতোমুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ং।
বক্ত্রং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে
চুম্বামি চাপ্য বিরতং ব্যথতে ন চেতঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

নির্ম্মল শারদ শশী গৌরকান্তি যার। নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার॥ ব্রহ্ম তত্ব নিরূপণে যে মুনি থাকিলে। সে মনঃ হরণ হয় এ মুখ দেখিলে॥ কি ছার আমার মনঃ ভুলিতে কি পারে। যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে॥ অবিরত সে বদন করিয়া চুম্বন। নতুবা ঘুচিবে নাই মনের বেদন॥ ৩৯॥

এত শুনে কোটালেরে ডেকে কন রাজা। মালিনী বেটীকে আগে দেও গিয়া সাজা॥ নাপিত ডাকিয়া কর কেশের মুণ্ডন। চুণকালি দুই গণ্ডে করহ লেপন॥ দূর কর কুটিনীরে অন্য দেশান্তরে। সেই অবকাশে কবি ভদ্রকালী স্মরে॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

ভূতশুদ্ধি কালেতে জানিবে বিবরণ। ললাটে যে চন্দ্র বীজ করিবে স্থাপন॥ সে বীজ মুখের শোভা

তন্ত্রেতে বাখানে। শরতের শশী যেন নির্ম্মল বিধানে॥ চক্রভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ। তাহাদের চিত্ত হরে আমি কোন জন॥ ভস্মাকৃত দেহ যবে নির্ম্মাইতে চায়। ও বীজ তখন সুধা সাগরের প্রায়॥ সে সুধা লইয়া করে দেহের নির্ম্মাণ। চুম্বকাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান॥ সে আনন্দে শ্যামারসে থাকিগো সর্ব্বথা। না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা॥ ৩৯॥

নৃপ কন নিশাচরে হীরার শাসন। কবি কয় শ্লোক সুদ্ধ কালিকা ভজন॥

অদ্যাপি তে প্রতিমুহুঃ প্রতি ভাব্যমানা
শ্চেতোবহন্তি হরিণী শিশু লোচনায়াঃ
অন্তর্নিমগ্ন মধুপাকুল কুন্দ বৃন্দ
সন্দর্ভ সুন্দর রুচো নয়নোর্দ্ধপাতাঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা। নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা॥ শাবক মৃগের সম নয়ন ভঙ্গিমা। কি শোভা হতেছে তার নাহি যার সীমা॥ অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত। যথা মধু পানে অলি না হয় বিরত॥ কুন্দ শ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন। সুধা পানে শোভে যেন উর্দ্ধিত নয়ন॥ এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার। ভুলিতে কি

পারি আমি সে রূপ বিদ্যার ॥ বিনা মূল্যে কিনা হয়ে আছি সদা তার। কি গুণে বান্ধিল মনস্তনয়া তোমার ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

সুসম্নার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী। তাহাতে নিমগ্ন রূপা বীজ স্বরূপিণী॥ মূলাধার চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে। সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে॥ শিশু মৃগ লোচনীর বীজেতে আকার। অক্ষি রূপে নাদ বিন্দু তাতে শোভা যার॥ ক্ষণে ক্ষণে ভাব্যমান হতেছে হৃদয়। চৈতন্য রূপিণী যিনি আছেন সদয় ॥ ৪০ ॥

রাজার শাসনে হীরা পেয়ে বড় ভয়। সুন্দরে ভর্ৎসনা করে হইয়া নির্দ্দয়॥ কবি বলে বল মাসী স্বপুত্রের মত। ভাল মন্দ কহিতে যে হয় শত শত॥ শুনগো হিতাশী মাসী মোর নিবেদন। আগেতে পালন করে নিষ্ঠুর এখন॥ প্রথা আছে লোক মুখে শুনেছি কথন। মাতার মরণে মাসী করেন রক্ষণ॥ সুন্দরের ব্যঙ্গ বাণী শুনে হীরা বলে। কি আমার বাপের ঠাকুর যেন হলে॥ কে তুই আমি বা কে রে ছার্ কপাল মোর। কার সনে কোন্ কথা কেবা মাসী তোর॥ রায় বলে এ যে দেখি হৈল বড় দায়। প্রাচীন কালেতে মাসী বুদ্ধি শুদ্ধি যায়। বুঝা গেল

সব তুমি হও বিস্মরণ। সংপ্রতি বিদ্যার কিছু কহ বিবরণ॥ সর্ব্ব তাপ হরি যাকে সঙ্কটে ধেয়াই। জন্মান্তরে তাকে যেন পুনরপি পাই॥ সে কালে আবার শ্লোক রচিলেন রায়। জ্বলন্ত অনলে যেন দ্বিগুণ জ্বালায়॥

অদ্যাপি তৎ কমল রেণু সুগন্ধি গন্ধং
সৎপ্রেম বারিনিকর ধ্বজ তাপহারি।
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং
প্রাণাং স্ত্যজামি নিযতং পুনরাপ্তি হেতোঃ ॥৪১॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

বিদ্যা রূপ প্রেম সাগরেতে কিবা বারি। অনঙ্গ তাপেতে তাপী তার তাপ হারি॥ সে জলের শোভা কি করিব বিবরণ। শতপদ্ম বিকসিত হতেছে শোভন॥ সেই পদ্ম রেণু সব উড়ে বায়ু ভরে। তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে॥ পুষ্কর তীর্থের ন্যায় সংসারের মাজে। সর্ব্ব তীর্থ সার যেন অদ্ভুত বিরাজে॥ সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময়। তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হব সুখময়॥ অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর। জন্মান্তরে পাই যেন তাঁরে পুনর্ব্বার॥ ৪১॥

বীরসিংহ রায় শুনে কোপ দৃষ্টে চায়। সে কালে শ্যামার পদ ধ্যান করে রায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

সুশোভমা রতি যার দেব ত্রিলোচন। সেই মহা-দেব যাতে সতত মগন॥ সর্ব্ব তীর্থময়ী রূপা ভেবে ভগবান। একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান॥ ধ্যান কালে অধিষ্ঠান হৃদিপদ্ম রাজে। হৃদি সরসিজ রেণু সে পদে বিরাজে॥ পদ্ম রেণু যুক্ত তেঁই সুগন্ধি পূরিত। তত্ত্ব চিন্তা করি অশ্রু হতেছে পতিত॥ সদা চিন্তা করে সর্ব্ব পাপ তাপ হারী। সংপ্রতি জননী কিছু হও উপকারী॥ বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি ত্যজি। পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি॥ ৪১॥

অন্দর মহলে রাণী, দাসী মুখে শুনি বাণী, সুন্দ-রের রূপের কাহিনী। অতুলনা তাতে রূপ, যেন হতে পারে ভূপ, না জানিবে তোমার নন্দিনী। কিবা দেখ বিধাতার, আছে মিলনের ভার, যে যেমন তারে সেই ঘটে। বিদ্যা দেখ এক বার, চোর হেরি আর বার, তুল্য কর ঘটনা যে বটে॥ দেখগো নরেন্দ্র রায়, গর্জ্জন করিছে তায়, হুকুমে আকাশ ভাঙ্গে পড়ে। দেবতা দানব গণ, করিতেছে পলায়ন, বায়ু বেগে পাতা নাহি নড়ে॥ রাবণ প্রতাপ যেন, চো-রের উপর হেন, বুঝি তাবে স্নেহের কারণ। যদি তাতে দয়া নয়, তবে তিনি যমালয়, কোন কাজে

দিত এতক্ষণ॥ এ কথা শুনিয়া শেষে, গবাক্ষের দ্বার-দেশে চলিলেন মৃদুভাবে রাণী। অতিশয় গোপনেতে, রাজ সভা যেখানেতে, দেখা যাবে অনুমানে জানি॥ অতি উচ্চ কোন স্থলে, দাসী সঙ্গে রাণী চলে, দূরে হতে দেখেন সুন্দরে। বিদ্যুৎ আকার তার, সে রূপ গোপন ভার, কবি দেখে দৃষ্টির গোচরে॥ অভিপ্রায় অনুমানে, রাজার মহিষী জ্ঞানে, বিশেষ করেন বিবেচনা। কি জানি যদ্যপি মায়া, হয় যদি নৃপ জায়া, রক্ষাহেতু মনেতে প্রার্থনা। রাণীর করুণা হয়, নৃপ সন্নিধানে কয়, শ্যামা পদ করিতে চিন্তন। এ তিন ভাবিয়া মনে, পুনরপি শ্লোক ভণে, উপাখ্যানে বিদ্যার বর্ণন॥

অদ্যাপি সা যদি পুনস্তটিনী বনান্তে
রোমাঞ্চ ভীতি বিসলচ্চপলাঙ্গযষ্টিঃ।
কাদম্ব কেশর রজঃ ক্ষণমাত্র সঙ্গাৎ
কিঞ্চিৎ ক্লমং শ্লথয়তি মে প্রিয় রাজহংসী॥৪২॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

ঘোর তর মোর ক্লেশ, তাতে করে কৃপা লেশ, কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে। রাজহংসী প্রিয়তর, মোর সুখ ভাবি পর, বারেক করেন যদি মনে। সদা আমি করি মনে, নদী তটে তপোবনে, কোন স্থলে বসিয়া প্রান্তরে। নিত্য তার চিন্তা করি, তাহাতে দুঃখ নি-

বারি, বর দাতা হও দয়া করে ॥ কবি কয় করপুটে, সভ্যগণ হেসে উঠে, এবারে উদ্ধার হবে চোর। বিদ্যা হতে বর নিলে, মশানেতে বলি দিলে, এড়াবে যমের যত জোর ॥ কবি ভাবে সত্য অই, আর মহা বিদ্যা বই, কেবা আছে নিস্তার কারিণী। পুনরপি কবি তার, শ্যামা পদে অর্থ আর, করিলেন ভাবিয়া তারিণী ॥ ৪২ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

প্রিয় রাজহংসী তিনি, আগম পুরাণে যিনি, তাঁর অর্থ করিতে প্রচার। প্রিয় শব্দে মনোনীত, তাহাতে করেন হিত, তেঁই শিব প্রিয় রস ভার ॥ অজ নামে যেন হরি, আর যেবা হংসোপরি, থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায়। ত্রিদেব রমণী করে, বাখানেছে একত্তরে, প্রিয় রাজহংসী শব্দ তায় ॥ কাদম্ব কেশর রজ, ত্রিগুণিত সত্ব রজ, ক শব্দেতে বিধিকে বাখানি। অম্বক জানিবে হর, তার পরে যে ঈশ্বর, তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি ॥ তাঁদের যে পদ রজ, ক্ষণমাত্র যদি ভজ, নদী নদ তটে বনান্তরে। চপলাঙ্গযষ্টি বামা, রোমাঞ্চরী তথা শ্যামা, দুঃখ শেষ করেন তৎ পরে ॥ ৪২ ॥

ত্রিদেব শ্লোকের অর্থ শুন অভিপ্রায়। ঊর্দ্ধ দৃষ্টে স্তুতিবাদ রাজ্ঞীকে জানায়। বিদ্যার ব্যাখ্যান করে নৃপ সম্বোধনে। শ্যামা পদ সুস্মরণ করে মনে২ ॥

অদ্যাপি তাং নৃপতি শেখর রাজকন্যাং
সংপূর্ণ যৌবনমদালস ভঙ্গ গাত্রীং।
গন্ধর্ব্ব যক্ষসুর কিন্নর রাজকন্যাং
স্বর্গাদিমাং নিপতিতামিব চিন্তয়ামি ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ রাণীপক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ। স্বর্গে হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥ কিম্বা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর। এদের নৃপতি কন্যা হবে নিরন্তর॥ অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি। তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি॥ এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর। তাঁহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্যকার॥ শুন২ ঠাকুরাণী প্রার্থনা যে করি। আজ্ঞা কর কোন মতে সঙ্কটেতে তরি॥ ৪৩॥

দ্বিতীয়ার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতি শেখর। তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর। বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী যে নয়। স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয়॥ কি জানি গন্ধর্ব্ব নারী যক্ষী বা কিন্নরী। সংপূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি॥ অলস ভঞ্জনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র। চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র॥ ৪৩॥

নরপতি বলে বেটা জ্বলালে আমায়। তখনি কালিকা পদে স্তুতি করে রায়॥

তৃতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

গিরিরাজ তনয়ার কে জানিবে লীলা। পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিলা॥ আত্মজা কন্যাকে দেখে পরমেষ্ঠী যিনি। মনোহরা রূপেতে মগন হন তিনি॥ পিতাকে কামুক দেখে কন্যাটী পলায়। ওই কন্যা পাছু ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায়॥ গন্তে আসি বনবাসি মৃগী রূপ ধরে। মৃগী হয় তাতে ব্রহ্মা মৃগ হন পরে॥ এইরূপে বহু কাল ধাবমান বনে। ব্যাধ বেশে তথা শিব বিরোধ ভঞ্জনে॥ স্বর্গ হতে নিপাতন মর্ত্তে আগমন। যখন যে রূপ ইচ্ছা তখনি তেমন॥ সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি। নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি॥ সে রাজার কন্যা সদা কোমল যৌবনা। অনন্ত বিহীন অন্ত না পায় তুলনা॥ সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত। এ ঘোর বিপদ হতে কর গো বিহিত॥ ৪৩॥

মনে মনে রাণী বলে, বিধাতা নিষ্ঠুর হলে, দিয়েছিলে সুন্দর জামাই। কি করিব হায় হায়, প্রবোধ না মানে রায়, কি প্রকারে প্রাণেতে বাঁচাই॥ কেন বাছা দাগা দিলে, এত কাল কোথা ছিলে, দেশে দেশে খোজা গেল যবে। যদি হতভাগী সনে, জোর

ছিল নির্ব্বন্ধনে, নৃপে কেন না জানালি তবে ॥ এখন কি কব আর, হতেছে মশান সার, রূপ গুণ সকল বৃথা হল। তবে শিরে কর হানি, তথা হতে উঠে রাণী, আপনার মহলে চলিল ॥ নৃপ সনে কবি রায়, পুনরপি কবিতায়, রচিলেন বিদ্যা উপাখ্যান। শুন নৃপ চূড়ামণি, যে গুণে বিদ্যাকে গণি, আহা মরি কিবা সে বয়ান ॥

অদ্যাপি তৎ সুরত কেলি নিবন্ধ বুদ্ধি
রক্তোপবন্ধপতিতস্মিত শূন্যহস্তাং।
দন্তোষ্ঠপীড়ননখক্ষত রক্তসিক্তাং
তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধনগাত্র যষ্টিং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

সুরত কেলির স্থান, যে সকল বিদ্যমান, বিদ্যার সহিত সে সময়। বুদ্ধি হয়ে নির্ব্বন্ধন, অদ্যাপি তথায় মন, সব ত্যজে নিরবধি রয় ॥ কি কব তাহার কথা, ব্যথা লাগে হৃদে যথা, শুন এক তার বিবরণ। বিদ্যা হয়ে আনন্দিত, ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিত, প্রেম ভরে দিলে আলিঙ্গন ॥ আমি আনন্দেতে বসি, ধরে তার মুখ শশি, চুম্বন করিতে বারে বার। তবে হয়ে জ্ঞান হত, সুবদনে দন্ত ক্ষত, ওষ্ঠ দেশে চিহ্ন হৈল তার ॥ আর যে কুকর্ম্ম করি, ধরে আমি কুচোপরি, নখাঘাতে রুধির পতন। ছাড়২ বলে মোরে, আমি মদ-

নের জোরে, ছাড়িবারে হয় বিলম্বন ॥ ত্যজিলাম তার পরে, সাধিলাম কত করে, অপরাধ ক্ষমিল আমার। সে সকল রূপ তার, মনে হলে পুনর্ব্বার, প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥ নৃপ হয় অন্য মন, নাহি শুনে সে বচন, কবি শ্যামা পদ করে সার। অই কবিতার্থ ভণে, অভয়ার শ্রীচরণে, ভব জায়া ভবে কর পার ॥ ৪৪ ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

সুরত যে ত্রিনয়ন, তার কেলি যে ভবন, শ্মশানেতে করেন বসতি। ঊর্দ্ধ দুই বাহু যাঁর, দশনে পীড়ন আর, ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥ সদ্য নখ ছিন্ন করে, অসুর মস্তক হরে, সে রুধির করেছে ধারণ। সে রুধির আভরণ, হয়ে তাতে নিমগন, করিতেছ দনুজ দলন ॥ অদ্যাপি আমার মন, সেই পদে অনুক্ষণ, চিন্তা করে তিলেক না ভুলে। আমি অতি শিশু মতি, না জানি ভকতি নতি, যা করিবে এ ভবের কূলে ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কেত করেন রাজা সভাসদ গণে। চোরের কি জাতি কুল বুঝহ নির্জ্জনে ॥ একে২ সকলেতে করেন জিজ্ঞাসা। কিবা নাম কোন জাতি কহ সত্য ভাষা ॥ রায় বলে সভাসদ আছহ পণ্ডিত। বিবেচনা করে দেখ যা হয় উচিত ॥ চোরের কথায় কার হইবে প্র-

ত্যয়। চোর হয়ে চির কাল কহে যে ব্যত্যয়॥ সে যে কারো প্রিয়তম না হয় সংসারে। পিতা মাতা আদি করে সব ত্যজে তারে॥ দান ধর্ম্ম কীর্ত্তি যত সব হয় দূর। যাহারা শরণ লয় সে হয় নিষ্ঠুর॥ অতএব জাতি কুল না কর জিজ্ঞাসা। বিদ্যা ব্যবসায়ী আমি বিদ্যা ভালবাসা॥ জিজ্ঞাস বিদ্যার কথা কব অনায়াসে। দিবা নিশি যার লাগি না থাকি আবাসে॥ শাস্ত্র বিদ্যা জায়া বিদ্যা মহা বিদ্যা আর। তিন অধিকারে শ্লোক রচিল কুমার॥

অদ্যাপি তাং নিজ বপুঃকৃতবেদিমধ্যাং
তৎ সঙ্গসম্বিতসুধাস্তন ভার নম্রাং।
নানা বিচিত্র কৃত মণ্ডন মণ্ডিতাঙ্গীং
সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা ন হি বিস্মরামি॥ ৪৫॥

অস্যার্থঃ পঠিত বিদ্যাপক্ষে।

কাল্পনিক বপু তাঁর শুনহ লক্ষণ। শুদ্ধ দেহে জ্ঞান রূপে থাকে অদর্শন॥ তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে। স্তন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে॥ নানা সুবিচিত্র যেন আভরণ প্রায়। বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায়॥ সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়ন রূপিণী। বিচারে উত্থিত হয়ে জাগ্রত কারিণী॥ দেহের মধ্যেতে থাকি না করেন ভার। দিবা নিশি সদা আমি চিন্তা করি তাঁর॥ ৪৫॥

দ্বিতীয়ার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

বেদি পরিষ্কৃত গঞ্জে সুস্থিতি বিদ্যার। যে দেহেতে আলম্বন আছে সুধা ধার॥ স্তন ভারে বিনম্র হয়েছে সে কামিনী। বহুল বিচিত্র কত মণ্ডল রূপিণী॥ সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উত্থিতা। সম্মোহ কমলরূপা দেখি চমকিতা॥ এইরূপে চিন্তা মোর সদা করে মন। দিবা নিশি কখন না হয় বিস্মরণ॥ ৪৫॥

তৃতীয়ার্থঃ মহাবিদ্যাপক্ষে।

বিধি বিষ্ণু শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া॥ সে খট্টে পরম শিব তাতে মহামায়া॥ যার স্তন সুধা ভরে নম্র তাকে করে। সে স্তনের দুগ্ধ পানে মৃত্যু যায় হরে॥ অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডন আকারে। শোভা বিবরণ তাঁর কে করিতে পারে॥ সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন। উত্থিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন॥ অহর্নিশি তাঁর চিন্তা করি বারেবার। শমন দমন হয় নৃপ কোন্ ছার॥ ৪৫॥

নৃপ বলে মৃত্যুকালে বুদ্ধি হরে লয়। কোন কথা না শুনিবে বুঝিনু আশয়॥ আঁখি ঠেরে নিশাচরে কহে নরবর। মশানে লইলে ভয়ে হইবে কাতর॥ তবে যদি মৃত্যু ভয়ে দেয় পরিচয়। ইঙ্গিত বুঝিয়া কবি উদ্দেশেতে কয়॥ আমার মরণ ভয় না হবে

এখন। ঔষধের চিন্তা করি জীবন কারণ॥ মৃত্যুঞ্জয় ঔষধের শুন পরিচয়। এই কথা বলে কবি আর শ্লোক কয়॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং
ক্রীড়োৎসুকাভিজনভীষণবেপমানাং।
অঙ্কাঙ্কসঙ্গপরিচুম্বিত মোহভঙ্গাং
মজ্জীবনৌষধমিব প্রমদাং স্মরামি॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ। মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ॥ সুবর্ণ ঘটিত যত ঔষধের সার। বিধির সৃজন মধু অনুপাম তার॥ কনক বর্ণের তুল্য কান্তির পূজার। মদন রসেতে দ্রব্য লালসাঙ্গ তার॥ কাম রসে সুখী সখী গণের সহিত। কম্পমান তনু তার সতত মোহিত॥ সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ আকার। আলিঙ্গন চুম্বন যে অনুপম তার॥ ৪৬॥

সুন্দরের বাক্য তবে ধূমকেতু শুনে। ঘৃত ধারা পড়ে যেন জ্বলন্ত আগুনে॥ ধাক্কা মেরে মশানেতে লইবারে যায়। সঙ্কটে নিস্তার বলে কালী ভজে রায়॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

কনক ঘর্ষণ শিলা কান্তি বপু যাঁর॥ সে শিবের মদ রসে অনুষঙ্গ তাঁর॥ লীলা সখী আবরণ বর্গের স-

হিত। ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত॥ অঙ্ক শব্দে কলঙ্ক অঙ্কেতে যাঁর স্থিত। সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত॥ তাঁহার চুম্বিত মোহ ভঙ্গকারী যিনি। তিনি মম জীবনের ঔষধ রূপিণী॥ যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি পাই। তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই॥ ৪৬॥

সুন্দর কহিছে শুন কোটালিয়া ভাই। ক্ষণ মাত্র রাখ দুটা কথা কয়ে যাই॥ সম্পূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর। সপ্ত চত্বারিংশ শ্লোক রচিল আ-বার॥

অদ্যাপি তাং নববধূসুরতাভিযোগাং
সংপূর্ণকাল বিধিনা রচিতাং কদাচিৎ।
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখীং হরিণায়তাক্ষী
মুন্নিদ্র কোকণদপত্রনখাং স্মরামি॥ ৪৭॥

অস্যার্থঃ বিদ্যাপক্ষে।

সংপূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাই আর। পূর্ণ শশি মুখী বিদ্যা স্মরি এক বার॥ হরিণের প্রসারিত চক্ষের তুলনা। ফুল্ল রক্ত পদ্ম পত্র নখের বর্ণনা॥ নব বধূ সহ যেন সুরত সংযোগ। লীলা ছলে কাম রসে করেন সম্ভোগ॥ কিছু কাল চিন্তা করি সঙ্কট জীবনে। বিদ্যা রূপ হেরি যদি কা চিন্তা মরণে॥৪৭॥

ক্রোধে রাজা করে দৃষ্টি ধূমকেতু পানে। ধূম-

কেতু সুন্দরের দাড়ী ধরে টানে ॥ চন্দ্রকেতু ভাল করে বান্ধে দুই হাত। সুন্দর বলেন ভাল ঘটিল উৎপাত॥ সভাসদ গণ আরো করে অপমান। কালী পদে করে পুনঃ অর্থ সমাধান ॥

দ্বিতীয়ার্থঃ কালীপক্ষে।

সংসারের সকল সংপূর্ণকারী যিনি। সংপূর্ণ নামেতে হরি হৈয়াছেন তিনি ॥ কাল নামে শিব কালান্তক কর্ম্ম করে। বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধরে। তাহাতে সংপূর্ণ কাল বিধি তিন জন। তৎকালেতে যাঁর পদ করেন পূজন॥ সম্পূর্ণ সুধাংশু মুখী কুরঙ্গ নয়না। নব বধূগণ সহ সুরত মগনা। ॥ প্রফুল্ল পঙ্কজ দল তাহার সমান। হয়েছে সদৃশ যাঁর নখের বিধান ॥ মহেন্ট দেবতা তাঁরে চিন্তা বারেবার। ব্রহ্মা হরিহর যারে চিন্তা করা ভার ॥ ৪৭ ॥

সুন্দরের স্তুতিবাণী, তথা ব্রহ্মময়ী জানি, কোপ ত্যজে কৃপার কারণ। হৃদয়েতে নৃপতির, জ্ঞান দিতে ক্ষমাদির, দয়া লেশ করেন তখন ॥ মনে ভাবি নৃপরায়, দোষ দেয় বিধাতায়, উভয়েতে সঙ্কট ঘটিল। চোরে দিব বলিদান, তাতে কি বাড়িবে মান, দেশে দেশে কলঙ্ক রটিল ॥ চোরে যদি প্রাণে রাখি, কাপুরুষ হয়ে থাকি, দিব এরে কি করে কুমারী। জ্বালা হবে এতো বড়, কন্যা রবে আইবড়, বিবাহ না হবে
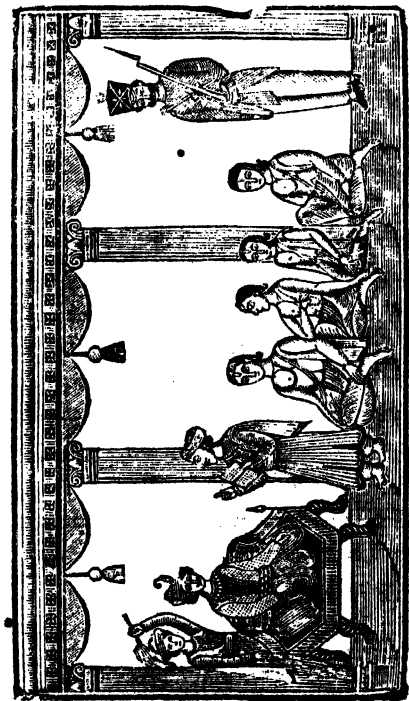
ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

সব কাব্য পঢ়ায়া ॥ গামই নাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাস বড়াই বঢ়ায়া। কাম গয়া বরবাদ সবৈ অরু ভরতীকে নহি ভেদ জানায়া।।

ভাটের উত্তর।

ভূপ মৈঁ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপূর জায়কে। ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥ হাত জোরি পত্র দিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে। রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে ॥ রাজপুত্র পত্র বাঁচি পূছি ভেদ ভায়-কে। এক মে হাজার লাখ মৈঁ কহা বনায়কে ॥ বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্র লায়কে। আয়নে ভয়া মহা বিয়োগচিত্ত ধায়কে ॥ য়্যাহি মে কহা ভয়া কঁহা গয়া ভুলায়কে। বাপ মা মহাবিয়োগি দেখেনে ন পায়-কে॥ শোচি শোচি পাচ মাহ মৈ তেঁহ গমায়কে। অগুহী কহাহুঁ বাত বৰ্দ্ধমান আয়কে ॥ য়্যাদ নাহি হৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে। পূচহুঁ দিবানজিসো বখ্‌সিকে মঙ্গায়কে ॥ বূঝ কে কহে মহীপ ভট্টকো মানায়কে। চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়-কে॥ ভুপকে নিদেশ পায় গঙ্গ যায় ধায়কে। চোর-কো বিলোকী চিহ্ন শীষ ভূমি নায়কে॥ বেগমে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে। সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজ রায়কে॥ ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ

এহি আয়কে। বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে ॥ চোরকো মশান মে কহা দিও পাঠায়কে। ভাগ মানি আপ যায় লায়হু মনায়কে। ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে। লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥

সুন্দরী প্রসাদন।

শুনিয়া ভাটের মুখে, বীরসিংহ মহাসুখে, ভাটেরে শিরোপা দিল হাতি। কুঠার বান্ধিয়া গলে, আপনি মশানে চলে, পাত্র মিত্রগণ সব সাতি॥ মশানেতে গিয়া রায়, সুন্দরে দেখিতে পায়, ঊর্দ্ধমুখে দেবতা ধিয়ায়। কোটাল সৈন্যের সনে, বান্ধা আছে জনে জনে, কে বান্ধিলে দেখিতে না পায় ॥ শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া, ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া, ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার। ভৈরবের ভীম রব, নৃত্য গীত মহোৎসব, মশানে শ্মশান অবতার।। দেব অনুভব জানি, রাজা মনে অনুমানি, সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব। না জানি করিনু দোষ, দূর কর অতিরোষ, জানিনু তোমার অনুভব।। হাসিয়া সুন্দর রায়, শ্বশুর জেয়ানে তায়, কহিলেন প্রসন্নবদনে। আপনি হইনু চোর, দুঃখ নহে সুখ মোর, তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥ নৃপ বীরসিংহ কয়, শুন বাপা মহাশয়, কোটালের কি হবে উপায়। কিসে হবে বন্ধ মুক্তি,

বলহ তাহার যুক্তি, সুন্দর কহেন শুন রায়॥ বিশে-ষিয়া শুন কই, কালিকা আকাশে অই, অই অনুভবে এ সকল। পূজা কর কালিকার, রক্ষা হবে সবাকার, ইহ পর লোকের মঙ্গল॥ বীরসিংহ এত শুনি, মহা পুণ্য মনে গণি, গুরু পুরোহিত আদি লয়্যে। আনি নানা উপহার, পূজা কৈল অন্নদার, স্তুতি কৈলা সাবধান হয়্যে॥ বীরসিংহ পুনঃ কয়, শুন বাপা মহাশয়, অই যে কহিলা কালী কই। যদ্যপি দেখিতে পাই, তবে ত প্রত্যয় যাই, তোমার কৃপায় ধন্য

হই॥ হাসিয়া সুন্দর রায়, অঙ্গুলে ছুঁইলা তায়, বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান। দেখি কাল রাঙ্গা পায়, আনন্দে অবশ কায়, ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥ ডাকিনী যোগিনীগণ, সঙ্গে গেল সর্ব্ব জন, কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া। রাজা রাজ্য জ্ঞান পায়, সুন্দরে লইয়া যায়, নিজ পুরে উত্তরিল গিয়া॥ সিংহাসনে বসাইয়া, বসন ভূষণ দিয়া, বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ। করিল বিস্তর স্তব, নানামত মহোৎসব, হুলাহুলি দেই রামাগণ॥ সুন্দর বিদ্যারে লয়ো, চোর ছিলা সাধু হয়ো, কত দিন বিহারে রহিলা। পূর্ণ হইল দশ মাস, শুভ দিন পরকাশ, বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥ ষষ্ঠী পূজা সমাপিলা, ছয় মাসে অন্ন দিলা, বৎসরের হইল তনয়। সুন্দর বিদ্যারে কন, যাব আমি নিকেতন, ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥

সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা।

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গাও না। তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজাও না॥ তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচাও না। তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই, বারে বারে কয়ে কয়ে মূরখে শিখাও না॥ অপরূপ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় ভূমি, না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখাও না। ভার-

তীর পতি হও, ভারতের ভাব লও, না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়াও না॥ ধু॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন। তুষ্ট হয়্যে কহ মোরে যেবা লয় মন॥ তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ। যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ॥ বিদ্যা বলে হোক প্রভু পারিব তাহারে। বিধিকৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥ কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ। এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥ শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা। হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥ গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর। সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর॥ বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট। ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥ সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী। জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥ বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়্যে। সাধু হয়্যে দিন কত থাক আমা লয়ে॥ সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন। চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥ কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে। তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥ তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া। করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥ তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী। এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥ বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি

যেই। সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়া ছিলা তেই ॥ পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন। নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন। কেমনে হইয়া ছিলা কেমন সন্ন্যাসী। দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি॥ রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন দায়। তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়।। কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ। চোরদায়ে লুটিয়া লইলা মহারাজ॥ শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়॥ সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায়॥ খুঙ্গী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ। পূর্ব্ব মত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥ ভারত কহিছে শুন ভারতী গোসাঁই। পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসী বেশ।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া। রতিকাম নটী নট মোহনিয়া॥ কত ভাব ধরে, কত হাব করে, রস সিন্ধু তরে ভবতারণিয়া। নূপুর রণ রণ, কিঙ্কিণী কণ কণ, ঝনঝন ঝনঝন, কঙ্কণিয়া॥ লপট লটপট, ঝপট ঝট-পট, রচিত কচজট কমনিয়া। কুটিল কটুতর, নিমিষ বিষভর, বিষম শরশর দমনিয়া॥ সখী সকল মিলিত, মধুমঙ্গল গাবত, ততকার তরঙ্গত, সঙ্গত নাচত, ঘন বিবিধ মধুর রব, যন্ত্র বাজাবত, তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া। ধিধি ধিকুট ধিকুট, ধিধিকট ধিধিধেই, ঝিঁঝিঁ-

তক ঝিমতক, ঝিম ঝমক ঝেঁইতক্ত তত্তুত, তা তা থুথুং থেই থেই, ভারত মানস মাননিয়া ॥ ধ্রু ॥

সন্ন্যাসির শোভা দেখি মোহিলা কুমারী। সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি ॥ পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার। নমো নারায়ণ বলি কৈলা নমস্কার ॥ রায় বলে নারায়ণি কি বা ভিক্ষা দিবা। বিদ্যা বলে গোসাই অদেয় আছে কিবা ॥ ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ। পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ ॥ তোমার বাপের কাছে সভায় বসিয়া। শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে। মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে ॥ জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব। বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব ॥ সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন। সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥ বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই। সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥ হাসিয়া ধরিলা বিদ্যা সন্ন্যাসিনী বেশ। জটাজূট বানাইল বিনাইয়া কেশ ॥ মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর। শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর ॥ ছি বলিয়া ছাইহেন চন্দন ফেলিয়া। সোণা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥ হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়। দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥ বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসির

বামে। দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে॥ হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে। ফুল ধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে॥ মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ। কব কত যত মত হৈল কামযাগ॥ পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায়। দক্ষিণা আমারে দেহ দক্ষিণে বিদায়॥ একথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিল ভাবিতে। এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে॥ একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস। মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস॥ বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির। যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥ বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর। ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর॥

বার মাস বর্ণন।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে। প্রাণনাথ এইখানে বার মাস রহ হে॥ বার মাসে ঋতু ছয়, লোকে তিন কাল কয়, কাল হয় এ কালে বিরহ হে। কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গনগনি, প্রলয় মলয় গন্ধবহ হে॥ বিজুলী জলের ছাট, মত্তময়ূরের নাট, মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে। মজিবে কমল কুল, সাজাবে মূলার ফুল, ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥ ধ্রু॥

বৈশাখে এদেশে বড় সুখের সময়। নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥ বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরো-

বরে। কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥ জৈ্যষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥ মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া। নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥ আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন। বিয়োগির যম সংযোগির প্রাণধন॥ ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে। জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥ শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম। কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥ ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকি। দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি॥ ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী। কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥ ঝরঝরী জলের বায়ুর থরথরি। শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥ আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার। কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥ নদে শান্তিপুর হৈতে খেড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥ কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা। দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥ ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ। সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥ অতিবড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥ নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ। সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ পৌষ মাসে তিন

লোক ভোগে থাক দড়। দিনমান অতি অল্প রাত্রি-মান বড়॥" সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে। এ বার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে॥ বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। ঘরের বাহির নহে যেই যুব জানি॥ শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে। মূলাফুলে ফুলধনু কামি জনে হানে॥ বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন। মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন॥ কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার। শুষ্ক তরু মঞ্জরিবে কি কহিব আর॥ মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস। জানাইব নানামত মদন বিলাস॥ আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর। ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥ অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥ হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর। তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥ অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়। শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥ বিস্তর নিষেধ বাক্য কয়ে রাজা রাণী। বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি॥ বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর। দাসদাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥ মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন। রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥ ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা। কহিব কতেক আর মেয়ের কাঁদনা॥

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে, ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে, বাপ মায় প্রণাম করিলা। রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে, পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে, মহোৎসবে মগন হইলা॥ সুন্দরের পূজা লয়ে, কালী মূর্ত্তিময়ি হয়ে, দম্পতীরে কহিতে লাগিলা। তোরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি, আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥ ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস, নানামতে আমারে তুষিলা। এত বলি জ্ঞান দিয়া, মায়া জাল ঘুচাইয়া, অষ্ট মঙ্গলায় বুঝাইলা॥ দেবী দিলা দিব্য জ্ঞান, দুহে হৈলা জ্ঞানবান, পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা। দেবীর চরণ ধরি, বিস্তর বিনয় করি, দুই জনে অনেক কান্দিলা॥ বাপ মায় বুঝাইয়া, পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া, দুই জনে সত্বর চলিলা। আনন্দে দেবীর সঙ্গে, স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে, রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা॥ বিদ্যা সুন্দরেরে লয়ে, কালিকা কৌতুকী হয়ে, কৈলাস শিখরে উত্তরিলা। ইতিহাস হৈল সায়, ভারত ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত।

মানসিংহ।

নবদ্বীপাধিপতি।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতি ক্রমে

মহাকবি

ভারতচন্দ্র রায়

কর্ত্তৃক বিরচিত।
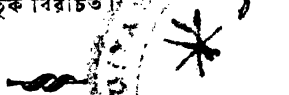
অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য পূর্ব্বক

মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

১২৬৪।

মানসিংহ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে। হরি পদ কমল কমল কলদঙ্গে॥ টলটল ঢলঢল, চলচল ছলছল, কলকল তরলতরঙ্গে। পুটকিত শিরজট, বিঘটিত সুবিকট, লটপট কমঠভুজঙ্গে॥ তরুণ অরুণবর, কিরণ বরণ কর, বিধিকর নিকর করঙ্গে। ভুবন ভবন লয়, ভজন ভবিক ময়, ভারত ভব ভয় ভঙ্গে॥ ধু॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার। মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥ মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান। উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা। কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥ পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ। ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া। তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া॥ মানসিংহ জিজ্ঞাসা ক-

রিলা মজুন্দারে। কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥ মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান। মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥ মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে। বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥ মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া। অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥ মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই। দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥ তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে। বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥ ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও। জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥ ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভ দৃষ্টি। শেষে পুনঃ অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥ শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে। ঝড় বৃষ্টি কর মান সিংহের লস্করে॥ দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি।

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে। শিলা পড়ে তড় তড়, ঝড় বহে ঝড় ঝড়, হড়মড় কড়মড় বাজে॥ ধ্রু॥

দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ। দুণ হয়ে বহে ঊণপঞ্চাশ পবন॥ ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকী। হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥ ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝর ঝরী। চারি দিকে তরঙ্গ জলের

তরতরী ॥ থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী। ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী ॥ ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ। কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান ॥ সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি। পাকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ॥ ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার। ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥ খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার। তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার ॥ বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া। কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥ ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে। ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা তাষে ॥ কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই। এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥ বৎসর পনর ষোল বয়স আমার। ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥ হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া। অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥ ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥ বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়। উভরায় কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায় ॥ কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে। শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥ এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি। মান-

সিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥ গাড়ি করি এনে ছিল নৌকা বহুতর। প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥ নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়। মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়। ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না কুরায়॥ নায়ে ভরি লয়ে নানা জাতি দ্রব্যজাত। রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত্॥ দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়। বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥ কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে। বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে॥ বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়। অবশ্য আসিব কিছু তোমার সেবায়॥ এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত্। যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত্॥ মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার। কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥ দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার। এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥ মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার। অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥ মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম। কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম॥ অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা মানসিংহ রায়। দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥ মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়। দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময়॥ আস-

রফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত। দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত॥ মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা॥ ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা। সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা॥

মানসিংহের যশোর যাত্রা।

ধাঁধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা। বাজে ররাব মৃদঙ্গ দোতারা॥ পয়দল কলবল, ভূতল টলমল, সাজল দলবল অটল সোয়ারা। দামিনী তক তক, জামকী ধক ধক, ঝক মক চক মক তরবারা॥ ব্রাহ্মণ রাজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত, মোগল মাহুত রণ অনিবারা। ভাঁড় কলাবত, নাচত গায়ত, ভারত অভিমত গীত সুধারা॥ ধু॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে। সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥ ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগরা নিশান। গাড়িতে কামান চলে বান চন্দ্রবান॥ হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর। আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥ আগে চলে লালপোশ খাসবরদার। সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥ তবকীধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল। দফাদার জমাদার চলে সদায়াল॥ আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার। নটী নট হরকরা উরুদুবাজার॥ সা-

নাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া। ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥ ধাড়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়। গালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥ আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর। চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥ মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া। কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥ এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া। থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥ শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার। পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥ প্রতাপ আদিত্য রাজা তলবার লয়ে। বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥ কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে। বেড়ী দেউন আপনার মানবের পায়ে॥ লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে। যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥ শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্য যুদ্ধ।

ধৃধৃ ধুধু ধৃ নৌবত বাজে। ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম, দমামা দমদম, ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥ কত নিশান ফরফর, নিনাদ ধর ধর, কামান গর গর গাজে। সব জুবান রজপুত, পাঠান মজবুত, কামান শরযুত সাজে॥ ধরি অনেক প্রহরণ, জরীর পহিরণ সিফাইগণ রণ মাজে। পরি করাইব খতর, পোশাক

বহুতর, সুশোভিত শিরপর তাজে॥ বসি অমারি ঘর পর, আমীর বহুতর, হুলায় গজরাজ রাজে। পূর যশোর চমকত, নকীব শত শত, হুঁসার ফুকরত কাজে॥ হয় গজের গরজন, সেনার তরজন, পয়োধি ভরছন লাজে। দ্বিজ ভারত কবিবর, বনায় তঁহি পর, প্রতাপ দিনকর সাজে॥ ধু॥

যুঝে প্রতাপ আদিত্য, যুঝে প্রতাপ আদিত্য। ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসার সব অনিত্য॥ শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী। পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি॥ বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত, মিলে মানসিংহ রাজে। লস্কর লইয়া, সত্বর হইয়া, প্রতাপ আদিত্য সাজে॥ ধূ ধূ ধম ধম, ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম, দমামা দম দম বাজে। হুড় হুড় হুড়, দুড় দুড় দুড়, কামানের গোলা গাজে॥ সিন্দূর সুন্দর, মণ্ডিত মুদ্গার, ষোড়শ হলকা হাতি। পতাকা নিশান, রবিচন্দ্র বান, অযুতেক ঘোড়া সাতি॥ সুন্দর সুন্দর, নৌকা বহুতর, বায়ান্ন হাজার ঢালী। সমরে পশিয়া, অন্তরে রুষিয়া, দুই দলে গালাগালি॥ ঘোড়ায় ঘোড়ায়, যুঝে পায় পায়, গজে গজে শুণ্ডে২। সোয়ারে সোয়ারে, খর তরবারে, মালে২ মুণ্ডে মুণ্ডে॥ হান হান হাঁকে, খেলে উড়া পাকে, পাইকে পাইকে যুঝে।

কামানের ধূমে, তমঃরণভূমে, আত্মপর নাহি শুঝে॥ তীর শনশনি, গুলী ঠনঠনি, খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে। মুচড়িয়া গোঁফে, শূল শেল লোকে, ক্রোধে হান২ হাঁকে॥ তালায় ফুটিয়া, পড়িছে লুঠিয়া, গুলীতে মরিছে কেহ। গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে, তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥ পাতশাহি ঠাটে, কবে কেবা আঁটে, বিস্তর লস্কর মারে। বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপ আদিত্য হারে॥ শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা, মানসিংহে জয় হৈল। পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জরে ভরিয়া প্রতাপ আদিত্য লৈল। দল বল সঙ্গে, পুনরপি রঙ্গে, চলে মানসিংহ রায়। ললিত সুচ্ছন্দে, পরম আনন্দে, রায় গুণাকর গায়॥

মানসিংহের ভবানন্দ বাটী আগমন।

রণজয়ভেরী বাজে রে। ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে॥ রণজয় করি, মুণ্ডমালা পরি, কালী সাজে রে। শ্বেত অলি শিব, সে নীল রাজিব, রাজীরাজে রে॥ গাইছে যোগিনী, নাচিছে ডাকিনী, দানা গাজে রে। মহোৎসব যত, কি কবে ভারত, সেনামাজে রে॥ ধু॥

প্রতাপ আদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া। চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥ কচুরায় পাইল যশোর জিত নাম। সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ

মনস্কাম ॥ মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কেবল। পা-তসার হজুরে আমার সঙ্গে চল॥ পাতসার সহিত সাক্ষাত্ মিলাইব। রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব ॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়। জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়। নানামতে অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া। চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লই-য়া॥ অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার। মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার॥ মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষ মর্দ্দিনী। মোহরূপা মহাকালী মহেশ মোহিনী॥ কৃপাময়ী কাতর কিঙ্করে কৃপা কর। তোমা বিনা কেবা আর করুণা আকর॥ রাজার মঙ্গল কর রা-জ্যের কুশল। যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥ এত দূরে পালা গীত হৈল সমাপন। ইতঃপর রজ-নীতে গাব জাগরণ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালা।

ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা।

দিয়া নানা উপচার, পূজাকরি অন্নদার, দিল্লীযাত্রা কৈলা মজুন্দার। জননী তাহার সীতা, রামসমুদ্দা-র্দার পিতা, সমর্পিলা পদে অন্নদার॥ শিরে চীরা হীরা তায়, বিলাতি খেলাত গায়, নানা বস্ত্রে কমর

বান্ধিলা। বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে, বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে, গোবিন্দ দেবেরে প্রণমিলা॥ বাপ মায় প্রণমিয়া, দুই নারী সম্ভাষিয়া, আরোহিলা পালকী উপর। জয় অন্নপূর্ণা কয়ে, চলিলা সত্বর হয়ে, মঙ্গল দেখেন বহুতর॥ ধেনু বৎস এক স্থানে, বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে, দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল। অশ্ব গজ পতাকায়, রাজা মানসিংহ রায়, আগে২ সকল মঙ্গল॥ পূর্ণ ঘট বামপাশে, রামাগণ যায় বাসে, গণিকারে মালা বেচে মালী। ঘৃত দধি মধু মাসে, রজত লইয়া হাসে, কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী॥ শুক্লধান্যে গাথি হার, কাঞ্চন সুমেরু তার, আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা। নকুল সহিত যান, বামদিকে ফিরা চান, শিবারূপে শিবের বনিতা॥ নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে, অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে। দেখি যত সুমঙ্গল, মজুন্দারে কুতূহল, চলিলা দেবীর গুণ কয়ে॥ শিরে চিরা জামা গায়, কটি আটি পটুকায়, দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস। সুতেরে বিদায় দিয়া, সীতা দেবী ঘরে গিয়া, নানামত ভাবেন হুতাশ॥ বাড়ীর নিকটে খড়ে, পার হৈলা নায়ে চড়ে, অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে। অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, প্রণমিয়া গোপীনাথে, স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে॥ মনে করি অনুভব, গঙ্গারে করিলা স্তব, কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।

ব্রহ্ম কমণ্ডলুবাসি, বিষ্ণু পাদ প্রসূতাসি, শিব জটা-জূটে অবতার॥ বরমিহ তব তীরে, শরটু করট ফিরে, নপুন ভূপতি তব দূরে। রাজ্য লোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্যপাই, এই মনস্কাম যেন পুরে॥ স্তবে হয়ে তুষ্ট মন, গঙ্গা দিলা দরশন, মজুন্দারে কহেন সরসে। ধন্য তুমি মজুন্দারি, ব্রতদাস অন্ন-দার, আমি ধন্যা তোমার পরশে॥ মহাসুখে দিল্লী যাবে, মনোমত রাজ্য পাবে, মোর তীরে পাবে অধিকার। সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত, অনেক হইবে রাজা তার॥ দিয়া এই বরদান, গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান, মজুন্দার হৈলা গঙ্গা পার। কৃষ্ণ-চন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়, অন্নপূর্ণা সহায় যাহার॥

দেশবিদেশ বর্ণন।

চল২ যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই। ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে॥ মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ, দেখিব অক্ষয় বটতলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে॥ ভব-সিন্ধু বিন্দু জানি, পার হৈনু হেন মানি, সাঁতার খে-লিব সিন্ধু জলে॥ দেখিয়া সে চাঁদমুখ, পাইব কৈব-ল্য সুখ, সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে॥ ধ্রু॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার। ডানি বামে

যত গ্রাম কত কব তার ॥ জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ। ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥ গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার। ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥ এড়ায় মঙ্গলকোট উজানি নগর। খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥ সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান। পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান ॥ রহে চম্পানগর ডাহিনে কত দূর। চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥ জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস। হাসন হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস ॥ আনিলা মোগলমারি উচালন গিয়া। ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া ॥ মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া। বাঙ্গালার সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া॥ এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে। দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে ॥ রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম। মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম॥ ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর। বালিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর ॥ এড়ায়ে আঠারনালা গেলা নীলাচলে। দেখিলেন জগন্নাথ মহা কুতূহলে ॥ দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম। দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥ কৃতার্থ হইলা মহাপ্রসাদ খাইয়া। বিমল লোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া। মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিল মজুন্দারে। ক্ষেত্রের মহিমা কিছু

শুনাহ আমারে ॥ বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার। রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার ॥

জগন্নাথ পুরীর বিবরণ।

জয় জয় জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ, জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন। সুধন্য অক্ষয় বট, সুধন্য সিন্ধুর তট, ধন্য নীলাচল তপোধন॥ পূর্ব্বে ছিল অযোধ্যায়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, সূর্য্য বংশে সূর্য্যের সমান। কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ, স্বপনে পাইলা ভেদ, নীলমাধবের এই স্থান॥ পুরোহিতে পাঠাইল, দেখি গিয়া সে কহিল, নীলমাধবের বিবরণ। মূর্ত্তিমান ভগবান, দেখিলাম অন্ন খান, সেবা করে ব্যাধ এক জন ॥ করি তার কন্যা বিয়া, তাহার সংহতি গিয়া, দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ। রোহিণী কুণ্ডের কথা, কি কব দেখিনু তথা, কাক মরি হৈল নারায়ণ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি, বড় ভাগ্য মনে গণি, রাজ্য শুদ্ধ এখানে আইল। দশ অশ্বমেধ করি, বৈতরণী জল তরি, বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥ দেখে সেই পুরী নাই, বালিপূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই, শত অশ্বমেধ আরম্ভিল। স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের, সে পুরী না পাবে টের, আর পুরী গড়িতে হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল, স্বর্ণময় পুরী কৈল, ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই। রূপা তামাময় আর, পুরী কৈল দুইবার, শেষে পুরী পাথরের

এই ॥ গোদানে গরুর খুরে, মাটি উড়ে যায় দূরে, তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ। শ্বেত গঙ্গা মার্কণ্ডেয়, স্নান কৈল যম জেয়, পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ ॥ হরি বৃক্ষ রূপে আসি, সমুদ্রের জলে ভাসি, চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা। জগন্নাথ বলরাম, ভদ্রা সুদর্শন নাম, চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥ দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত, বিষ্ণু পঞ্জরেতে কৃত, ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন। লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা, জগন্নাথ খান তাহা, ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন ॥ খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় বুলায় হাত, আচার বিচার নাহি তায়। পঞ্চক্রোশ পুরী এই, প্রদক্ষিণ করে যেই, শমন সহিত নাহি দায় ॥ শুষ্ক কিবা পর্যুষিত, দূরদেশে সমানীত, কুক্কুরের বদন গলিত। এই অন্ন সুধাময়, ভক্তিমাত্র মুক্তি হয়, উৎকল খণ্ডেতে সুবিদিত। শুনি মানসিংহ রায়, পুলকে পূরিত কায়, প্রণাম করিল নীলাচলে। কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়, জগন্নাথ চরণ কমলে ॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি।

চল চল রে ভাই চল চল। অন্নপূর্ণা২ বল২ ॥ ধু ॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত। কত দূরে এড়াইয়া চড়িয়া পর্ব্বত। স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতা কোল। কত দূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল। কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ। এড়াইলা

কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ॥ মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া। কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া॥ গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি। কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী॥ কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন। নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন॥ প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে। ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥ কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত। সাক্ষাত্ করিলা পাতশাহের সহিত॥ ঘৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্যে ভেট দিলা। কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥ পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়। প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥ মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে। ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥ মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী। উচিত যে আরবী পারশী হিন্দুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥ প্রাচীন পণ্ডিত গণ গিয়াছেন কয়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥ রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন। মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন॥

পাতশার নিকটে বাঙ্গলার বৃত্তান্ত কথন।

'কহ মানসিংহ রায়, গিয়াছিলা বাঙ্গলায়, কেমন দেখিলা সেই দেশ। কেমন করিলা রণ, কহ তার বিবরণ, না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥ মানসিংহ যোড় হাতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে, কহে জাহাঁপনা সেলামত। রাখজীর কুদরতে, মহিম হইল ফতে, কেবল তোমারি কেরামত॥ হুকুম শাহন শাহী, আর কিছু নাহি চাহি, জের হৈল নিমকহারাম। গোলাম গোলামী কৈল, গালিম কএদ হৈল, বাহাদুরী সাহেবের নাম॥ পাতশা হইল খুশি, কহিতে লাগিলা তুষি, কহ রায় কি চাহ ইনাম। কহে মানসিংহ রায়, গোলাম ইনাম চায়, ইনাম সে যাহে রহে নাম॥ গিয়াছিনু বাঙ্গলায়, ঠেকেছিনু বড়দায়, সাত রোজ দারুণ বাদলে। বিস্তর লস্কর গেল, অবশেষে যাহা রৈল, উপবাসী সহ দলবলে॥ ভবানন্দ মজুন্দার, নাম খুব হুশিয়ার, বাঙ্গালি বামন এই জন। সপ্তাহ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল, ফতে হৈল ইহারি কারণ॥ অন্নপূর্ণা নামে দেবী, তাঁহার চরণ সেবি, কেরামত কামাল ইহার। সে দেবীর পূজা দিয়া, ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া, যোগাইল সকলে আহার॥ রাজ্য দিব কহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি, গোলাম কবুলে পার পায়। স্বদেশে রাজাই

পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়, ফরমান ফরমাহ তায়॥ দেখা কৈল হজরতে, বক্সী আনে খেদমতে, গোলামের এ বড়ই নাম। শুনিয়া এ কথা তার, ক্রোধ হৈল পাতশার, ভারত ভাবিছে পরিণাম॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কেবা। তারে শুঝে বুঝে যেবা॥ নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন, মিথ্যা যত দেবী দেবা। নীরূপ যে ভাবে, স্বরূপ প্রভাবে, বুঝি কিছু বুঝে সেবা॥ ঈশ্বরের নামে, তরি পরিণামে, কে বা গয়া গঙ্গা রেবা। ভারত ভূতলে, যে করে যে বলে, সব ঈশ্বরের সেবা॥ ধ্রু॥

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়। গজব করিলা তুমি আজব কথায়। লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার। হাতি ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥ এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া। বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥ সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়। আলচাউল বেড়েকলা ভুলাইয়া খায়॥ আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম। কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥ সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ। ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥ গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া। আপনার নুর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া॥ হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি

বিচারে। কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিলা তারে॥ আর দেখ পাঠা পাঁঠী না করি জবাই। উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই। হালাল না করি করে নাহক হালাক। যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥ ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব। কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥ আর দেখ নারীর খসম মরি যায়। নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়। ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে। বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে। মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরত। জীউদান দিয়া পুজে নানামত ভূত। আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে। ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥ বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার। আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥ পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই। দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই॥ বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া। করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥ মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া। যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া॥ যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া। কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥ দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর। হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥ বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে। পান পানী খানা

পিনা আয়েব না করে ॥ দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়। কাণ ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায় ॥ আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। সুন্নত দেওয়াই আর কলেমা পড়াই ॥ জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি। মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি ॥ দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া। বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥ প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়। গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়। কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীল বামণ। তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন ॥ বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া। ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া ॥ এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত। মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত ॥ আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়। বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায় ॥ আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা। অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

এ কথা কব কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে ॥ যেই নিরাকার, সেই সে সাকার, তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে। তেজঃভাবে যোগী, দেবী ভাবে ভোগী, কৃষ্ণ ভাবে

ভক্তজনে ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষের বিশ্রাম, কেবল তরে ভজনে। ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার, নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে ॥ ধু ॥

মজুন্দার কহে জাঁহাপনা সেলামত। দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত ॥ হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত। ঈশ্বর সবারি এক নহে দুইমত ॥ পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে। ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥ ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর নতন। টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥ কর্ণ বেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার। সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার ॥ মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর। পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর ॥ তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই। নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই ॥ সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার। সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরাসার ॥ দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়। স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায় ॥ দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া। জব নেরা জবে করে পেটের লাগিয়া ॥ দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে। শূন্যঘরে নমাজ কি কায তাঁহে আছে ॥ খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়। একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড় ॥ ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ। সয়তান বাজী সেই এবদি প্রমাণ ॥ সেই,

ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়। সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥ হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান। কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥ কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী। ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥ বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়। তবে জানি সেই ক্ষণে সে মন্ত্র ভুলায়॥ প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোসাঁই। সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই॥ ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া। যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥ সূর্য্য রূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়। পূর্ব্ব মুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥ পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ। যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব। না মানে না করে খানা পিনার আয়েব। বাম হস্ত না পাক তসবী জপে তায়। হিন্দুরে নাপাক বলে এ ত বড় দায়॥ উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের। হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥ যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত। কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥ শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়। কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥ মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর। ক্রুদ্ধ হৈলা জাঁহাঁগীর দিল্লীর ঈশ্বর॥ নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে। দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায়

কেমনে ॥ ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়। বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায় ॥

দাস্থু বাস্থুর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায়, নাজির সত্বরে ধায়, মজুন্দারে কয়েদ করিল। দিলেক হাবসিখানা, অন্ন জল কৈল মানা, দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল ॥ কাহার প্রভৃতি যারা, ছুটিয়া পলায় তারা, দাস্থু বাস্থু কান্দে উভরায়। হায় হায় হরি হরি, বিদেশে বিপাকে মরি, ঠাকুরের কি হইল দায় ॥ দাস্থু বলে বাস্থু ভাই, পলাইয়া চল যাই, কি হইবে বিদেশে মরিলে। বিস্তর চাকরী পাব, বিস্তর পরিব খাব, কোন রূপে পরাণ থাকিলে ॥ যুবতী রমণী আছে, না রয়ে তাহার কাছে, কেন আনু বামণের সাতে। নারী রৈল মুখ চেয়ে, তবু আনু মাটী খেয়ে, তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥ দিবসে মজুরী করে, রজনীতে গিয়া ঘরে, নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী। নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে, তারে বড় কেবা আছে দুঃখী ॥ কান্দিয়া কহিছে বাস্থু, উচিত কহিল দাস্থু, এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে। মরি তাহে দুঃখ নাই, নারী রৈল কোন ঠাঁই, বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে ॥ কুড়ি টাকা পণ দিয়া, নূতন করিনু বিয়া, এক দিনো শুতে না পাইনু। কাদাখেড় হই-

য়াছে, পুনর্ব্বিয়া বাকি আছে, মাটী খেয়ে বিদেশে আ-
ইনু ॥ হেদে বামণের ছেলে, আগু পাছু নাহি চেলে,
দিল্লী আইল রাজাই করিতে। দুধে ভাতে ভাল
ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল, পাতশার দেওয়ানে আ-
সিতে॥ মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে, রাজা হৈতে এলো
ধেয়ে, এখন সে মানসিংহ কই। গাঁজাখোর রজঃপূত,
আফিঙ্গেতে মজবুত, ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥ মো-
গলে রহিল ঘেরি, সদা করে তেরি মেরি, রাঙ্গা
আঁখি দেখে ভয় পাই। খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই,
লুকাইব কোন ঠাঁই, ছাতি ফাটে জল দে রে খাই ॥
উজ্বক কজল বাসে, ঘেরিয়াছে চারি পাশে, রোহে-
লাজল্লাদ আদি যত। কামড়ায়ে খেতে যায়, জাতি
লৈতে কেহ চায়, কত জনে কহে কত শত॥ অরে রে
হিন্দুকে পুত, দেখলাও কঁহা ভূত, নহি তুঝে করুঙ্গা
দোটুক। ন হোয় সুন্নত দেকে, কলমা পড়াঁও লেকে,
জাতি লেও খেলায়কে থুক॥ ধরিবারে কেহ ধায়,
কাটিবারে কেহ চায়, অন্নদা ভাবেন মজুন্দার। অন্নদা
ধ্যানের বলে, তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে, ছুঁইতে যো-
গ্যতা হয় কার ॥ স্তুতি পাঠে অন্নদার, বসিলেন মজু-
ন্দার, চৌদিকে জবনে ধূম করে। সিংহ যেন বসি
থাকে, চারি দিকে শিবা ডাকে, কাছে যেতে নাহি
পারে ডরে ॥ ভুরিশিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র

রায়, তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, অন্নদামঙ্গল গায়, নীলমণি প্রথম গায়ন ॥

মজুন্দারের অন্নদা স্তব।

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে। পিনাকি পদ্মপাণি পদ্মযোনিসদ্ম সম্মদে ॥ করস্থ রত্নদর্ব্বিকা সুপান পাত্র শর্ম্মদে। পুরস্থ ভুক্ত ভক্ত শম্ভু নর্ত্তনে কটাক্ষদে ॥ সুধান্বিত প্রভাত ভানু ভানুদন্ত কচ্ছদে। স্মিত প্রকাশিত ক্ষণপ্রভাংশু মুক্তিকা রদে ॥ বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্ত রক্ত পারদে। প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি সম্পদে ॥ ধ্রু ॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার, স্মৃতি হৈল অন্নদার, আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা। জয়া বিজয়ারে লয়ো, আকাশ ভারতী কয়ে, মজুন্দারে অভয় করিলা ॥

ভয় কি রে অরে ভবানন্দ। মোর অনুগ্রহ যারে, কে তারে বধিতে পারে, দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ। পাপী পাতশার পুত, আমারে কহিল ভূত, ভালমতে ভূত দেখাইব। পাতশাহী সরঞ্জাম, যত আছে ধূমধাম, ভূত দিয়া সব লুঠাইব ॥ যতেক বেদের মত, সকলি করিল হত, নাহি মানে আগম পূরাণ। মিছা মালা ছিলিমিলি, মিছা জপে ইলিমিলি, মিছা পড়ে কলমা কোরাণ। যত দেবতার মঠ,

ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নানামতে করে অনাচার। বামণ পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়, পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর॥ এত বলি মহামায়া, দিয়া তারে পদছায়া, রক্ষাহেতু জয়ারে রাখিলা। ডাকিনী যোগিনী ভূত, ভৈরব বেতাল দূত, সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥ জয়া নিজগণ লয়ে, রহিল রক্ষক হয়ে, আনন্দে রহিল মজুন্দার। মোগলে ছুঁইতে যায়, ভূতে ঢেকা মারে তায়, ব্রহ্মদৈত্য কর়য়ে প্রহার॥ জবনের ধূমধাম, ভূত হাঁকে হুম হাম, মহামারী পড়িল মশানে। কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা দয়া কর, পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন।

ধূধূ ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম, ঘন ঘন নৌবত বাজে। ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড় গড় গড় গড়, দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥ হান হান হাঁকা, শত শত বাঁকা, বাঁক কটার বিরাজে। কত কত হাজী, কত কত কাজী, ধাইল ছাড়ি নমাজে॥ বড় বড় দাড়ী, চামর ঝাড়ী, গোপ উঠে শির তাজে। গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম, গম গম তোপ আবাজে॥ ঝন ঝন ঝনন, ঠন ঠন ঠনন, বরি খত বন্ধকন্দাজে। পদ নখ হননে, বধিছে জবনে, খগগণ যেমন বাজে। মারিয়া লাথী, বধিছে হাথী, ঘোড়া অনলে ভাজে। শোণিত পানা, সহিতে

দানা, চর্ব্বই যেমন লাজে ॥ ভৈরব লম্ফে, ধরণী কম্পে; বাসুকী নতশির লাজে। ভারত কাতর, কহিছে মুরহরি, রিপুবধ কর অব্যাজে ॥ ধু॥

দিল্লীতে উৎপাত।

ডাকিনী যোগিনী, শাঁখিনী পেতিনী, গুহ্যক দানব দানা। ভৈরব রাক্ষস, বোক্কস খোক্কস, সমরে দিলেক হানা ॥ লপটে ঝপটে, দপটে রপটে, ঝড় বহে খর তর। লপ লপ লম্ফে, ঝপ ঝপ ঝম্পে, দিল্লী কাঁপে থর থর ॥ টাকরে চাপড়ে, আঁচড়ে কামড়ে, মরিছে জবন সেনা। রক্তের পাঁতারে, ভৈরব সাঁতারে, গগনে উঠিছে ফেনা ॥ তা থই তা থই, হো হো হই, ভৈরব ভৈরবী নাচে। অট অট হাসে, কটমট ভাষে, মত্ত পিশাচী পিশাচে ॥ তুরঙ্গ ধরিয়া, গণ্ডূষ করিয়া, মাতঙ্গ পূরিয়া গালে। সিফাহী ধরিয়া, ফেলিয়া লুফিয়া, খেলিছে তাল বেতালে ॥ রথ রথি সঙ্গে, মুখে পূরি রঙ্গে, দশনে করিছে গুঁড়া। হুঙ্কার ছাড়িয়া, ফুকে উড়াইয়া, খেলিছে আবির উড়া॥ নরশির মালা, সমর বিশালা, শোণিত তটিনী তীরে। রণজয় তালী, ঘনদিয়া কালী, শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥ এইরূপে দানা, গণ দিল হানা, জবনে হইল দায়। ললিত বিধানে, রচিয়া মশানে, রায় গুণাকর গায় ॥

এ কি ভূতগত দেশে রে। না জানি কি হবে শেষে রে ॥ উত্তম অধম, না হয় নিয়ম, কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে। দাতা ছিল যারা, ভিক্ষামাগে তারা, চোর ফিরে সাধুবেশে রে ॥ জবনে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে, তুল্যমূল্য গজমেষে রে। ভারতের মন, দেখি উচাটন, না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥ ধু॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার। জবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার ॥ ঘরে ঘরে সহরে হইল ভুতাগত। মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥ বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল। পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়াদিল। চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে। কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥ শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া। দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥ ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত। বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥ অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্ম ভূত। ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত। কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়। ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥ ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা। মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ॥ আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে। ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে ॥ ধূলা ছরড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা। মিয়া হৈলা

মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা॥ এইরূপে ভূতাগত হইল সহরে। হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে২॥ শূন্য পথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা। সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা॥ পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই। হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই॥ ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর। মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥ দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব। জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥ মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য। ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য॥ কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়। সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায়॥ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায়॥ উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায়। থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায়॥ বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি। খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি॥ নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়। হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥ এই রূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই। ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই॥ পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির। সহরের উপদ্রব করিল জাহির॥ পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই। সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥ মামুর হইল মোর বাব-

রুচিখানা। ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা॥ গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হইতে পড়ে। ভুচালার গত চালা কোটা সব লড়ে॥ আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার। হুপ হাপ দুপ দাপ হুঙ্কার হাঁ-কার॥ দেখিতে না পাই কেবা করে ধুম ধাম। সবো রোজ হাঁকে হুম হাম থুমথাম॥ যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে। বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥ খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা। লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥ এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়। তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥ ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভুত। খবিশের খবিশ যমের যমদূত॥

পাতশার নিকটে উজিরের নিবেদন।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী। জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥ ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সাধন তোমার নাম, বিধি হরিহর ভাবে ও পদ দুখানি। তুমি যারে দয়া কর, অন্নে পূর্ণ তার ঘর, না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি॥ পান পাত্র হাতা হাতে, রতন মুকুট মাতে, নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানী। ভারত বিনয় করে, অন্নে পূর্ণ কর ঘরে, হরি ভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥ ধু॥

কাজি কহে জাঁহাঁপনা কত কব আর। কোরাণ

টানিয়া কালী ফেলিল আমার ॥ নাহি মানে কো-
রাণ তাবিজ মজবুত। এ কর্ভু খবিশ নহে হিন্দুর এ
ভূত ॥ উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত। আমি
বুঝি সেই বামণের কেরামত॥ মানসিংহ কহিয়াছে
দেবী পূজে সেই। যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা
দেই ॥ তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে। ভূত
দেখা বলি বান্দী কৈলা ক্রুদ্ধা হয়ে॥ সেই দেবী এত
করে মোর মনে লয়। মানাও সে বামণেরে মিটিবে
প্রলয় ॥ উজিরের বাক্যে জাহাঁগীর জ্ঞান পায়। দড়-
বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥ মানসিংহ আসিয়া
করিল নিবেদন। ভূত জানে তুমি জান জানে সে
বামণ ॥ আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত। অন্নপূর্ণা
ভবানীর মহিমা যেমত॥ ভাল হেতু করেছিনু হজুরে
আরজ। নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ॥ ভূত
বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা। সহরে কহর এত
আপনি করিলা॥ এখনো সে বামণের কর পরি-
তোষ। তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥ মান-
সিংহ রায়ের কথার অনুসারে। মজুন্দারে আনিতে
কহিলা দরবারে॥ যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক
জন। বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন॥ মশা-
নেতে শ্মশান করিল যত ভূত। হাতী ঘোড়া উট
আদি মরিল বহুত॥ মারা গেল কত শত আমীর

উমরা। কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা ॥ যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল। এখনো বামনে মান মিটুক জঞ্জাল ॥ শুনি জাহাঁগির বড় দিলগির হয়ে। মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥ অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া। দয়া হৈল জাহাঁগিরে কাতর দেখিয়া ॥ ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল। বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল ॥ শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া। দেখা দিলা জাহাঁগিরে মায়া প্রকাশিয়া ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা বেদে সীমা দিতে নারে গো মা ॥ ধ্রু ॥

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া। উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া ॥ মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার। আমীর উমরা হৈল যত অবতার ॥ বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি। গোলন্দাজ নব গ্রহ নক্ষত্র সাতাশি ॥ বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনসী মহেশ। সেনাপতি শাহাজাদা কার্ত্তিক গণেশ ॥ ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মহেশ্বরী শিবদূতী। নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী ॥ আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন। শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন ॥

সজ্জা হইল বরুণ পবন ঝাঁড়ু কশ। চন্দ্র সূর্য্য মশাল্‌চী মশাল উজল॥ মজুমন্দারে রাজা করি রাখিলা স-মুখে। দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥ জাহাঁ-গীর যেমন এমন কত আর। চারি দিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥ কোন খানে মধুকৈটভের মহা রণ। কোন খানে মহিষাসুরের নিপাতন॥ কোন খানে সুগ্রীব দূতের রায়বার। কোনখানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার॥ কোনখানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি। কোন খানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটী॥ কোনখানে শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন। কোনখানে সুরথ সমাধি দর-শন॥ কোনখানে রাম রাবণের মহারণ। কোনখানে কংসবধ আদি বিবরণ॥ কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ। পঁড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন॥ দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর। আশে পাশে অদ্-ভূত ভূতের বাজার॥ যোগিনী যোগান দেয় পাশ-রী ডাকিনী। কাঙ্গালি হইয়া মাগে শাঁখিনী পেতি-নী॥ রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে। সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে॥ কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে। ভৈরব হৈহৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে॥ সিদ্ধ-গণ দোকানী চারণগণ চোর। প্রেতগণ প্রহরী হাঁ-কিনী হাঁকে ঘোর॥ নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন। বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ॥ ঋষিষ

গণেরে ধরি আনে যত চণ্ড। যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড॥ শূন্যেতে হইল এক মায়া জলনিধি। হর নৌকা হরি মাঝী পার হন বিধি॥ তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন। শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন॥ ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। মধুকর কোকিল শিখণ্ডি শিখণ্ডিনী॥ এক দল দ্বিদল সহস্র লক্ষদল। অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল॥ এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়। ঊর্দ্ধপদে হেট পিঠে হাতী নাচে তায়॥ তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে। মোমের পুতলি তাহে সুরতি খেলিছে॥ ঊর্দ্ধপদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী। মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী। সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া। অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥ মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া। গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া। হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড। একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥ তার পাশে আর এক কমলে কামিনী। গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্র গামিনী॥ আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর। ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর॥ আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী। নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥ আর দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী। অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ

নারী॥ একবারে এক জন পাতশারে চায়। সবে দেখে সর্ব্বশুদ্ধ ধরি যেন খায়॥ একবার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি। আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি॥ ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন। হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥ প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়। মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥ ভক্ত হৈলা জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া। যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥ জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাইল হেন। মজুন্দারে স্তুতি করে দাস্থ বাস্থ যেন॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের প্রতি পাতশার বিনয়।

জাহাঁগীর কহে শুন বামণ ঠাকুর। না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥ দেবী পুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া। তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥ অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি। অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥ তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া। তার মূল কেবল তোমার পদ ছায়া॥ অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে। পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥ তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে। রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥ ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে। পরশ

পরশে লোহা সোণা করিবারে ॥ মজুন্দার কন কেন এত কথা কও। জাহাপনা সামান্য মানুষ তুমি নও ॥ তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি। আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি ॥ যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী। এ রূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি ॥ ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়। এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয় ॥ পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর। দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর ॥ সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই। হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই ॥ অন্তর যামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া। পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া ॥ দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়। সাক্ষাৎ দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয় ॥ জাহাঁগীরে কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা। ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা ॥ জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে। অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে ॥ সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন। উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন ॥ দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম। অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম ॥ পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজা স্থান। সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান ॥ কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী। হুলাহুলি দেই যত

যবনের নারী ॥ এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর। নিবেদিছ অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার ॥ অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও। পাতশা প্রণাম করে কটা-ক্ষেতে চাও ॥ কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত্। সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত্॥ মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী। মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥ পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি। সকলের উ-পরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥ সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া। প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুঠিয়া ॥ পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল শহরে। অন্নপূর্ণা পূজা সবে করে প্রতি ঘরে॥ পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহা হৃষ্ট হয়ে। কৈলাস শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥ মহানন্দে জাহাঁগীর গুণাগীর হয়ে। চলিলেন ভবানন্দ মজু-ন্দারে লয়ে ॥ পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে। মানসিংহ বিদায় হইলা নিজ ঘরে॥ মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান। খেলাত কাটার ঘড়া নাগরা নিশান॥ পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়। বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥ দাস্থ বাস্থ আদি যত পলাইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলি-ল ॥ দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেরে চলিলা। ত্রিবে-ণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥ করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে। দাস্থ বাস্থ নিবেদন করে

ধীরে ধীরে। ইহাঁর মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা। কার অধিষ্ঠানে এত ইহাঁর মহিমা॥ জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা। চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা॥ শুন অরে দাসু বাসু কন মজুন্দার। গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহাঁর॥ ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি। এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গা বর্ণন।

দাসু বাসু কর অবধান। যেই দেব নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন, এই গঙ্গা সেই ভগবান। মহাদেব এক কালে, পঞ্চমুখে পঞ্চতালে, গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে। নারায়ণ দ্রব হৈলা, বিধি কমণ্ডলে লৈলা, বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে॥ তার কত দিন পরে, বলি ছলিবার তরে, নারায়ণ বামন হইলা। ত্রিপাদ ধরণী লয়ে, ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে, এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥ বিধি সেই পদতলে, পাদ্য দিলা সেই জলে, শিব দিলা জটাজুটে ধাম। বিমল চপলভঙ্গা, সেই জল এই গঙ্গা, এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম॥ ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা, তিনি হৈলা তিনধারা, স্বর্গমর্ত্য পাতাল বিশ্রাম। স্বর্গে মন্দাকিনী নন্দা, ভূতলে অলকনন্দা, পাতালেতে ভোগবতী নাম॥ ইনি সে অলকনন্দা, নরলোকে মহানন্দা, ইহাঁরে আনিল ভগীরথ।

সগরসন্তান যত, ব্রহ্মশাপে ছিল হত, এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ ॥ শিবজটা মুক্ত হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে, এথা আসি ত্রিবেণী হইলা। সরস্বতী যমুনারে, মিলাইয়া দুই ধারে, মধ্য ভাগে আপনি রহিলা ॥ ভগীরথে লয়ে সঙ্গে, বারাণসী দেখি রঙ্গে, যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে। জহ্নুমুনি পিয়াছিল, কাণে উগারিয়া দিল, জাহ্নবী হইলা জহ্নু ঘাটে ॥ রাজা ভগী রথ রায়, আগে আগে নাচি যায়, সাধু সাধু কহে দেবগণ। পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে, মোর দেশে দিলা দরশন ॥ গিরিয়া মোহনা দিয়া, অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া, নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী। পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা, দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা, ত্রিবেণীতে ত্রিলোক তারিণী ॥ শতমুখী রূপ ধরি, সাগর সঙ্গম করি, মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে। বেদ যার বিজ্ঞ নহে, কে তার মহিমা কহে, ভারত কি কবে কিবা জানে ॥

অযোধ্যা বর্ণন।

জানকী জীবন রাম। নব দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥ ভব পারাবারে, পার করিবারে, তরণি রামের নাম। চারুজটাজূট, রচিত মুকুট, তাহে বনফুল দাম ॥ হাতে শরাসন, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, ধ্যানে সুখমোক্ষ

ধাম। হনূমান সঙ্গে, পুলকিত অঙ্গে, ভারত করে প্রণাম ॥ ধ্রু ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর। এথা হইতে অযোধ্যানগর কত দূর ॥ দেখিব রামের বাড়ী এবড় বাসনা। কৃপাকরি মো সবার পূরাহ কামনা ॥ কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়। যে হোক সে হোক তথা যাওন নিশ্চয় ॥ দেখে যেই জন রাম জনমভবন। ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন ॥ জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি। উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী ॥ অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার। যে যে খানে রামচন্দ্র করিলা বিহার ॥ অযোধ্যানিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত ॥ নানাধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে। সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে ॥ মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে। করিলেন স্নান দান সরযূর জলে ॥ দিন কত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া। অযোধ্যানিবাসি লোক সংহতি লইয়া ॥ সকল অযোধ্যাপুরী করি দরশন। শুনিলেন বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ॥ দাসু বাসু বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে। ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমা-

রে॥ সাতকাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়। এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ কথন।

দাস্থ বাস্থ শুন মন দিয়া। বাল্মীকিপুরাণ মত, রামের চরিত যত, সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥ এই দেশে মহারথ, ছিলা রাজা দশরথ, সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান। কৌশল্যা প্রথম নারী, কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি, তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥ হরি চারি অংশ লয়ে, চরুভাগে ভাগ হয়ে, তিন গর্ব্ভে হৈলা চারি জন। কৌশল্যা প্রসবে রাম, কেকয়ী ভরত নাম, সু-মিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥ লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া, যজ্ঞ-কুণ্ডে জনমিয়া, জনকের সুতা সীতা হৈলা। সীতা-পতি রামে জানি, জনক পরমজ্ঞানী, হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥ বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে, যজ্ঞ রাখিবার তরে, রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে। শ্রীরামের এক শরে, তাড়কা রাক্ষসী মরে, মারীচি পলায় দ্রুত হয়ে॥ যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম, গিয়া জনকের ধাম, ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা। অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে, পরশু-রামের সঙ্গে, পথে রণে রাম জয়ী হৈলা॥ ঘরে এলা সীতা রাম, সিদ্ধ হৈল মনস্কাম, দশরথ রাজ্য দিতে চায়। কেকয়ী হইল বাম, বনবাসে গেলা রাম, শোকে দশরথ ছাড়ে কায়॥ জানকী লক্ষ্মণে লয়ে,

রাম যান দ্রুত হয়ে, গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা। শ্রীরাম দণ্ডকবাসী, তথা উত্তরিলা আসি, রাবণ ভগিনী শূর্পণখা॥ রামেরে ভজিতে চায়, সীতারে লজ্জিতে যায়, লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার। সেই হেতু রামশরে, খর দূষণাদি মরে, শূর্পণখা করে হাহাকার॥ শুনি শূর্পণখা মুখে, রাবণ মনের দুঃখে, বনে গেল মারীচে লইয়া। মায়ামৃগরূপ হয়ে, মারীচ রামেরে লয়ে, দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া॥ রাম বাণে হত হয়ে, হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে, মায়ামৃগ মারীচ মরিল। লক্ষ্মণ সীতার বোলে, তথা গেলা উত্তরোলে, সীতা হরি রাবণ লইল॥ রাম মায়ামৃগ নাশি, লক্ষ্মণ সহিত আসি, পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা। সীতার উদ্দেশে যান, পথে মিলে হনূমান, সুগ্রীব বানর হৈল মিতা॥ সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা, সপ্ততাল ভেদ কৈলা, মহাবলি বালিরে বধিলা। সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া, হনূমানে পাঠাইয়া, জানকীর সংবাদ জানিলা॥ কপিগণে পাঠাইয়া, শিলা তরু আনাইয়া, সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা। সিন্ধু পার হৈল রাম, মনে মানি পরিণাম, বিভীষণ আসিয়া মিলিলা॥ অনেক সমর হৈল, কুম্ভকর্ণ আদি মৈল, ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল। রাবণ রুষিয়া মনে, যুঝে শ্রীরামের সনে, শক্তিশেলে লক্ষ্মণ বিঁধিল॥ রাম

কন হনুমানে, সে গন্ধমাদন আনে তাহে ছিল বি- শল্যকরণী। পাইয়া তাহার ঘ্রাণ, লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ, দেবগণ করে জয়ধ্বনি॥ রাবণ আইল রণে, রঘুনাথ ক্রোধ মনে, ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা। বিভীষণে দিলা লঙ্কা, ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা, পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা॥ রাক্ষস বানর সঙ্গে, পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে, রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া। সীতা হৈলা গর্ব্ভবতী, লোকবাদে রঘুপতি, বনবাসে দিলা পাঠাইয়া॥ সীতা তপোবনে রৈলা, কুশ লব পুত্র হৈলা, রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা। বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া, কুশ লব বিবরিয়া, রামে রামায়ণ শুনাইলা॥ কুশ লব পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে, পরীক্ষা দিবারে পুনঃ চান। সীতা কৈলা ধরা ধ্যান, ধরা কৈলা অধিষ্ঠান, সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ॥ মুগ্ধ রাম সীতাশোকে, হেনকালে সুরলোকে, যুক্তি করি কাল গেলা তথা। লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম, চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম, ভারতের অসাধ্য সে কথা॥

ভবানন্দের কাশীগমন।

জয়তি জননী অন্নদা। গিরিশনয়ন নর্ম্মদা॥ অ- খিল ভুবন ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা। কর বিল সিত রত্ন দর্ব্বী পানপাত্র সারদা॥ তরুণ কিরণ কমল

কোষ নিহিত চরণ চারদা। ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জলনিধি পারদা॥ ধু॥

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥ অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ। ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥ শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে। শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥ মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান। দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান॥ একমাস কাশী মাঝে করিয়া বিশ্রাম। দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥ অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা। বিশ্বকর্ম্ম নিরমিত অতুল মহিমা॥ শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে। করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে॥ ষোড়শোপচার উপহার কত আর। পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥ ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া। সাক্ষাত হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥ অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি। তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥ তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্যা হৈল ধরা। বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী। তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভালবাসি॥ গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ কুমার। তিন জন সদা তিন লোচন আমার॥ সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে। করিহ আমার

পূজা সাবধান হয়ে॥ সেখানে তোমারে দেখা দিব আরবার। সেই কালে কব কথা যত আছে আর॥ এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান। মূর্চ্ছা হৈলে মজুন্দারে পুন হৈল জ্ঞান॥ বিস্তর করিয়া স্তব প্রতিমা সমুখে। দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে॥ অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর। শ্রীযুত ভারত-চন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল। ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল॥ ধ্রু॥

কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥ বন পথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া। নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাত করিয়া॥ বৈদ্যসাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন। বক্রেশ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন। বনভূমি এড়াইয়া রাঢে উপনীত। দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত॥ অজয় হইয়া পার করিলা গমন। ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥ কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ। গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ॥ গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ। করিলা বিস্তর স্তব করি যোড় হাথ॥ সেইখানে নানা রসে ভোজন করিলা। বাড়ী-

তে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা॥ ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার। ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥ রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগারা নিশান। কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান॥ শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী। মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী॥ শুনি রাজ সুমাদ্দার সীতা ঠাকুরাণী। বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি॥ সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া। সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া॥ দুই ঠাকুরাণীরে সংবাদ দেহ গিয়া। রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া॥ দুজনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে। আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গাচোঙ্গা হয়ে॥ শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী। বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি॥ শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু। দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু॥ নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে। চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে॥ নাগারা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিয়া। কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥ পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা। মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা॥ লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল। নানা মতে সাবধানে রাখিলা আসল॥ ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল। ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দা-

খিল ॥ অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর। শ্রীযুত ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি।

আনন্দ বড় রে। সব ধামে সব গ্রামে সব যামে, জয় শব্দ পড় রে॥ শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুল-দামে, সব লোক জড় রে॥ শুভকামে অভিরামে অবিরামে, ভারত দড় রে। পরিণামে হরিণামে পরণামে॥ ধু॥

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা। জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥ সীতা ঠাকুরাণী যত এয়ো-গণ লয়ে। পুত্রের নিছনি কৈলা মহা হৃষ্ট হয়ে॥ শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন। হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥ রাজাইর ফরমানে বহিত্র বর-ণে। বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে॥ পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ। ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন॥ দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে। মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে॥ এত ভাবি জন-নীর নিকটে বসিলা। বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা॥ দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা। ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা॥ দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার। দাসু যোগাইল ধৃতিযোগ্য পরি বার সায়ং সন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান। সাধ্বী

দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥ ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি। ধেয়ে গেল কথা রসি বড় ঠাকুরাণী ॥ এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর। দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য।

বড় ঠাকুরাণি গো। ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো ॥ যুবা সুঁয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো। সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥ সাথী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো। তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো ॥ মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো। কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানি গো ॥ ছোট যুবা প্রভু তাহে যুব জানি গো। আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো ॥ ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো। তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো ॥ ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো। তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো ॥ হাততোলা মত পাবে অন্ন পানী গো। বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো ॥ পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো। যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো ॥ রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো। রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো ॥ আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো। ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো ॥ টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো। শাড়ী

পর চিকন শ্রীরামখানি গো॥ দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো। ঘরে আন' ধরে করে টানাটানি গো॥ ভারত কহিছে এত জানাজানি গো। পতি লয়ে দু সতিনে হানাহানি গো॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য।

সাধীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গুণি, বটে বটে বলিয়া উঠিলা। মন করে ধড়ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়, পতি ভুলাইতে মন দিলা॥ খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকন শাড়ী, পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা। পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি, নানামন্ত্রে সিন্দূর পড়িলা॥ পরি পড়া গন্ধ চূয়া, মুখে পড়া পান গুয়া, ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান। গলিত হয়েছে কুচ, কেমনে সে হবে উচ, ভাবিয়া উপায়নাহি পান॥ ছেলে কেন্দে উঠে কোলে,তোষেন মধুর বোলে, কান্দনা রে অই তোর বাপা। তোর বাপে আনি গিয়া, থাক বাছা চুপ দিয়া, অই ডাকে কাণকাটা হাপা॥ সাধীরে বালক দিয়া, দেহুড়ীর কাছে গিয়া, রহিলা প্রহরী যেন রেতে। প্রভু আসিবেন যেই, ধরে লয়ে যাব তেই, না দিব সতার ঘঁরে যেতে॥ ওথা পদ্মমুখী লয়ে, মাধী রসে মগ্ন হয়ে, নানামতে বেশ করি দিল॥ পতি ভুলাবার কলা, জানে নানামত ছলা, ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল॥

সতিনী তোমার যেটা, কোলে তার তিন বেটা, ঘর দ্বার সকলি তাহার। শ্বশুর শাশুড়ী যারা, তাহারি অধীন তারা, এই মাধী কেবল তোমারি॥ দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে, আগে যদি তার ঘরে যান। মহারাণী হবে সেই, মোর মনে লয় এই, তুমি হবে দাসীর সমান॥ একে তার তিন বেটা, তাহারে আঁটিবে কেটা, আরো যদি রাণী হয় সেই। রাজপাট সব লবে, তোমার কি দশা হবে, আমার ভাবনা বড় এই॥ দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক, আঁখি ঠার দিয়া ডাক, আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি। আগে তাঁরে ঘরে আনি, তোমারেত করি রাণী, তবে সে সতিনী পায় ফাকী॥ এত বলি তাড়াতাড়ি, চলিল বাহির বাড়ী, মাধী যেন মাতাল মহিষী। চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল, তাহাতে চাঁপার ফুল, আঁচল লুটায় মাটি মিশি॥ নাপান ঝাঁপানে যায়, ডানি বামে নাহি চায়, উত্তরিল যথা মজুন্দার। দাঁড়াইয়া এক পাশে, কথা কহে মৃদুহাসে, রায় গুণাকর কহে সার॥

ভবানন্দের অন্তঃপুর প্রবেশ।

মার কাছে মজুন্দার বসি পাণ খান। হেনকালে মাধী এল গাল ভরা পাণ॥ ছোটমার ঘরে আসি পাণ খেতে হয়। এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয়॥ মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল। বিধাতা মনের

মত সংযোগ করিল॥ রাখিতে কে পারে আর সাধী দিল টান। ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান॥ মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা। সীতা কন ঘরে গিয়া পাণ খাও বাপা॥ আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়। হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায়॥ দেহুড়ীর পারমাত্র হৈলা মজুন্দার। সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার॥ জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল। চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল॥ এই ঘরে আসি বসি খাউন পাণ জল। দেখিবারে ছেলেপিলে হয়েছে বিকল॥ শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা। কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা॥ যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ। বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥ এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়। আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায়॥ সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে। এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে॥ মাধী বলে আগে যাউন ছোট মার ঘরে। তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে॥ সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে। ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে॥ ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়। দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয়॥ আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট। তুই কি করিবি তাহে উলট পালট॥ কন্দল

লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।রাগায়ণে ছিল্ক যেন কেকয়ীর কুঁজী॥ মাধীবলে আলো সাধী চুপ করি থাক। আমি জানি বিস্তর অমন এড়ে ডাক॥ সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটি। ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটি॥ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। দুসতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা।

কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা। তোমার নাম কয়ে, ঠাকুরে আনু লয়ে, বড় মা করে কাড়া-কাড়ি॥ সে যদি আগে লৈল, সেইত রাণী হৈল, তবেত বড় বাড়াবাড়ি। সে পতি লয়ে রবে, তুমি পাইবে কবে, ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি॥ ভুলিয়া তার ভাবে, পতি না তোরে চাবে, কথাও হবে ভাঁ-ড়াভাঁড়ি। রান্ধিয়া দিবে ভাত, ফেলাবে আঁটুপাত, ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥ সাধী হারামজাদী, এখনি হৈল বাদী করিতে চায় ছাড়াছাড়ি। সাধী যে কথা কৈল, মোরে সে শেল রৈল, দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি॥ করিনু যত তন্ত্র, পড়িনু যত মন্ত্র, কন্দলে গেল মাড়া-মাড়ি। ঠাকুরে ভুলাইব, তোমারে আনি দিব, আ-নিয়া গাছ দাঁড়াসাড়ি॥ দু সতিনের ঘর, পতিরে

ঘুচে ডর, কন্দলে হয় বাড়াবাড়ি। দু জনে দ্বন্দ্ব করে, দাসী আনন্দে চরে, ভারত কহে আড়াআড়ি॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার। রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥ রাধা পীতধড়া ধরে, চন্দ্রাবলী ধরে কণ্ঠে, চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার। কেহ বা মোড়য়ে অঙ্গ, কেহ করে ভুরুভঙ্গ, হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥ সকলে সমান ভাব, সকলে সমান হাব, বিশ্বপতি শ্যামরায় কহ কেবা কার। সব গোপী এক সাথে, লুটিলেক গোপীনাথে, ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার॥ধু॥

মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা। দেহড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা॥ গলায় অঞ্চল দিয়া কৈল নমস্কার। আঁখি ঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার॥ পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া। হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥ বড় দিদী দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান। উচিত যে উহাঁরি মন্দিরে আগে যান॥ মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা। দুজনে সম্মুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥ দু সতিনে কন্দল নহিলে রস নহে। দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥ রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার। সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার॥ দুজনার ঘরে গিয়া দুইজনা থাক। ডাকা-

ডাকি না কর সহিতে নারী ডাক॥ কামের কুরাতে ভাগ করি কলেবরে। সমভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥ দুটায় মরিস্ কেন ডাকাডাকি করি। তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥ এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল। দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল॥ পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী। ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥ বড়দিদী বড় সুয়া সব কাজে বড়। ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥ চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়। দড় ছিনু যখন তখন ছিনু দড়॥ তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে। আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥ দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি। ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥ এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি। ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥ তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া। হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥ সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি। দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥ চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিষ্কার। ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥ চন্দ্রমুখি তব মুখ চন্দ্রের উদয়। পদ্মমুখী পদ্মমুখ প্রকাশ কি হয়॥ ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে। শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে॥ চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন। এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা

মলিন॥ মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়। চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥ হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাপিলা অম্বর। পদ্মমুখী মুখপদ্মে হৈলা মধুকর॥ ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার। সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার॥

ভবানন্দের উভয়রাণী সম্ভোগ।

সোহাগে হইয়া সুখী, ঘরে গেলা পদ্মমুখী, মজুন্দার বড় ঘরে গেলা কোলে লয়ে বড় নারী, করি তার মনোহারি, ক্ষণেক করিলা কাম খেলা॥ ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা, চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা, রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর। যাইতে ছোটর কাছে, মনের বাসনা আছে, সমাপিলা বড়র বাসর॥ প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে, ছুকে ছিলা দুঃখ সয়ে, আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা। কার ঘরে যাব আগে, উৎকণ্ঠিতা এই রাগে, দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা॥ কারো ঘরে নাহি গিয়া, রহিলাম দাঁড়াইয়া, বিপ্রলব্ধা হইলা দুজনে। এখন ইহারে লয়ে, থাকিলাম সুখী হয়ে, পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে॥ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইনি, প্রোষিতভর্ত্তৃকা তিনি, আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক। তারে গিয়া হৃদে ধরি, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা করি, নহে হব কামিনীঘাতক॥ রাত্রি শেষে গেলে তথা, ক্রোধে না কহিবে কথা, খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী। খেদাইবে কটু কয়ে, কল-

হান্তরিতা হয়ে, কান্দিবেক হয়ে বড় দুঃখী॥ তার কাছে গালি খেয়ে, এখানে আসিব ধেয়ে, ইনি পুনঃ হবেন খণ্ডিতা। সেই খানে যাহ কয়ে, খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে, একে দুই কলহন্তারিতা॥ রাত্রি যাবে এই রূপে, ডুবে রব কামকূপে, কেহ নাহি করিবে উদ্ধার। এখনো যদ্যপি যাই, তবে দুই কূল পাই, সম হয় দুহার বিহার॥ দুই প্রহরের ঘড়ী, গজরের তড়বড়ী মজুন্দার বাহির হইলা। ওথা ঘরে পদ্মমুখী, ভাবেন অন্তরে দুঃখী, বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥ সোহাগেতে ভুলাইয়া, মোরে ঘরে পাঠাইয়া, আনন্দে রহিলা বড় লয়ে। গেল রাত্রি দুই পর, এখনো না এলা ঘর, এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥ ফুলবাণ বাণফলে, অঙ্গ দেই ধরাতলে, ঘর বারি করে কত বার। এই অবসর পেয়ে, মন পলাইল ধেয়ে, শরের বুঝিয়া খুর ধার॥ হেন কালে মজুন্দার, বেগে ঘরে এলা তার, মন আইল বেগ শিখিবারে। মদন প্রহরী ছিল, খর শর ছাড়ি দিল, দুজনে বিন্ধিল একধারে॥ কথায় না সহে ভর, দুহে কামে জর জর, কামক্রীড়া করিলা বিস্তর। ভারত কহিছে সার, বিস্তর কি কব আর, বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর॥

মজুন্দারের রাজ্য।

ধূধূ ধূধূ নৌবত বাজে রে॥ বরপুত্র অন্নদার,

ভবানন্দ মজুন্দার, রাজা হৈলা বাগুয়ান মাজে রে॥ ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে, ধাঁধাঁ ধামসা গাজে, ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে॥ ঘড়ী বাজে ঠন ঠন, ঘণ্টা বাজে রন রন, গন গন গজঘণ্টা গাজে রে॥ ভাঁড়াই করিছে ভাঁড়, চোয়াড়ে লুকিছে কাঁড়, সিপাই সমুখে পুর সাঁজে রে॥ ভবানী সহায় হাঁকে, নকীব সেলাম ডাকে, দেওয়ান বসিল রাজকাজে রে॥ নব গুণে নব রসে, ভুবন ভরিল যশে, চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে॥ অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ রাঙ্গাপদ ছায়া, ভারতের কৃষ্ণচন্দ্ররাজে রে॥ ধু॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার। স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার॥ ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ী। চোপদার সম্মুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ী॥ দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরী। থাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি॥ সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা। মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা॥ ফরমান মত সব সনন্দ লিখিয়া। মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥ পরগণা পরগণা হইল আমল। দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল॥ শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার। সেলামি দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥ এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম। ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥

হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া। শুভদিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া॥ পৌষ মাঘ ফাল্গুণ বুঝিয়া সুখ-সার। চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

অন্নদার এয়োজাত।

চল চল সব ব্রজকুমারী। তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥ রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে, নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলি যন্ত্রে, কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে, যাইতে হইল রহিতে নারি। ত্বরাপর সবে করহ সাজ, কি করিবে মিছা ঘরের কাজ, সাজিয়া আইল মদনরাজ তিলেক রহিতে আর না পারি॥ কেহ লহ পড়া পিঞ্জরশুয়া, কেহ লহ পান কর্পূর চুয়া, কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া, কেহ লহ পাখা জলের ঝারী। সে মোর নাগর চিকণকালা, তারে সাজে ভাল বকুলমালা, আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা, ভারত-চন্দ্র বলে বলিহারি॥ ধু॥

অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার। চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥ ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল। সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥ অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা। ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী

ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥ সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা। যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা। রোহিণী রেবতী রমা প্রভাবতী রুমা। অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী উষা উমা॥ সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী। মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী। তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী। কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী॥ কৌষকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী। রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারী॥ হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী। পরশী পরমী পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী॥ ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী। রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী॥ শারদা সুশীলা শামী সুমতি সর্ব্বাণী। বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী॥ ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী। খেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী॥ সোণা রূপা পলা মুক্তামাণিকী রতনী। মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী॥ গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী। নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী॥ বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী। সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী॥ সোহাগী সম্পতি শান্তি সয়া সুরধনী। কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী॥ দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়ামযী দেবী। ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টিবী॥

নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী। জয়ন্তী জাহ্নবী জুতী জিতীজাদু জানি॥ কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী। অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥ আনন্দী আমোদা অম্বী আতুলী আদুরী। সাতী যাঠী সুধামুখী সর্ব্বশী সুন্দরী॥ চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী। শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী॥ শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী। মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী॥ বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী। মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী। কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়। কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায়॥ বুড়া আধড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী। ঘনবাজে ঘুনু ঘুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী॥ কেহ ডাকে এস সই চল সেঙ্গাতিনী। ঠাকুরাণী ঠাকুরঝী নাতিনী মিতিনী॥ বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া। শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥ কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী। কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী॥ কার বেণী কার খোঁপা কার এলোচুল। কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥ চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার। দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥ তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া। করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া॥ সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরণী। কুতূহল কোলাহল

হুলু হুলু ধ্বনি॥ নিজবাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত। রচিলা ভারত অন্নদার প্রোজাত॥

রন্ধন।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া। পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥ তোমার অন্নের বলে, অদ্যাবধি আছে গলে, কালরূপি কালকূট অমৃত হইয়া। এক হাতে পানপাত্র, আর হাতে হাতামাত্র, দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ্ হাসিয়া॥ তুমি অন্ন দেহ যারে, অমৃত কি মিঠা তারে, সুধাতে কে করে সাদ এ সুধা ছাড়িয়া। পরশিয়া অন্ন সুধা, ভারতের হয় ক্ষুধা, মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥ ধু॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী। রন্ধন করিতে গেলা মনে মহা সুখী॥ স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান। অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥ হাস্য মুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক। শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥ ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে। মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥ বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা। দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥ কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া। তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুম্মড়া॥ নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে। আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥ কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা

কোল। সীকপোড়া ঝুরী কাট্টালের বীজে ঝোল॥ ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই। কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥ মায়া সৌণীখড়কীর ঝোল ভাজা সার। চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥ কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচামাছে রান্ধিলেক শুঁড়া॥ আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী। আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবুড়ী॥ রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক। মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥ বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা। অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥ সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥ বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥ কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা। অন্য মাংস সীক ভাজা কাবাব করিয়া। রান্ধিলেক মুড়া আগে মসলা পূরিয়া॥ মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা। মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥ আম আমসত্ত্ব আম্র আমসী আচার। চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥ অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা। সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥ বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী। চূষী রুটী রামরোট মুগের সাম্-

লী॥ কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী। সুধারুচি মুচমুচি, লুচি কতগুলি॥ পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা। চালু চিনা ভুরা রাজবার চালু দিলা॥ পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর। বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥ অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন। অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥ মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে। আশু বোরা আমন রান্ধিল ক্রমে ক্রমে॥ দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা। মেঘহাসা কালমানা রায় পানিতরা॥ কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পূদি। শুয়া শালি হরিলেবু শুয়াথুরি সুঁদী॥ ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর। কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার॥ দাদুশাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি। কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদুরাজ লুচি॥ কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলা ভোগরান্ধে। ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥ বাজাল মরীচশালি ভুরা বেনাফুল। কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল॥ মাকু মেটে মষিলোট শিরজটা পরে। দুধপনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে॥ সুধা দুধকমল খড়িকামুঠি রান্দে। বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে॥ রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাশমতী। কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥ রমা লক্ষ্মী আলতা দনার গুঁড়া রান্ধে। জুতী গন্ধমালতী অমৃতে

ফেলে বান্ধে॥ লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু। রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥ অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়। মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়॥

অন্নদা পূজা।

অশেষ উপচার, আনিয়া মজুন্দার, পূজেন অন্নদা চরণ। পদ্ধতি সুবিদিত, পণ্ডিত পুরোহিত, পূজয়ে বিধান যেমন॥ ষোড়শ উপচার, সামগ্রী কত আর, কি কব তাহার বিশেষ। মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভাগ, বসন ভূষণ সন্দেশ॥ বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট যত, গায়ক নটী রামজনী। যতেক রামাগণ, পরম হৃষ্টমন, করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি॥ পড়িয়া সূর্য্য সোম, পূজান্তে অন্নহোম, ভোগের অন্ন আনি দিলা। করিয়া দক্ষিণান্ত, লইয়া দান্ত শান্ত, জাগিয়া নিশা পোহাইলা॥ হইয়া যোড়পাণি, পড়েন স্তুতিবাণী, পরম জ্ঞানী মজুন্দার। কি কব ভাগ্য লেখা, অন্নদা দিলা দেখা, ধরিয়া ধ্যানের আকার॥ দেখিয়া অন্নদায়, পুলকে পূর্ণকায়, মোহিত হৈলা মজুন্দার। অন্নদা কন কথা, যে কেহ ছিল তথা, কেহ না দেখে শুনে আর॥ কহেন দেবী সুখী, কোথা লো চন্দ্রমুখী, এস লো পদ্মমুখী রামা। আছিলা স্বর্গবাসি, শাপে ভূতলে আসি, ভুলিয়া নাহি চিন আমা॥ এই যে ভবানন্দ, পাইয়া মহানন্দ, মনে না করে পূর্ব্ব কথা।

আমার ইতিহাস, করিল পরকাশ, এখন চল যাই তথা॥ অষ্টাহ গীত কথা, কহেন দেবী তথা, শুনেন ভবানন্দ রায়। অন্নদা পদতলে, বিনয় করি বলে, ভারত অষ্টমঙ্গলায়॥

অষ্টমঙ্গলা।

শুন শুন অরে ভবানন্দ। মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়, শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥ প্রথম মঙ্গল শুন, সৃষ্টি করি তিন গুণ, বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু। দক্ষের দুহিতা হয়ে, পতিভাবে হরে লয়ে, দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে, জনমিনু উমা নামে, মোর বিয়া হেতু কাম মৈল॥ বিয়া হৈল হর সঙ্গে, হরগৌরী হৈনু রঙ্গে, গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥ শুন২ অরে ভবানন্দ ইত্যাদি। তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে, কন্দল করিয়া রঙ্গে, ভিক্ষাহেতু তাঁরে পাঠাইনু। পান পাত্র হাতে লয়ে, অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে, অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু॥ কাশী মাঝে ত্রিলোচন, লয়ে যত দেবগণ, বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিতমন্দিরে। করিয়া তপস্যা ঘোর, পূজা প্রকাশিয়া মোর, অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি। চতুর্থেতে বেদব্যাস, নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস, ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার। শেষে অন্ন নাহি পায়, আমি অন্ন দিনু তায়, কাশীখণ্ডে আ-

ছয়ে প্রচার॥ সেই ব্যাস তার পরে, ব্যাস বারাণসী করে, মোর উপাসনা করে বসি। বুড়ী রূপে আমি গিয়া, বাক্যছলে শাপ দিয়া, করিনু গর্দ্দভ বারাণসী॥ কুবেরের অনুচরে, বসুন্ধরা বসুন্ধরে, শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু। হরিহোড় নাম দিয়া, বুড়ীরূপে আমি গিয়া, ঘুটে বেচা ছলে বর দিনু॥ শুন শুন ইত্যাদি। পঞ্চম শাপের ছলে, আনিনু ধরণী তলে, নল কুবেরেরে এই গ্রামে। ভবানন্দ তুমি সেই, চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই, চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥ পরে হরিহোড়ে ছাড়ি, আইনু তোমার বাড়ী, ঝাঁপি হাতে পার হয়ে নায়। শুনি পাটনীর মুখে, তুমি নিজ ঘরে সুখে, ঝাঁপীরূপে পাইলা আমায়॥ আসিয়াছি তোর ঘরে, শুন কহি তার পরে, প্রতাপআদিত্য ধরিবারে। এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়, বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥ মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা, জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায়। ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিনু তোমার মুখে, আদ্যরস সুন্দর বিদ্যায়॥ পূজি মোর কালী রূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ, উপনীত হৈল বর্দ্ধমান। হীরা নাম মালিনীর, ঘরে উত্তরিল ধীর, শুনিল বিদ্যার রূপ গান॥ গাঁথিয়া দিলেক মালা, ভুলে বিদ্যা রাজবালা, দুহে দেখা রথের নিকটে। মোর বরে সন্ধি হৈল, গান্ধর্ব্ব বি-

বাহ কৈল, বাসর বঞ্চিল অকপটে ॥ শুন শুন ইত্যাদি। ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি, বিদ্যা পদ্মিনীর রবি, অশেষ চাতুরী প্রকাশিল। কপট সন্ন্যাসী হৈল, রাজার সাক্ষাত কৈল, নানামতে বিহার করিল ॥ বিদ্যা হৈল গর্ব্ভবতী, ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি, কোটাল ধরিতে গেলা চোরে। নারী বেশে চোর ধরে, রাজার সাক্ষাত্ করে, সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোরে ॥ শুন শুন ইত্যাদি। সপ্তমেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া, বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে। বীরসিংহ পূজা কৈল, মোর অনুগ্রহ হৈল, বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥ এই ইতিহাস সুখে, শুনিয়া তোমার মুখে, মানসিংহ এল তোর ঘরে। সপ্তাহ বাদলে তারে, নানামত উপহারে, তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে ॥ ভেদ পেয়ে, তোর মুখে, মোর পূজা দিয়া সুখে, মানসিংহ যশোরে আইল। প্রতাপআদিত্য ধরি, লইল পিঞ্জরে ভরি, তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল ॥ তুমি মোর পূজা দিয়া, কুতূহলে দিল্লী গিয়া, পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা। তুমি পাতশার ডরে, নত হয়ে ভক্তি ভরে, এক মনে মোরে স্তুতি কৈলা ॥ আমি তোরে তুষ্ট হয়ে, ডাকিনী যোগিনী লয়ে, উপদ্রব করিনু শহরে। পাতশা মানিয়া মোরে, রাজাই দিলেক তোরে, মহাসুখে তুমি এলা ঘরে ॥ শুন শুন

ইত্যাদি। অষ্টমেতে তুমি সেই, মোর পূজা কৈলা এই, আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু॥ ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস, এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ। মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়, শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥ অন্নদা অষ্টাহ গীত, রচিবারে নিযোজিত, কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বন্দিয়া গোবিন্দ পায়, রায় গুণাকর গায়, পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায়॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা।

মোরে তরাহ তারিণী। অভয়া ভয়বারিণী॥ অম্বিকা অন্নদা, শঙ্করী সারদা, জয়ন্তী জয়কারিণী। চামুণ্ডা চণ্ডিকা, করালী কালিকা, ত্রিপুরা শূলধারিণী॥ মহিষমর্দ্দিনী, মহেশ মোহিনী, দুর্গা দৈত্য বিনাশিনী। ভৈরবী ভবানী, সর্ব্বাণী রুদ্রাণী, ভারত চিত্তচারিণী॥ ধ্রু॥

এইরূপে পূর্ব্ব কথা বিশেষ কহিয়া। মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া॥ মোহ গেল জাতিস্মর হৈল তিন জন। দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ॥ মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ। অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানাছান্দে। শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণকান্দে॥

দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন। লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন॥ অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর। প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার॥ মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার। উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার॥ অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই। মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে ওই॥ সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই। যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই॥ গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর। রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥ দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার। পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥ আমার কপটে তার হয়েছে নিধন। রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন॥ গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন। দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥ তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়। বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥ গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে। পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥ তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম। রামচন্দ্র বড় রাম জীবন মধ্যম॥ রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার। রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥ জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী। সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী॥ এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে। সেই অপরাধে আমি

ছাড়িব তাহারে॥ নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে। রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥ অবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে। রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে॥ তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়। রাজা রামকৃষ্ণরায় রঘুরাম রায়॥ গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়। তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়॥ ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্ম বলে। রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণী মণ্ডলে॥ তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান। কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥ বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া। নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥ আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে। কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥ শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥ আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে। নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥ বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে। মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥ স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে। এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥ সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়। ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥ ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত। কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥ ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। অলঙ্কার

সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥ পুরাণ আগমবেত্তা না-গরী পারশী। দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী॥ জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়। এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥ কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে। রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥ সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে। অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥ ডীউসাই নীলমণি কণ্ঠ অভরণ। এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥ শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার। জগত ঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥ যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে। তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥ বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শোকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভবানন্দ মজুন্দার, সুতে দিয়া রাজ্য ভার, বাপ মায় প্রবোধ করিয়া। পূর্ব্ব কথা মনে করি, বসিলেন ধ্যান ধরি, স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥ সীতারাম মজুন্দার, করিছেন হাহাকার, প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল। অমাত্য অপত্যগণ, সবে শোকে অচেতন, ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী, স্বর্গে যাইবারে সুখী, সহমৃতা হইলা হাসিয়া। চড়িয়া পুষ্পক রথে, চলিলা অলকা পথে, যক্ষগণে বেষ্টিত

অন্নদামঙ্গল।

বিদ্যাসুন্দর।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

[৶]

নির্ঘণ্ট — পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

হইয়া॥ অন্নপূর্ণা আগে আগে, সখীগণ চারি ভাগে, পিছে নল কুবর চলিলা। কুবের যক্ষের পতি, শোকেতে পীড়িত অতি, পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা॥ পুত্র পুত্রবধূ লয়ে, কুবের সানন্দ হয়ে, পূজা কৈলা অন্নদাচরণ। কুবেরের পূজা লয়ে, দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে, কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥ অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা, অপর্ণা অপরাজিতা, অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা। অবিকারা অনুপমা, অরুন্ধতী অনুত্তমা, অনির্বাচ্যা অরূপা অসমা॥ ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী, ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষপাকরী, ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা। ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত, ক্ষুণ্ন কহিয়াছি ক্ষত, ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষম তা॥ কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি, সেইমত রচিয়া বিধানে। ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়াকর, পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

সমাপ্ত।